জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনল্যান্ডকে প্রয়োজন। ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত এই

▷ ৬-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মিল্লাত

The Daily Millat

Email: dailymillatbd@gmail.com

আগের ফর্মে ফেরত আসলাম

বিনোদন ডেস্ক

ঢাকাই চলচ্চিত্রের আলোচিত ও সমালোচিত নাম মিষ্টি জান্নাত। পর্দায় অভিনয়ের চেয়ে ব্যক্তিগত জীবন আর সোজাসাপ্টা মন্তব্যের কারণেই বেশি খবরের শিরোনামে থাকেন এই

▷ ৩-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা বুধবার ■ ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ইং ■ বর্ষ ০১ ■ সংখ্যা ২৯০ ■ ০৯ পৌষ ১৪৩২ বাংলা ■ ০৩ রজব ১৪৪৭ হিজরী ■ ০৮ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা

শরিকদের আসনে বিদ্রোহী প্রার্থী হলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা

– মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক

নির্বাচনি আসন সমঝোতা নিয়ে শরিক দলগুলোর সাথে আলোচনা চূড়ান্ত করছে বিএনপি। এর অংশ হিসেবে শরিকদের ছেড়ে দেওয়া আসনে বিএনপির কেউ বিদ্রোহী প্রার্থী হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ'-এর সাথে আসন সমঝোতা নিয়ে আয়োজিত এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার বিএনপির চেয়ারপারসনের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

২০ লাখ মানুষ সমাগমের প্রস্তুতি বিএনপির

নিজস্ব প্রতিবেদক

দীর্ঘ নির্বাসিত জীবনের ইতি টেনে দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। প্রায় ১৮ বছর পর আগামী ২৫ ডিসেম্বর স্ত্রী ও কন্যাসহ সপরিবারে দুপুর ১২টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তিনি অবতরণ করবেন। বিমানবন্দর থেকে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে তিনি সরাসরি পূর্বাচলের ৩০০ ফিট এলাকার সংবর্ধনাস্থলে যাবেন। সেখান থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মা ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে গুলশানের বাসভবনে যাওয়ার কথা রয়েছে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে 'ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় দিন' করতে নানামুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বিএনপি। পূর্বাচলের ৩০০ ফিট এলাকা সংলগ্ন সড়কে জোরেশোরে চলছে সংবর্ধনা মঞ্চ তৈরির কার্যক্রম।

গতকাল মঙ্গলবার সরেজমিনে দেখা যায়, রাজধানীর কুড়িল থেকে সংবর্ধনা মঞ্চের পরবর্তী অংশ পর্যন্ত

রাস্তার দুই পাশে তারেক রহমানকে স্বদেশে স্বাগত জানিয়ে লাগানো হয়েছে ব্যানার-ফেস্টুন। আর কুড়িল মোড় থেকে বেশ খানিকটা দূরে সড়কের উত্তর অংশে দক্ষিণমুখী করে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি হচ্ছে ৪৮ ফুট বাই ৩৬ ফুটের বিশাল মঞ্চ। ইতোমধ্যে মঞ্চের মূল কাঠামোর কাজ শেষ। এখন শুধু ডেকোরেশনের কাজ বাকি। মঞ্চের দুই পাশে তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে লাগানো হচ্ছে মাইক। তারেক

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

ফেসবুকে প্রথম পোস্টে জাইমা রহমান

দেশে ফিরে দাদুর পাশে থাকতে চাই

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি দীর্ঘ ও আবেগঘন স্ট্যাটাস দিয়েছেন তার নাতনি ব্যারিস্টার জাইমা রহমান। গতকাল মঙ্গলবার সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া এই পোস্টে তিনি দাদুর সাথে কাটানো শৈশবের স্মৃতি, প্রবাস জীবন এবং দেশের সেবায় নিজের ভবিষ্যৎ সংকল্পের কথা তুলে ধরেন। বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে জানানো হয়েছে, এটিই ব্যারিস্টার জাইমা রহমানের প্রথম আনুষ্ঠানিক ফেসবুক স্ট্যাটাস, যা প্রকাশের পর মুহূর্তেই সামাজিক

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনের উত্তাপে উৎসবের মৌসুম

নিরপত্তার চাদরে ঢাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক

আর এক মাস পরই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। রাজনৈতিক কর্মসূচি, পাল্টাপাল্টি মিছিল, সহিংস সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ডসব মিলিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে নির্বাচনি মাঠ। তফসিল ঘোষণার পরদিনই প্রকাশ্যে গুলিবিদ্ধ হন ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি। এছাড়া সম্প্রতি ঘটেছে আরও কয়েকটি হত্যাকাণ্ড। এসব ঘটনার পর থেকে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এ অবস্থায় দুদিন পরই খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের পবিত্র বড়দিন উৎসব অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। একই দিন দেশে ফিরছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। লন্ডনে দীর্ঘ ১৭ বছরের প্রবাস জীবন কাটিয়ে দেশে ফিরছেন বিএনপির এই শীর্ষ নেতা। এরপর রয়েছে থার্টিফার্স্ট নাইট উৎসব। পাশাপাশি কারামুক্ত হয়ে আবারও অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা। এসব কারণে

- নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঘোলাটে পরিস্থিতির আশঙ্কা বাড়ছে জনমনে
- টার্গেট কিলিং, মবোক্রেসি ও রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনাগুলো আতঙ্কজনক

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঘোলাটে পরিস্থিতির আশঙ্কা বাড়ছে জনমনে। অপরাধ বিশ্লেষকদের মতে, তফসিল ঘোষণার পর টার্গেট কিলিং, মবোক্রেসি ও রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনাগুলো আতঙ্কজনক। নির্বাচন সামনে রেখে চোরাগোপ্তা হামলা, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার ও নাশকতার ঝুঁকিও বাড়ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে আইনের কঠোর প্রয়োগ জরুরি। তবে পুলিশ বলছে, এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তারা প্রস্তুত। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে পুলিশ কমিশনার, এসপি, ডিসি, বিভাগীয় কমিশনার ও ডিআইজিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অপরাধ দমনে নিয়মিত অভিযান চলছে। কারামুক্ত সন্ত্রাসীদের নজরদারিতে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে যৌথ বাহিনীর অভিযান অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য গণভোট। এ উপলক্ষে গত ১১ ডিসেম্বর ঘোষিত হয় নির্বাচনি তফসিল। এর পরদিনই রাজধানীতে গুলিবিদ্ধ হন ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি। তিনি ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ছিলেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হলে ১৮ ডিসেম্বর রাতে তিনি মারা যান। এ ঘটনার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। হামলার শিকার হয় গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানও।

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

এই নির্বাচন ইতিহাসের সেরা নির্বাচন হতে হবে

– ইসি আনোয়ারুল

নিজস্ব প্রতিবেদক

নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেছেন, এই নির্বাচন ইতিহাসের সেরা নির্বাচন হতে হবে। তিনি আরো বলেন, নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত আশাবাদী সত্যি সত্যি এবার ইতিহাসের সেরা নির্বাচন হতে যাচ্ছে। সুতরাং সমন্বয়হীনতার কোনো সুযোগ নেই। সমন্বয়হীনতার সামান্যতম কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি যদি নির্বাচন কমিশনের (ইসি) দৃষ্টিগোচর হয়, সেটি কিন্তু আমরা স্বাভাবিক এবং সহজভাবে নেব না। গতকাল মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনের অডিটরিয়ামে গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬ উপলক্ষ্যে রিটার্নিং কর্মকর্তা

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

আইনের শাসন কাকে বলে দেখিয়ে দিতে চাই

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, আমি বেশ কিছুদিন আগে সম্ভবত এটা বলেছিলাম যে আইনের শাসন কাকে বলে আমরা দেখিয়ে দিতে চাই। কারণ আমাদের ওপর সামষ্টিকভাবে এটা ব্লেম করা হচ্ছে সবাইকে ব্লেম করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, আমরা নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছি। আমরা একটা ম্যানেজ ইলেকশন করেছি। এই অপবাদ থেকে আমরা মুক্তি চাই। আমরা প্রমাণ করতে চাই যে, আমরা সঠিক সুন্দর নির্বাচন করতে পারি। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি। এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, আমাদের একটা জাতীয় দায়িত্ব এসে পড়েছে। শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব আবার কনস্টিটিউশনাল রেসপন্সিবিলিটি এসে পড়েছে। আমরা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছি সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে ইফেক্টিভলি মাঠ পর্যায়ে যারা সরকারকে সচল রাখেন, যারা সরকার-দেশটাকে সচল রাখেন মাঠ পর্যায়ে ইফেক্টিভলি, তাদের সবাই এখান উপস্থিত আছেন। সিইসি বলেন, ক্রান্তি লগ্নে

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

টিএফআই সেলে গুম

শেখ হাসিনাসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে ফরমাল চার্জ গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক

আওয়ামী লীগের শাসনামলে র‍্যাবের টিএফআই সেলে গুম-নির্যাতনসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) গঠনের আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এ মামলায় আসামি ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক-বর্তমান ১২ সেনা কর্মকর্তাসহ ১৭ জন। অভিযোগ গঠনের মধ্যে দিয়ে মামলায় বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলো। এদিন আসামিপক্ষে তাদের করা অব্যাহতির জন্য করা আবেদনও ট্রাইব্যুনাল খারিজ করেন। রাষ্ট্র ও আসামি উভয় পক্ষের শুনানি শেষে নির্ধারিত দিনে গতকাল মঙ্গলবার

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সরকার কাজ করছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালাহউদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকলেও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক খুব যে খারাপ হয়ে গেছে তা নয়। তবে আমরা চেষ্টা করছি যেন কোনোভাবেই এটি অস্বাভাবিক না হয়। বাংলাদেশ কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গেই তিক্ত সম্পর্ক চায় না। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক সম্পর্ক কী হবে-এমন প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আমি সবসময় বলি, আমাদের বাণিজ্য ও রাজনীতিকে আলাদা করে দেখতে হবে। তিনি বলেন, ভারত থেকে চাল আমদানি না করে যদি ভিয়েতনাম থেকে আনতে হয়,

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

কলকাতায় বাংলাদেশ উপদূতাবাসের বাইরে হিন্দুত্ববাদীদের বিক্ষোভ-সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিসহ কয়েকটি এলাকার পাশাপাশি এবার কলকাতায় বাংলাদেশ উপদূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ করেছে উগ্র হিন্দুত্বাবাদীরা। এ সময় বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙতে চাইলে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, এবিভিপি ও হিন্দু জাগরণ মঞ্চসহ সংঘ পরিবারের একাধিক সংগঠনের ডাকে বিক্ষোভকারীরা কলকাতার বেকবাগান এলাকায় জড়ো হন। মিছিল নিয়ে তারা বাংলাদেশ উপদূতাবাসের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে তাদের আটকে দেয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি, তারা

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

গতকাল কলকাতায় বাংলাদেশ উপদূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ করেছে উগ্র হিন্দুত্বাবাদীরা

চাকরিতে প্রবেশে বহাল হলো ৩২ বছরের বেশি বয়সসীমার বিধি

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারি চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে ৩২ বছরের বেশি বয়সসীমার বিধি ও প্রবিধানমালা কার্যকরের বাধা কাটল। এজন্য এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশে সংশোধন আনা হয়েছে। গত সোমবার সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল করপোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স-সীমা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি এ অধ্যাদেশ জারি করেছেন। আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ থেকে অধ্যাদেশটি জারি করা হয়েছে। সরকারি চাকরির সব স্তরে

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন ছাড়িয়েছে ৬ লাখ

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধন শুরু হওয়ার ৩৪ দিনে এসে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৬ লাখের বেশি। গতকাল মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওয়েব সাইট (portal.ocv.gov.bd/report/by-country) থেকে এই তথ্য জানা যায়। আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রবাসীদের ভোট গ্রহণের জন্য গত ১৮ নভেম্বর উদ্বোধন করা হয় "পোস্টাল ভোট বিডি" অ্যাপ। ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হয় নিবন্ধন প্রক্রিয়া। আর এই নিবন্ধনের সময়সীমা থাকছে আগামীকাল ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ইসির এই ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টা

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

বিএসসির ৫ বছরে ২২টি জাহাজ কেনার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

আগামী ৫ বছরে আরো ২২টি জাহাজ কেনার উদ্যোগ নিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)। তাতে বছরে প্রতিষ্ঠানটি ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা নিট লাভের আশা করছে। গত অক্টোবরে বিএসসির বহরে একটি জাহাজ যুক্ত হয়েছে এবং আরেকটি নতুন জাহাজ যুক্ত হতে যাচ্ছে। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫ জাহাজের ভাড়া থেকে আয় করে ৩৩৪ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। আর ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ২৮৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩২১ কোটি ৭৯ লাখ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৯৫ কোটি ৩১ লাখ টাকা আয় করে। বিসিসি বহরে নতুন জাহাজ যুক্ত হলে সংস্থাটির বার্ষিক আয় আরো বাড়বে। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এবং শিপিং খাত সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বিএসসির বহরে বর্তমানে ৬টি জাহাজ রয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে বাংলার নবযাত্রা যুক্ত হলে ওই সংখ্যা ৭টি হবে। আর আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যে সরকারি অর্থায়নে দুটি অয়েল ট্যাংকার এবং বিএসসির নিজস্ব

অর্থায়নে একটি বাল্ক ক্যারিয়ার বিএসসি বহরে যুক্ত হবে। তখন বিএসসির মোট জাহাজের সংখ্যা হবে ১০টি। পরে চীন থেকে জিটুজি চুক্তির আওতায় আরো চারটি জাহাজ (দুটি অয়েল ট্যাংকার ও দুটি বাল্ক ক্যারিয়ার) কেনা হবে। তখন বিএসসির জাহাজের সংখ্যা ১৪টি হবে। আর আগামী ৫ বছরের মধ্যে আরো ১৩টি জাহাজ ক্রয়ের মাধ্যমে বিএসসির মোট জাহাজ ২৭টিতে উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সূত্র জানায়, সমুদ্রগামী জাহাজে এখন লাভ বেশি

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

আর্থিক খাতে এআই নিয়ে সমন্বিত নীতিমালা করবে বাংলাদেশ ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক

আর্থিক খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) নিরাপদ ব্যবহার এবং এর নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নিয়ে একটি সেমিনার আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি। গত সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উদ্যোগে এ. কে. এন. আহমেদ অডিটোরিয়ামে 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: আর্থিক সেবার পুনর্গঠন এবং এর নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক এই সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে জানানো হয়, আর্থিক খাতে দায়িত্বশীল ও নিয়ন্ত্রিতভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে একটি সমন্বিত এআই নীতিমালা

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

মৃত্যুর ৭১ শতাংশই দায়ী উচ্চ রক্তচাপ

বাজেটে বরাদ্দ ৫ শতাংশেরও কম

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশে অসংক্রামক রোগে মৃতের মধ্যে ৭১ শতাংশের জন্য দায়ী উচ্চ রক্তচাপ, অথচ সরকারের স্বাস্থ্য বাজেটের মাত্র ৫ শতাংশেরও কম বরাদ্দ এই রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যয় করা হচ্ছে। এই অবস্থায় স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এবং সাংবাদিক কর্মশালার বক্তারা কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পর্যায়ে নিয়মিত চিকিৎসা এবং ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা জোর দিয়ে তুলে ধরেছেন। তারা সতর্ক করেছেন, যদি প্রাথমিক স্তরে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, তাহলে দেশের স্বাস্থ্যঝুঁকি ও দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ব্যয় উভয়ই ক্রমবর্ধমান হবে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর বিএমএ ভবনে 'উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ : অগ্রগতি, বাধা এবং করণীয়' শীর্ষক সাংবাদিক কর্মশালায় এ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কর্মশালার আয়োজন করে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) গ্লোবাল হেলথ অ্যাডভোকেসি ইনকিউবেটরের (জিএইচএআই) সহযোগিতায়। এতে প্রিন্ট, টেলিভিশন

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

শাহজালালে দর্শনার্থী প্রবেশে ২৪ ঘণ্টার নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যাত্রী ছাড়া ভিজিটর প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। বুধবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। গতকাল মঙ্গলবার বেবিচকের মুখপাত্র কাওছার মাহমুদ এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। তিনি বলেন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে-এ যাত্রীসেবা, নিরাপত্তা এবং অপারেশনাল শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে বিশেষ অপারেশনাল ও নিরাপত্তাজনিত কারণে আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে আগামীকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিমান বন্দর

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মিল্লাত
The Daily Millat
Email: dailymillatbd@gmail.com
ঢাকা বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯ পৌষ ১৪৩২ বাংলা, ০৩ রজব ১৪৪৭ হিজরী

গ্যাস সংকট কাটেনি

‘নালিশ নেই’ শিল্পে, আবাসিকে জ্বলছে না চুলা

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশে প্রতিদিন গ্যাসের চাহিদা প্রায় ৩৮০ কোটি ঘনফুট। কিন্তু সরবরাহ ২৫০ কোটি ঘনফুটের বেশি বাড়ানো যাচ্ছে না

এবারের শীতে কল-কারখানায় গ্যাসের সরবরাহ গত বছরের তুলনায় ‘ভালো’ থাকলেও বাসাবাড়িতে সংকট কাটেনি। ঢাকার অনেক আবাসিক এলাকায় গ্যাসের সংকট তীব্র হওয়ার হওয়ার কথা বলেছেন বাসিন্দারা। আবার কোনো কোনো এলাকার বাসিন্দাদের ভাষ্য, গত শীতের তুলনায় এবার তারা বেশি গ্যাস পাচ্ছেন। গত সপ্তাহের কয়েক দিন ধরে ঢাকার গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ে গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলে এমন চিত্র পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ করপোরেশনের (পেট্রোবাংলা) হিসাবে, দেশে প্রতিদিন গ্যাসের চাহিদা প্রায় ৩৮০ কোটি ঘনফুট। কিন্তু সরবরাহ ২৫০ কোটি ঘনফুটের বেশি বাড়ানো যাচ্ছে না। এর মধ্যে আবার স্থানীয় উৎপাদন বছরের ব্যবধানে কমেছে অন্তত ২০ কোটি ঘনফুট। ফলে বিশ্ববাজার থেকে চড়া দামে গ্যাস আমদানি করে চাহিদার ঘাটতি পূরণ করতে হচ্ছে সরকারকে। প্রতি শীতেই ঢাকার বনশ্রী আবাসিক এলাকায় গ্যাসের চাপ কমে যায় অথবা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এবার পুরোপুরি বন্ধ না হলেও দিনের বড় অংশ জুড়ে গ্যাসের চাপ কম থাকছে বলে অভিযোগ ওই এলাকার কয়েক বাসিন্দার।

বনশ্রী জি- ব্লকের বাসিন্দা নিগার সুলতানা বলেন, ‘শীত শুরু হওয়ার পর গত এক মাস ধরে সকালে ৭টার পর গ্যাস চলে যায়। দুপুর ২টার পর আবার গ্যাসের চাপ বাড়ে। মাঝখানের এই সময়ে চুলায় মিটিমিটি আগুন জ্বলে। এই আগুনে একটা ডিমও ভাজি করা যায় না।’ ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন ইস্কাটনের বাসিন্দা আরিফা বারী। এই শীতে গ্যাসের কোনো সংকট টের পাননি তিনি।

‘এবার গ্যাস নিয়ে কোনো সমস্যা লক্ষ্য করিনি। দিন-রাতে গ্যাসের ভালো চাপ থাকছে। এবার শীত এলেও তেমন তীব্রতা নেই। সে কারণে হয়তো এমন হতে পারে,’ বলেন আরিফা বারী। দেশের উত্তরাঞ্চলে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামলেও ঢাকায় খুব একটা তীব্রতা নেই। পুরান ঢাকার সূত্রাপুর এলাকার বাসিন্দা ফারজানা আফরোজ বলেন, শীতকাল শুরু হলেও এবার তাদের বাসায় গ্যাস থাকছে। তবে আশপাশের অনেক বাসায় দিনের বেলায় গ্যাসের চাপ কমে যাচ্ছে বলে তিনি পরিচিতদের অভিযোগ পাচ্ছেন। বাসাবাড়ির চেয়ে

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

আইনজীবী আলিফ হত্যা মামলা বিচারিক আদালতে প্রেরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

সবগুলো আইনি ধাপ শেষে সুপ্রিম কোর্ট ও চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা মামলার বিচারিক আদালতে পাঠানোর জন্য আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আবু বক্কর ছিদ্দিক আদালত এই আদেশ দেন। আদালতের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর মো. রায়হানুল ওয়াজেদ চৌধুরী বলেন, আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা মামলার পরবর্তী বিচারিক কার্যক্রমের জন্য চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতে প্রেরণের আদেশ প্রদান করেছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। এ সময় শহীদ আইনজীবী আলিফের পিতা ও মামলার বাদী জামাল উদ্দিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এরপর মহানগর দায়রা জজ আদালতে অথবা ওই আদালত নির্ধারিত অন্য কোনো আদালতে এ মামলার বিচারিক কার্যক্রম শুরু হবে। আলিফ হত্যা মামলার অভিযোগপত্রে নাম থাকা ৩৯ জন আসামির মধ্যে ১৭ জন এখানো পলাতক। পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি, হুলিয়া ও ক্রোকি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। এরপর পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। চার্জশিটে আসামিদের মধ্যে

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

সূর্যমুখীর হলুদ রাজ্য

প্রতিনিধি, নরসিংদী

দিগন্তবিস্তৃত মাঠজুড়ে হাসছে হাজার হাজার সূর্যমুখী। মেঘনা নদীর মৃদু হাওয়ায় দোল খাওয়া এই হলুদের আভা যেন এক অপার মুগ্ধতার হাতছানি। নরসিংদীর নাগরিয়াকান্দি এলাকায় গেলে মনে হবে, কোনো নিপুণ শিল্পী মাটির ওপর যত্নে বিছিয়ে রেখেছেন হলুদের গালিচা। যান্ত্রিক জীবনের ক্লান্তি ভুলে একটুখানি প্রশান্তির খোঁজে মানুষ এখন ছুটে চলছেন মেঘনাতীরের এই ‘সূর্যমুখীর হলুদ রাজ্যে’। নরসিংদী সদরের নাগরিয়াকান্দি এলাকায় ২০ বিঘা জমির ওপর এই নান্দনিক বাগানটি গড়ে তুলেছেন তিন উদ্যোক্তা তৌহিদুল ইসলাম মাসুম, মাহবুবুর রহমান ও টিটু মিয়া। বারি-২, বারি-৩ ও হাইসান জাতের সূর্যমুখীর এই রাজ্যে শুধু ফুল নয়, আছে বিনোদনের পূর্ণাঙ্গ আয়োজন। টিকিটে মিলছে সেলফি বুথ, ওয়াচ টাওয়ার আর ছাতা নগরীর সৌন্দর্য।

শিবপুর থেকে আসা সিনথিয়া ইসলাম সুমাইয়া বলেন, পরীক্ষার কারণে অনেক দিন কোথাও ঘুরতে যাওয়া হয়নি। মেঘনা নদী আর সূর্যমুখী বাগানের অপরূপ দৃশ্য একসঙ্গে উপভোগ করতে পেরে খুব ভালো লেগেছে।’ কলেজছাত্র জুনায়েদ আহমেদের কণ্ঠেও একই সুর। তার মতে, শহরের যান্ত্রিকতায় প্রকৃতির এমন রূপ সচরাচর মেলে না। বাগানটিকে যেভাবে সাজানো হয়েছে, তাতে সময়টা বেশ ভালো কাটে।

রায়পুরার মিতু আক্তার এসেছেন ফেসবুকে বান্ধবীদের ছবি দেখে। তিনি বলেন, ‘ছবিতে যা দেখেছি, বাস্তবে বাগান তার চেয়েও বেশি সুন্দর। বাগানের পাশে পিটুনি ফুলের সমারোহ আর ছাতা নগরী ভিনদেশি আবহ সৃষ্টি করেছে।’ তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের কণ্ঠে কিছুটা আক্ষেপও ঝরল। ফাতেমা বেগম নামের এক

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

তারেক রহমানের দেশে ফেরা উপলক্ষে বিএনপির মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘ ১৭ বছর পর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রুহুল কবির রিজভীর নেতৃত্বে রাজধানীতে স্বাগত মিছিল করেছেন জাতীয়তাবাদী দলের নেতারা। মিছিলে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সাবেক ও বর্তমান ছাত্রদল নেতারাও অংশ নেন। গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (পিজি হাসপাতাল) বটতলা থেকে মিছিলটি শুরু করে শাহবাগ মোড় হয়ে মৎস্যভবনে গিয়ে শেষ হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্রদল সহ-সভাপতি ডা. তৌহিদুর রহমান আউয়ালের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ মিছিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার ঢাবিতে স্বাগত মিছিল বের করে ছাত্রদল

এসএসসির কেন্দ্র তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

আগামী ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্র তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর এস এম কামাল উদ্দিন হায়দারের সই করা চিঠি বোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক পর্যায়ের সব সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষকদের কাছে পাঠানো হয়।

এতে বলা হয়, ২০২৬ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার কেন্দ্র তালিকা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। কেন্দ্র সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকলে আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে লিখিত আকারে জানানোর জন্য বলা হলো। এরপরে কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

ক্ষমতার রাজনীতির চেয়ে জনতার রাজনীতিতে গুরুত্ব দিয়েছেন ভাসানী

নিজস্ব প্রতিবেদক

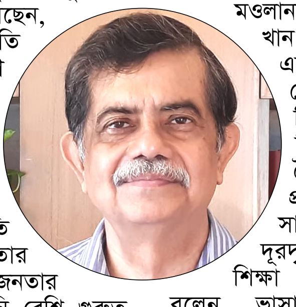

অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার বলেছেন, ভাসানীর রাজনীতি কখনোই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না; দরিদ্র কৃষক, শ্রমজীবী ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েই তিনি রাজনীতি করেছেন। ক্ষমতার রাজনীতির চেয়ে জনতার রাজনীতিকেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে ‘ডিকলোনাইজেশন অ্যান্ড মওলানা ভাসানী’ শীর্ষক দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষা উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কেবল একজন রাজনৈতিক নেতা নন; তিনি ছিলেন জনতার বিবেক, নৈতিকতার প্রতীক এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দূরদৃষ্টি রাষ্ট্রচিন্তক। শিক্ষা উপদেষ্টা আরো বলেন, ভাসানী রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক মর্যাদা ও মানবিক সম্মানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে দেখতেন। এ কারণেই তিনি খুব

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

ডেবিট, ক্রেডিট ও প্রিপেইড কার্ডের ব্যবহার বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

ব্যাংকগুলোর ডেবিট, ক্রেডিট ও প্রিপেইড কার্ড ইস্যুর পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। কার্ডে লেনদেনের পরিমাণও বাড়ছে। গত পাঁচ বছরে কার্ড ব্যবহারের হার বেড়েছে ১২৭ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রেডিট, ডেবিট ও প্রিপেইড কার্ডের লেনদেন প্রবণতা বাংলাদেশীদের মধ্যে বেড়েছে। কার্ড ব্যবহার করে খুচরা কেনাকাটা, পরিবহন খরচ, অর্থ স্থানান্তর, নগদ উত্তোলনসহ বিভিন্ন খাতে কার্ডহোল্ডারদের ব্যবহার বাড়ছে। প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে জানা গেছে, ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৫ সালের

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

ফেনীতে নিজাম হাজারীসহ ৭১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ফেনীর মহিপালে টমটম চালক মো. সবুজ হত্যা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন হাজারীসহ পলাতক ৭১ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। গত সোমবার ফেনী সদর আমলি আদালতের বিচারক সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ হাসান এ আদেশ দেন। গত বছরের ৪ আগস্ট মহিপালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাদের নির্বিচারে করা গুলিতে প্রাণ হারান মো. সবুজ। পরে ওই বছরের ১৩ আগস্ট সবুজের ভাই

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

আমি নির্বাচন করবো দল ব্যবস্থা নিলে বাধা দিতে পারবো না

নিজস্ব প্রতিবেদক

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনের অংশ নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেন তিনি। রুমিন ফারহানা বলেন, ‘ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসন থেকে আমি নির্বাচন করবো। আগামীকাল অথবা পরশু আমার পক্ষে মনোনয়ন ফরম নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, এতো বড় দল (বিএনপি) তাদের ভাল-মন্দ দেখতে হয়। যেহেতু জমিয়তে উলামায়ের সঙ্গে তারা জোট করেছে, আসন না দিলে কেমন করে জোট হবে দল বাধ্য হয়ে তাদের আসন দিয়েছে। স্বতন্ত্র প্রার্থী হলে বহিষ্কার করা হবে-বিএনপির এমন বার্তা প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেন, যদি ব্যবস্থা নেওয়ার হয় দল অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে। আমি তো আসলে বাধা দিতে পারবো না। উল্লেখ্য, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ ও বিজয়নগরের একাংশ) আসন

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে মাঝারি কুয়াশা পড়ার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক

আগামী তিনদিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। এ সময় মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়ারও আশঙ্কা রয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার এ পূর্বাভাস দিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। আবহাওয়াবিদ একেএম নাজমুল হক জানান, উপমহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে এবং এর বর্ধিতাংশ উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। বুধবার সকাল পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

ব্যাংকিং খাতের সালতামামি ২০২৫

বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে টেনে তোলার লড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদক

- ব্যাংকিং খাতের প্রধান ব্যাধি খেলাপি ঋণ
- ব্যাংক একীভূতকরণ ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু অনিবার্য সিদ্ধান্ত
- ডলারের বাজার স্থিতিশীল, রিজার্ভে স্বস্তি

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ব্যাংক দখল, অব্যবস্থাপনার পাশাপাশি লুটপাট ও অর্থপাচারের মতো ঘটনা ঘটেছে। লাগামহীন খেলাপি ঋণ, দুর্বল তদারকি, রাজনৈতিক প্রভাব এবং সুশাসনের অভাব এই খাতকে কার্যত নড়বড়ে করে তুলেছে। দীর্ঘদিনের এই গভীর সংকট ২০২৫ সালে এসে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়। ফলে বছরটি সংকট থেকে উত্তরণের চেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বছরজুড়ে নানামুখী সংস্কার উদ্যোগ, কঠোর নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত এবং কিছু সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া হলেও ব্যাংকিং খাত এখনও পুরোপুরি স্থিতিশীল হয়ে ওঠেনি।

ব্যাংকিং খাতের প্রধান ব্যাধি খেলাপি ঋণ : বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত দীর্ঘদিন ধরেই খেলাপি ঋণের ভারে নুয়ে আছে। স্বাধীনতার পর নানা সংস্কার ও নীতিগত উদ্যোগ নেওয়া হলেও এই সমস্যা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বরং সময়ের সঙ্গে এর বিস্তার ও রূপ বদলে আজ তা অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য বড় হুমকিতে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারিড় উভয় ধরনের ব্যাংকেই খেলাপি ঋণের চাপ বেড়েছে। বড় ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে পুনঃতফসিল, বিশেষ ছাড় এবং সময় বাড়ানোর সংস্কৃতি খেলাপি ঋণ কমানোর বদলে সমস্যা আরও জটিল করেছে। এর ফলে ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততা কমেছে এবং নতুন ঋণ বিতরণের সক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, দেশের ব্যাংকগুলো যত টাকা ঋণ দিয়েছে, তার এক-তৃতীয়াংশের বেশি এখন খেলাপি। গত সেপ্টেম্বর

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

১১৯ আসনে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রার্থী ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক

জাতীয় পার্টি ও জেপির নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ করা নতুন রাজনৈতিক জোট জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ১১৯ আসনে ১৩১ জন প্রার্থীর ঘোষণা করেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর বনানীর হোটেল শেরাটনের বলরুমে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় পার্টির নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, জেপির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার, জাতীয়

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রাম বন্দরে সংকটের মাঝেও সাফল্য

কনটেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিংয়ে রেকর্ড

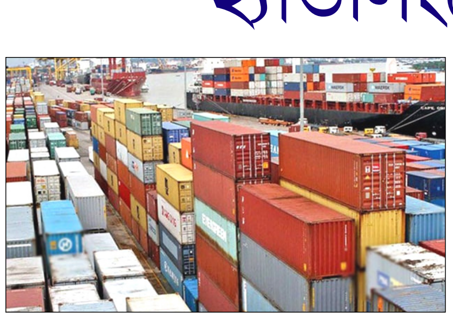

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম

দাবি আদায়ে শুল্ক কর্মকর্তাদের কর্মবিরতি ও পরিবহন ধর্মঘটসহ নানা সংকটের মধ্যেও ২০২৫ সালে কনটেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিংয়ে নতুন রেকর্ড গড়েছে চট্টগ্রাম বন্দর। আগের বছরের তুলনায় বন্দরে জাহাজ আসার সংখ্যাও বেড়েছে। তবে বন্দর ও বেসরকারি অফডক-উভয় ক্ষেত্রেই রফতানির চেয়ে আমদানি পণ্য হ্যান্ডলিং হয়েছে তুলনামূলক বেশি। ব্যবসায়ীরা বলছেন, এই প্রবৃদ্ধির ধারা ধরে রাখতে বন্দরের নৌ চ্যানেলের নাব্যতা বাড়ানো এবং জেটিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনে জোর দিতে হবে। দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমদানিরফতানি বাণিজ্যে বড় কোনো নেতিবাচক প্রভাব না ফেললেও বছরের মাঝামাঝিতে শুল্ক কর্মকর্তাদের কর্মবিরতি ও পরিবহন ধর্মঘটে কিছুটা চাপের মুখে পড়ে চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম। তবে সেই জটিলতা কাটিয়ে দ্রুত ছন্দে ফিরে আসে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দরটি। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি বছরের ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত কনটেইনার, কার্গো ও জাহাজ হ্যান্ডলিংয়ে আগের সব রেকর্ড ভেঙেছে চট্টগ্রাম বন্দর। বন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, এ সময়ের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে হ্যান্ডলিং করা হয়েছে ৩৩ লাখের বেশি কনটেইনার এবং ১৩ লাখ ৩৯ হাজার মেট্রিক টন কার্গো পণ্য। একই সঙ্গে বন্দরে ভিড়েছে ৪ হাজার ৩০০টিরও বেশি জাহাজ, যা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় সর্বোচ্চ।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য কমোডর আমিন আহমেদ আবদুল্লাহ বলেন, ২০২৫ ক্যালেন্ডার ইয়ারে জাহাজ, কনটেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং-সব ক্ষেত্রেই

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

দীর্ঘ ১৭ বছর পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা উপলক্ষ্যে বিমানবন্দর ও এর আশেপাশের এলাকায় ব্যাপক প্রস্তুতি ও সাজসজ্জা করা হয়। ছবিটি মঙ্গলবার তোলা

বগুড়ায় ব্যবসায়ীকে অপহরণের পর হত্যা, আটক ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক

বগুড়ার দুপচাচিয়া উপজেলায় ডিবি পুলিশ পরিচয়ে পিন্টু আকন্দ (৩৮) নামে এক ব্যবসায়ীকে অপহরণের পর শ্বাসরোধে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। পরে মাইক্রোবাসের মালিকের বুদ্ধিমত্তায় চালককে আটক এবং লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত পিন্টু আকন্দ দুপচাচিয়া বাজার এলাকায় লোটো শো রুমের ব্যবস্থাপক ছিলেন। গত সোমবার রাত ১২টার দিকে পুলিশ আদমদীঘি থানাধীন কোমারভোগ গ্রামের একটি রাস্তা থেকে মাইক্রোবাসটি জব্দ করে। এসময় মাইক্রোবাসের চালক সানোয়ার হোসেনকে (৪০) আটক করা হয় এবং মাইক্রোবাসের পেছনের সিট থেকে পিন্টু আকন্দের লাশ উদ্ধার

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক মন্ডলির সভাপতি : ওবায়দুর রহমান শাহীন, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোঃ আবু বকর ও প্রকাশক : মিজানুর রহমান

প্রকাশক কর্তৃক বায়তুল হক ভবন, ৭৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং ১০ আর কে মিশন, টিকাটুলী, ওয়ারী, সোহাগ প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত। মোবাইল: ০১৫৫২৩২৪৫৭১। সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ৪৪/১ ফ্যামিলি শমসের ভ্যালি (৫ম তলা), অতিশ দিপংকর সড়ক, উত্তর মুগদা, ঢাকা-১২১৪।

শরিকদের আসনে বিদ্রোহী

বিএনপি মহাসচিব জানান, নির্বাচনি সমঝোতার আওতায় জমিয়তে উলামায়ে ইসলামকে ৪টি আসন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আসনগুলো হলো- সিলেট-৫ (মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক), নীলফামারী-২ (মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী), ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব) এবং নারায়ণগঞ্জ-৪ (মুফতী মনির হোসাইন কাসেমী)। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মির্জা ফখরুল বলেন, দেশ এখন এক ভয়াবহ ট্রানজিশন পিরিয়ড (সংকটকাল) পার করছে। কিছু ব্যক্তি ও মহল ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অন্তর্বর্তী সরকারের কিছু ব্যর্থতার কারণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। তিনি নির্বাচনি পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারকে আরও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান। বিদ্রোহী প্রার্থীদের বিষয়ে কঠোর অবস্থান জানিয়ে তিনি বলেন, দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে শরিকদের আসনে কেউ প্রার্থী হলে তাকে বহিষ্কারসহ কঠোর সাংগঠনিক শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির পক্ষে স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন দলের সভাপতি মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক, মহাসচিব মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দীসহ শীর্ষ নেতারা।

২০ লাখ মানুষ সমাগমের

রহমানের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে মঞ্চের কাজ তদারকি করছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের সিকিউরিটি ফোর্সের (সিএসএফ) সদস্যরা। মঞ্চের অদূরে পুলিশের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা গেছে। তারেক রহমানের দেশে ফেরার এখনো দুই দিন বাকি থাকলেও তাকে স্বাগত জানাতে এখনই বিভিন্ন জেলা থেকে নেতা-কর্মীরা ঢাকায় আসতে শুরু করেছেন। সরেজমিনে কুড়িল সংলগ্ন সংবর্ধনা মঞ্চের সামনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মীর উপস্থিতি দেখা গেছে। তাদের কেউ কেউ মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে ফেসবুক লাইভ করছেন, আবার কেউবা 'মা-মাটি ডাকছে, তারেক রহমান আসছে', 'বীরের বেশে তারেক রহমান, আসবে এবার বাংলাদেশে'ড় এমন নানা স্লোগান দিয়ে এলাকা মুখরিত করে তুলছেন। বিএনপি চেয়ারপারসনের মিডিয়া উইংয়ের কর্মকর্তা শামসুদ্দিন দিদার ঢাকা পোস্টকে বলেন, দেশনায়ক তারেক রহমানকে সংবর্ধনা দিতে মঞ্চ তৈরির কাজ এখন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আশা করি, আজ-কালের মধ্যে সব কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। বিমানবন্দর এলাকার পাশাপাশি পুরো রাজধানীর অলিগলি, দেয়াল ও বিভিন্ন স্থাপনায় তারেক রহমানকে স্বাগত জানিয়ে টাঙানো হয়েছে অসংখ্য ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টার। নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের অংশ এবং দুই পাশের সড়কে শোভা পাচ্ছে তারেক রহমানের বিশালাকার ছবি ও ব্যানার। এ ছাড়া তৃণমূলের অনেক নেতা-কর্মীও ইতোমধ্যে ঢাকায় অবস্থান করছেন। মৌলভীবাজার সদর থানা বিএনপির সদস্য শিমুল হোসেন তারেক রহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ইতোমধ্যে ঢাকায় পৌঁছেছেন। মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে শিমুল বলেন, "ওই দিন লাখো মানুষের সমাগম হবে। এত মানুষের ভিড়ে যদি প্রিয় নেতাকে দেখতে না পাই, সেই আশঙ্কায় দুই দিন আগেই ঢাকায় চলে এসেছি।"

মঞ্চের সামনে কথা হয় নওগাঁ থেকে আসা সাবেক ছাত্রদল নেতা ড. নয়নের সঙ্গে। তিনি বলেন, "প্রায় ১৮ বছর পর আমাদের অভিভাবক ও প্রিয় নেতা তারেক রহমান দেশে ফিরছেন। তার আগমনকে ঘিরে সারা দেশের নেতা-কর্মীদের মধ্যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস বিরাজ করছে। আমরা কয়েকজন গতকাল রাতেই ঢাকায় চলে এসেছি। সারাদিন ৩০০ ফিট এলাকায় মঞ্চ তৈরির কাজ দেখি, শুধু রাতে কিছু সময়ের জন্য এক আত্মীয়ের বাসায় ঘুমাতে যাই।" তিনি আরও বলেন, তারেক রহমান এই মঞ্চে বক্তব্য দেবেন। তাই চেষ্টা আছে একদম মঞ্চের সামনে থেকে প্রিয় নেতাকে একনজর দেখার।

প্রস্তুত বুলেটপ্রুফ গাড়ি ও বাস : তারেক রহমানের ব্যবহারের জন্য বিদেশ থেকে আমদানি করা বিশেষ সুবিধাসম্পন্ন একটি বুলেটপ্রুফ 'হার্ড জিপ' গাড়ি দেশে আনা হয়েছে। টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো মডেলের এই গাড়িটি ইতোমধ্যে বিএনপির নামে নিবন্ধিত হয়েছে। এ ছাড়া তার জন্য একটি বুলেটপ্রুফ বাস আনা হয়েছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রে জানা গেছে, ২৫ ডিসেম্বর তারেক রহমানের সঙ্গে বিমানবন্দর থেকে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যরা থাকবেন। সেক্ষেত্রে ওইদিন তিনি টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো ব্যবহার না করে বাসটি ব্যবহার করতে পারেন। বিমানবন্দর থেকে গুলশান পর্যন্ত তারেক রহমানের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসেবে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলামকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি তারেক রহমানের নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবেন চেয়ারপারসন সিকিউরিটি ফোর্সের (সিএসএফ) সদস্যরা। এ ছাড়া, দলের বিশ্বস্ত নেতা-কর্মীদের সমন্বয়েও একটি বিশেষ নিরাপত্তা টিম গঠন করা হয়েছে।

এখনো চলছে বাসভবনের সংস্কার কাজ : তারেক রহমান দেশে ফেরার পর মা খালেদা জিয়ার বাসভবন 'ফিরোজা'র পাশের ১৯৬ নম্বর বাড়িতে ওঠার কথা রয়েছে। তবে আজ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) পর্যন্ত সেই বাড়ির সংস্কার কাজ চলতে দেখা গেছে। কোনো কারণে তার দেশে ফেরার আগে বাড়ির সংস্কার কাজ শেষ না হলে, মা খালেদা জিয়ার বাসভবন 'ফিরোজা'য় তার জন্য তিনটি কক্ষ প্রস্তুত রাখা হয়েছে। 'আমরা বিএনপি পরিবার'-এর আহ্বায়ক আতিকুর রহমান ঢাকা পোস্টকে বলেন, "বর্তমানে বাড়ির সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে।" এর আগে আতিকুর রহমান এই প্রতিবেদককে জানিয়েছিলেন, তারেক রহমানের জন্য তার মা খালেদা জিয়ার বাসভবন 'ফিরোজায়' তিনটি কক্ষ বিশেষভাবে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

দেশে ফিরে দাদুর

যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। ফেসবুক পোস্টের বক্তব্যটি নিচে তুলে দেওয়া হলো- দাদুকে নিয়ে আমার সবচেয়ে প্রিয় স্মৃতিগুলোর একটি হলো, পরিবারকে আগলে রাখা একজন অভিভাবক হিসেবে তিনি কতটা মমতাময়ী ছিলেন! আমার বয়স তখন এগারো। আমাদের স্কুলের ফুটবল টিম একটা টুর্নামেন্ট জিতেছিল, আর আমি মেডেল পেয়েছিলাম। আম্মু আমাকে সরাসরি দাদু'র অফিসে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমি যেন নিজেই দাদুকে আমার বিজয়ের গল্পটা বলতে পারি; তাকে আমার বিজয়ের মেডেলটা দেখতে পারি। আমি খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে গোলকিপার হিসেবে কী-কী করেছি, সেটা বলছিলাম; আর স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম, দাদু প্রচন্ড মনোযোগ নিয়ে আমাকে শুনছেন। তিনি এতটাই গর্বিত হয়েছিলেন যে, পরে সেই গল্পটা তিনি অন্যদের কাছেও বলতেন। আমি সব সময়ই জানতাম, আমার দাদু'র কাঁধে একটা দেশের দায়িত্ব। তবুও আমার স্মৃতিতে দাদু হলেন পরিবারকে আগলে রাখা একজন মমতাময়ী অভিভাবক। লাখো মানুষের কাছে তিনি ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু আমার আর আমার কাজিনদের কাছে তিনি ছিলেন 'দাদু'। আমাদের 'দাদু'। তিনি সব সময় আমাদের খেয়াল রাখতেন, আমাদের জন্য সময় বের করতেন, আর যেসব মুহূর্ত আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেগুলোতে আমাদের সাহস দিতেন, উজ্জীবিত করতেন। এই ছোট-ছোট মুহূর্তগুলো থেকেই আমি নেতৃত্বের প্রথম শিক্ষা পাই। সেটি হলো, নম্রতা, আন্তরিকতা আর মন দিয়ে শোনার মানসিকতা। বাংলাদেশের বাইরে কাটানো সতেরোটা বছর আমার জীবন অনেকভাবে বদলে দিয়েছে। কিন্তু আমি কখনোই আমার শিকড় ভুলে যাইনি। কারণ, আমাদের সত্তার যে ভিত্তি, আমাদের যে সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ; সেটিই আমাদেরকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে, পরিচয় বহন করে। প্রবাসে থাকা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের অনেক বাংলাদেশির মতো আমিও নিজ দেশের বাইরে, ভিন্ন দেশে অনেকগুলো বছর কাটিয়েছি। লন্ডনের দিনগুলো আমাকে বাস্তববাদী করেছে, একটা বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে। যদিও আমার হৃদয়-মন সব সময় বাংলাদেশেই ছিল। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আমাকে শৃঙ্খলা ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান শিখিয়েছে। তবে মানুষের সঙ্গে কাজ করা আমাকে শিখিয়েছে আরও অনেক বেশি; শিখিয়েছে দায়িত্বশীল হতে, বিপদগ্রস্তের পাশে দাঁড়াতে। আইন পেশায় কাজ করার সময় কাছ থেকে দেখা মানুষগুলোর গল্প, আর সেই গল্পগুলোর যৌক্তিক এবং আইনগত সমাধান খোঁজার দায়িত্ব আমাকে আলোড়িত করে। প্রত্যেক ক্লায়েন্ট, প্রতিটি মামলা, প্রতিটি মানুষের সমস্যা, কারও না কারও জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। যারা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, অবহেলার শিকার হয়েছেন, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সেই বিশ্বাস দিতে হয় যে, তাদের বিষয়টি দেখা হচ্ছে, শোনা হচ্ছে, সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। কারও জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিনে তার পাশে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা যে শিক্ষাটা দেয়, সেটা কোনো ক্লাসরুম দিতে পারে না।

নিরপত্তার চাদরে

এসব ঘটনায় নির্বাচন সামনে রেখে প্রার্থী ও রাজনৈতিক নেতাদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা আরও বেড়েছে। জনমনে প্রশ্ন উঠেছে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হওয়া নিয়েও।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে সারা দেশে গড়ে প্রতিদিন ১১ জন করে মানুষ হত্যার শিকার হয়েছেন। ৫ আগস্টের আগে ও পরে বিভিন্ন থানা থেকে লুট হওয়া এক হাজার ৩০০-এর বেশি অস্ত্র ও আড়াই লাখেরও বেশি গোলাবারুদ এখনও উদ্ধার হয়নি। একই সময়ে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন অন্তত ১২ জন শীর্ষ সন্ত্রাসী। এদের মধ্যে রয়েছে সুইডেন আসলাম, কিলার আব্বাস, ফ্রিডম রাসু, পিচ্চি হেলাল ও ইমন। মুক্তির পর রাজধানীতে হত্যা ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধে তাদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া ১৩ জন শীর্ষ জঙ্গি এখনও পলাতক। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এসব চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের ছত্রছায়ায় বড় ধরনের নাশকতার আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) আ ন ম মনিরুজ্জামানের মতে, এসব ঘটনাপ্রবাহ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটি ঘোলাটে পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। তিনি বলেন, "সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নতুন করে সমীক্ষা করা প্রয়োজন। যেসব প্রার্থী বা রাজনৈতিক নেতা হুমকির মুখে রয়েছেন, প্রয়োজনে তাদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।" সমাজবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. তৌহিদুল হক বলেন, "তফসিল ঘোষণার পর রাজনৈতিক অস্থিরতা বা সহিংসতা, টার্গেট কিলিং ও মবোক্রেসির ঘটনাগুলো আতঙ্কের। এগুলো নির্বাচন, রাজনীতি এবং চলমান সহনশীলতার ক্ষেত্রে অস্থিরতার পূর্ব সংকেত। কারণ দেশে আইনবহির্ভূত ঘটনা বেড়েছে। পাশাপাশি, শীর্ষ সন্ত্রাসীদের কারামুক্তির বিষয়টি উদ্বেগজনক। নির্বাচন সামনে রেখে চোরাগোপ্তা হামলা, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার ও নাশকতার আশঙ্কাও প্রবল হচ্ছে।" তিনি আরও বলেন, "আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবির জায়গায় জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তারা অনেক সময় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে দোদুল্যমান থাকেন এবং সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন।" তিনি বলেন, "বর্তমানে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে, সেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে। রাজনৈতিক সহনশীলতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা বাড়লে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা কমে আসবে।" তিনি আরও বলেন, "সংঘাত-সহিংসতা সৃষ্টি হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। ভবিষ্যতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কী হবে, তা নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োগযোগ্য পরিবেশ তৈরি করতে হবে। একইসঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা বাড়াতে পারলেই রাজনৈতিক সহিংসতা কমবে।" র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক উইং কমান্ডার এম জেড এম ইন্তেখাব চৌধুরী বলেন, "সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে র‍্যাবের গোয়েন্দা নজরদারিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে প্রায় দুই শতাধিক টহল দল মাঠে কাজ করছে। সহিংসতা ও নাশকতার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।" অতিরিক্ত আইজিপি খন্দকার রফিকুল ইসলাম বলেন, "সামনে বড়দিন ও থার্টি ফার্স্ট নাইট রয়েছে। পাশাপাশি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার বিষয়টিও যুক্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুলিশ পুরোপুরি প্রস্তুত। ইতোমধ্যে পুলিশের প্রতিটি ইউনিট চেকপোস্ট কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও সন্দেহভাজন অপরাধীদের গ্রেফতারে নিয়মিত অভিযান চলছে।" তিনি আরও বলেন, "আজ (মঙ্গলবার) সচিবালয়ে পুলিশ কমিশনার, এসপি, ডিসি, বিভাগীয় কমিশনার ও ডিআইজিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে জোর দেওয়া হয়েছে।" এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "৫ আগস্টের পর জামিনে মুক্তি পাওয়া সন্ত্রাসীদের বিষয়েও খোঁজখবর রাখা হচ্ছে। যারা আবার অপরাধে জড়ানোর সন্দেহভাজন, তাদের পুনরায় গ্রেফতার করা হচ্ছে। নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রয়েছে।" নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "প্রার্থীদের গুরুত্ব অনুযায়ী নিরাপত্তা দেওয়া হবে। তবে এখনও প্রার্থী চূড়ান্ত হয়নি। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিনে জানা যাবে কারা চূড়ান্ত প্রার্থী হচ্ছেন। এরপর সেই অনুযায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, "আসন্ন বড়দিন ও থার্টি ফার্স্ট নাইট ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত অভিযান চলছে এবং গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। একইসঙ্গে আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও কঠোর নিরাপত্তা ছক তৈরি করা হয়েছে।"

এই নির্বাচন ইতিহাসের

ও মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন প্রধান অতিথি এবং নির্বাচন কমিশনারগণ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় আটজন বিভাগীয় কমিশনার, আট জন ডিআইজি, ৬৪ জন জেলা প্রশাসক, ৬৪ জন এসপি, ১০ জন আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ৬৪ জন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ মোট ২২৬ জন অংশগ্রহণ করেন। আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, নির্বাচন কমিশন স্বাধীন, কারো কাছে দায়বদ্ধ না। শুধু দায়বদ্ধ আইনের কাছে। উপস্থিত কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনারা যেহেতু নির্বাচন কমিশনেরই একজন। সুতরাং আপনারাও শুধু আইনের কাছে দায়বদ্ধ। সুতরাং ভয়ের কোনো কারণ নেই। নির্বাচন কমিশন, আমরা, আপনারা- সবাই মিলে নির্বাচন কমিশন। তিনি বলেন, ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি যে নির্বাচনটি হবে, সেটি যদি আমরা সফলভাবে করতে ব্যর্থ হই, আমরা সকলেই ব্যর্থ হব। বাংলাদেশ ব্যর্থ হবে। তিনি ৫ আগস্টের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে- আমরা কোথা থেকে কোথায় এসেছি। আমাদের তফসিল ঘোষণার পর থেকে একটি ঘটনা বাদে বাকি যতগুলোর নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে মাঠ পর্যায়ে, প্রতিটি কার্যক্রম আইনসঙ্গতভাবে এবং খুব সাহসিকতার সাথে হয়েছে। ইসি আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রতি আমার আকুল আবেদন- নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে মাঠে নেমে পড়ুন, একসাথে মুভ করুন। জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার মহোদয়রা, মাঠে নেমে পড়ুন; একসাথে মুভ করুন। ওসি সাহেব, ইউএনও সাহেব, আনসার ভিডিপি অফিসার একসাথে মুভ করুন।

আইনের শাসন কাকে

আমাদের যে দায়িত্ব এসে পড়েছে। এই দেশটাকে সঠিকভাবে সঠিক অবস্থায় রেখে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। আমার অথরিটি ততক্ষণ কাজ করবে যতক্ষণ আপনারা কাজ করবেন। আপনারা কাজ না করলে আমার অথরিটি কাজ করবে না। এ সিস্টেমটাকে ধরে রাখা সিস্টেমটাকে চালু রাখা এবং সিস্টেমটা যাতে ডেলিভার করতে পারে সে ব্যবস্থা করা, সে দায়-দায়িত্ব আপনার। ইউ আর অল রেসপন্সিবল। তিনি আরও বলেন, যে গুরু দায়িত্ব আমাদের কাঁধে এসে পড়েছে। এই দায়িত্ব ডেলিভার করার ডিসচার্জ করার যে দায়িত্ব আমাদের এসে পড়েছে; আমরা ইনশাল্লাহ সবাই মিলে এটা পরিপালন করবো। এবং এখানে কোন রকমের বিচ্যুতি ঘটবে না। এবং আপনারা সবাই সঠিকভাবে সঠিক কাজটা সঠিক সময়ে করবেন। ইফেক্টিভলি করবেন। সিইসি বলেন, আমরা প্রমাণ করতে চাই যে আমরা সঠিক সুন্দর নির্বাচন করতে পারি। এটা একমাত্র আইনের শাসনের মাধ্যমেই সম্ভব। রুল অফ ল এর মাধ্যমেই সম্ভব। সুতরাং আপনারা যেটা মাঠ দিয়ে যারা আছেন তারা আইনের শাসনটা নিশ্চিত করবেন। বৈঠকে অন্য নির্বাচন কমিশনার, ইসি কর্মকর্তারা বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশ কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপাররা অংশ নিয়েছেন।

শেখ হাসিনাসহ ১৭ জনের

ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের(ফর্মাল চার্জ) গঠনের আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম, প্রসিকিউটর মোহাম্মদ মিজানুল ইসলাম ও প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার শাইখ মাহদী। গ্রেপ্তার ১০ আসামির পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী ব্যারিস্টার হামিদুল মিসবাহ ও ব্যারিস্টার তবারক হোসেন ভুইয়া ও সিনিয়র অ্যাডভোকেট মনসুরুল হক চৌধুরী। এছাড়া পলাতক সাত আসামির পক্ষে শুনানিতে ছিলেন রাষ্ট্রীয় খরচে নিযুক্ত আইনজীবী এম হাসান ইমাম, সুজাদ মিয়া ও মো. আমির হোসেন। মামলার ১৭ আসামির মধ্যে এদিন সকালে গ্রেপ্তার ১০ সেনা কর্মকর্তাকে ঢাকা সেনানিবাসের বিশেষ কারাগার থেকে বাংলাদেশ প্রিজন ভ্যানে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। গুমের মামলায় ১৭ আসামির মধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন ১০ সেনা কর্মকর্তা। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে র‍্যাবের টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন (টিএফআই) সেলে গুম করে রাখার ঘটনায় মামলাটি হয়। মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ক্যান্টনমেন্টের বিশেষ কারাগারে থাকা ১০ জন হলেন- কর্নেল আনোয়ার লতিফ খান, কর্নেল মো. জাহাঙ্গীর আলম, কর্নেল তোফায়েল মোস্তফা সারোয়ার, কর্নেল কে এম আজাদ, কর্নেল মো. কামরুল হাসান, কর্নেল মো. মাহাবুব আলম, কর্নেল মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল মোমেন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. সারোয়ার বিন কাশেম, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মশিউর রহমান জুয়েল ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইফুল ইসলাম সুমন। পলাতক সাত আসামি হলেন- ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, শেখ হাসিনার নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিকী, সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ, সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি এম খুরশিদ হোসেন, সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি মো. হারুন অর-রশিদ এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. খায়রুল ইসলাম।

ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক

তাহলে প্রতি কেজিতে আরও ১০ টাকা বেশি খরচ পড়বে। আমি যদি ভারত থেকে প্রতিযোগিতামূলক দামে চাল পাই, তাহলে অন্য দেশ থেকে আনব না। ভারত থেকে চাল আমদানির খবর শুনলে একটু খুশি হবে। ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক কীভাবে দেখছেন-এমন প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, রাজনৈতিক সম্পর্ক এখনো মোটামুটি আছে। ফরেন ইস্যুতে রেটরিক্স অনেক বেশি হয়। রাজনীতিবিদরা অনেক সময় এমন বক্তব্য দেন, যা বলার জন্যই বলা হয়। তবে আমি বিশ্বাস করি, সম্পর্ক একেবারে খারাপের দিকে যাবে না। তিনি বলেন, সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা হিসেবে আগেও ভারত থেকে চাল আমদানি করা হয়েছে। সম্প্রতি পেঁয়াজের ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত নিতে কিছুটা দেরি হয়েছে, নইলে দাম আরও কমতে পারত। আপনাদের হাতে দেড় মাস সময় আছে, এই সময়ে রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে সরকার কী করবে- এমন প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ চলমান রয়েছে। তিনি বলেন, ভারতের বিষয়ে আমাদের প্রধান উপদেষ্টা অবহিত আছেন। এ বিষয়ে সব বিস্তারিত বলা যাবে না। আমি নিজে ভারতের হাইকমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা জানিয়েছেন, তারাও সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। বাইরে গণমাধ্যমে যা শোনা যায় বা কিছু বক্তব্য আসে, সেগুলো আমরা সবসময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আপনারা তো আবার গণমাধ্যমের স্বাধীনতাও চান। দেশের একটি বড় অংশ ভারতবিরোধী বক্তব্য দিচ্ছে- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যারা এসব কথা বলছে, তারা বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলছে। তবে এগুলো আমাদের জাতীয় অনুভূতি নয়। পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে কেন, কোনো দেশের সঙ্গেই আমরা এমন সম্পর্ক চাই না। ভারতও বিষয়টি মূল্যায়ন করে দেখে যে সবাই এসব বিশ্বাস করে না। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখতে চান কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ডেফিনিটলি ভালো রাখতে চাই। খারাপ তো কিছু হয়নি। এ ধরনের বক্তব্য বন্ধ করতে সরকার কোনো উদ্যোগ নিয়েছে কিনা- জানতে চাইলে তিনি বলেন, সবকিছু কী বন্ধ করা যায় কেউ দাঁড়িয়ে কোনো বক্তব্য দিলে সেটি থামানো সব সময় সম্ভব হয় না। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক উন্নয়ন নিয়ে কারা কথা বলেছেন-এমন প্রশ্নে উপদেষ্টা বলেন, প্রধান উপদেষ্টার বন্ধুবান্ধব আছেন, যাদের ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অন্য দেশগুলোর সঙ্গেও যাদের ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, তারাও যোগাযোগ রাখছেন। বিদেশি কোনো শক্তি বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নষ্ট করতে ইন্ধন দিচ্ছে কিনা-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সে কারণেই আমরা চাই দুই দেশের মধ্যে কোনো তিক্ততা না থাকুক। বাইরে থেকে কেউ কিছু করে থাকলেও আমরা চাই না, তা যেন দুই দেশের সম্পর্কে প্রভাব ফেলে। আপাতদৃষ্টিতে কোনো বড় সমস্যা নেই। আমাদের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে কোনো জটিলতা নেই। রাজনৈতিকভাবে তারা আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে না। মাঝেমধ্যে দুই পক্ষ থেকেই কিছু বক্তব্য আসে। কেউ যদি কিছু করে থাকে, সেটাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যাচ্ছে না, তবে আমরা চেষ্টা করছি যেন কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি না হয়। উপদেষ্টা বলেন, প্রতিবেশী দেশ হিসেবে আমরা আঞ্চলিকতায় বিশ্বাস করি। আমাদের প্রধান উপদেষ্টা বারবার বলেছেন, বাংলাদেশ রিজিওনালিজমে বিশ্বাস করে। ভারত আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিবেশী। ভুটান, নেপাল, পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গেও সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা চলছে। শুধু বাংলাদেশকে নিয়ে একা থাকা সম্ভব নয়। অর্থনীতি, স্বাস্থ্যসহ নানা ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

কলকাতায় বাংলাদেশ

ময়মনসিংহে দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যার প্রতিবাদ জানাতে এই কর্মসূচি পালন করছেন। বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তারা বাংলাদেশ উপদূতাবাসে স্মারকলিপি জমা দিতে চান। তবে পুলিশ বাধা দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং বেশ কয়েকজনকে টেনেহিঁচড়ে প্রিজনভ্যানে তুলে নেয়। খবর পেয়ে উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপির সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি পুলিশের লাঠিচার্জের নিন্দা জানিয়ে বলেন, হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর পাশে দাঁড়াতেই তারা সেখানে গেছেন। বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশ বারবার ঘোষণা দেয়, বাংলাদেশ উপদূতাবাসের বাইরে জমায়েত বেআইনি। ব্যারিকেড থেকে দূরে সরে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হলেও বিক্ষোভকারীরা অবস্থান চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন। এর ফলে পার্ক সার্কাস এলাকার একাংশে তীব্র যানজট দেখা দেয়। উপদূতাবাস থেকে পার্ক সার্কাস মোড়ের দিকে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়। কলকাতার পাশাপাশি দিল্লিতেও ভিএইচপি ও বজরং দলের বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে বাংলাদেশের হাইকমিশনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এদিকে মঙ্গলবার সকালে দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। হাইকমিশনের চারপাশে অতিরিক্ত ব্যারিকেড বসানো হয় এবং মোতায়েন করা হয় বাড়তি পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাইকমিশনের বাইরেও উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব করল ভারত : দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হাদিদুল্লাহকে তলব করেছে ভারত। গতকাল মঙ্গলবার হাইকমিশনারকে তলব করে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এর কয়েক ঘণ্টা আগে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে তলব করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এর আগে গত ১৭ ডিসেম্বর রিয়াজ হামিদুল্লাহকে তলব করেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (বিএম) বি শ্যাম। সকালে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে ডেকে দেশটির নয়াদিল্লি ও শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের কূটনৈতিক স্থাপনায় হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এসব ঘটনাকে পূর্বপরিকল্পিত সহিংসতা ও ভয়ভীতি প্রদর্শন উল্লেখ করে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বাংলাদেশ সরকার ২০ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রাঙ্গণ ও আবাসস্থলের বাইরে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এবং ২২ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের ভিসা কেন্দ্রে উগ্রপন্থি গোষ্ঠীর ভাঙচুরের ঘটনায় ভারত সরকারের কাছে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, কূটনৈতিক মিশনগুলোতে এ ধরনের পরিকল্পিত সহিংসতা ও ভীতি প্রদর্শন কেবল কর্মীদের নিরাপত্তাই বিঘ্নিত করে না, বরং দুই দেশের পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং শান্তি ও সহনশীলতার মূল্যবোধকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। বাংলাদেশ সরকার ভারতকে এই ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছে। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া এবং ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের সব মিশন ও কূটনৈতিক কর্মীদের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আশা প্রকাশ করেছে, আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনৈতিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী ভারত সরকার কূটনীতিকদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষায় দ্রুত এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

চাকরিতে প্রবেশে বহাল

প্রবেশের বয়সসীমা ৩২ বছর করে গত বছরের ১৮ নভেম্বর 'সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ২০২৪' জারি করে সরকার। সব পর্যায়ের সরকারি চাকরিতে নিয়োগের বয়স ৩২ বছর করায় মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান, চিকিৎসক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বয়সের বিশেষ সুবিধা বাতিল হয়ে যায়। কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রেও বয়সের বিশেষ সুবিধা পাওয়া প্রার্থীরাও বঞ্চিত হন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধি ও প্রবিধিমালায় সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩২ বছরের বেশি ছিল। এই অসুবিধা নিরসনে বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থা ছাড়াও চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে প্রস্তাব আসে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাদেশে সংশোধন আনলো সরকার। অধ্যাদেশে ৩ (ক) নামে নতুন একটি ধারা যুক্ত করা হয়েছে। 'চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ সম্পর্কিত অন্যান্য বিধানের কার্যকারিতা' শিরোনামের এ ধারায় বলা হয়েছে- এই অধ্যাদেশের ধারা ৩-এ যা কিছুই থাকুক না কেন, যেসব সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল করপোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের স্ব স্ব নিয়োগ বিধিমালা বা, ক্ষেত্রমতো, প্রবিধানমালার কোনো পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ (বত্রিশ) বৎসরের বেশি নির্ধারিত রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে নির্ধারিত বয়সসীমা অপরিবর্তিত ও বহাল থাকবে। যেসব ক্ষেত্রে ৩২ বছর বয়সসীমা কার্যকর হবে, তা ধারা-৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে, সরকারি অফিসের কম্পিউটার পারসোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯' এ বয়সসীমার বিষয়ে বলা হয়েছে- পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক, উপ-পরিচালক, উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর সর্বোচ্চ বয়সসীমা হবে ৪৫ বছর। উপ-পরিচালক/সিস্টেম ম্যানেজার পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে বয়সসীমা ৪৫ বছর। এছাড়া মুখ্য রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সিনিয়র রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলীর বয়সসীমাও হবে ৪৫ বছর। একই সঙ্গে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স সিস্টেম এনালিস্টের ৪০ বছর, সিনিয়র প্রোগ্রামারের ৪০ বছর, অপারেশন ম্যানেজারের বয়স ৪০ বছর, সহকারী সিস্টেম এনালিস্টের বয়স ৩৫ বছর, প্রোগ্রামারের ৩৫ বছর, কম্পিউটার সুপারভাইজারের ৩৫ বছর এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলীর ৩৫ বছর নির্ধারণ করা আছে। কিন্তু গত বছরের ১৮ অক্টোবর সবার বয়স ৩২ বছর করে অধ্যাদেশ জারির পর তাদের এই সুবিধা বাতিল হয়ে যায়। এছাড়া, সংশোধিত অধ্যাদেশ থেকে 'আধা-স্বায়ত্তশাসিত' প্রতিষ্ঠান বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে এ অধ্যাদেশের বিধান কার্যকর হবে না।

প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন

পর্যন্ত মোট নিবন্ধন করেছে ৬ লাখ ৩ হাজার ৩১৫ জন প্রবাসী ভোটার। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৫ লাখ ৬৩ হাজার ৩১১ জন, নারী ভোটার ৪০ হাজার ২ জন। যে সব দেশে নিবন্ধন চলছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে- দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন, মিশর, মোজাম্বিক, লিবিয়া, মরিশাস, হংকং, ব্রাজিল, উগান্ডা, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া, বতসোয়ানা, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, তানজানিয়া, সোমালিয়া, ঘানা, গিনি, মরক্কো, দক্ষিণ সুদান, চিলি, সিয়েরা লিওন, ইকুয়েডর, তাইওয়ান, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, গাম্বিয়া, পেরু, জিম্বাবুয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ওমান, বাহরাইন, কুয়েত, মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশগুলো। এসব দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিবন্ধন হয়েছে সৌদি আরব থেকে। এই দেশ থেকে নিবন্ধন করেছে ১ লাখ ৪১ হাজার ৬৮৩ জন। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। নিবন্ধন করেছে ১ লাখ ১৩ হাজার ৮১৫ জন। তৃতীয়তে রয়েছে কাতার। এখানে নিবন্ধন করেছে ৫২ হাজার ৭৯২ জন। আর এই তিনটিসহ ১১ হাজারের বেশি নিবন্ধন হয়েছে ১২টি দেশে। বাকি ৯টি দেশ হলো- ওমান, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, কুয়েত, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, ইতালি, কানাডা এবং দক্ষিণ কোরিয়া। ইসি থেকে জানানো হয়, অ্যাপে নিবন্ধনকারীদের ঠিকানায় পোস্টাল ব্যালট ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ভোটার ভোট দিয়ে ফিরতি খামে তা আবার রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পাঠাবেন। উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটের প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো প্রায় শেষ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। অপেক্ষা ছিল কেবল ভোট আয়োজনের চূড়ান্ত পদক্ষেপ নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা। সেই অপেক্ষার সমাপ্তি ঘটিয়ে গত ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি)। তিনি জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। চলতি বছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যাদের বয়স ১৮ হয়েছে তাদের নিয়েই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে ইসি। চূড়ান্ত হিসাবে মোট ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৭৬ লাখ ৯৫ হাজার ১৮৩ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৪৮ লাখ ১৪ হাজার ৯০৭ জন ও মহিলা ভোটার ৬ কোটি ২৮ লাখ ৭৯ হাজার ৪২ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১ হাজার ২৩৪ জন। এছাড়া ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারা দেশে ৪২ হাজার ৭৬১টি কেন্দ্র চূড়ান্ত করেছে ইসি। মোট ভোটকক্ষ নির্ধারিত হয়েছে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৬৪৯টি, যার মধ্যে নারী ভোটকক্ষ ১ লাখ ২৯ হাজার ৬০২টি এবং পুরুষ ভোটকক্ষ ১ লাখ ১৫ হাজার ১৩৭টি।

বিএসসির ৫ বছরে ২২টি

পাওয়া যায়। কারণ সমুদ্র বাণিজ্যে এখন প্রচুর জাহাজের চাহিদা রয়েছে। ওই চাহিদার ভিত্তিতে দেশে ধীরলয়ে জাহাজের সংখ্যা বাড়ছে। শুধুমাত্র দেশীয় পণ্য পরিবহন করলেও দেশে আরো কমপক্ষে ১০০-এর বেশি জাহাজ প্রয়োজন। সারা বিশ্বে বর্তমানে প্রায় ৮০ হাজার জাহাজ রয়েছে। কিন্তু সমুদ্র বাণিজ্যের নতুন আইন অনুযায়ী ২০৩১ সাল নাগাদ অনেক জাহাজ চলাচলের যোগ্যতা হারাবে। কারণ ২০ বছরের পুরনো কোনো জাহাজ চলাচল করতে পারবে না। ফলে বিএসসি নতুন জাহাজ কিনলে আগামীতে অবশ্যই লাভবান হবে।

সূত্র আরো জানায়, বর্তমানে দেশে পড়াশুনা শেষ করে বের হচ্ছে প্রচুর নাবিক। তাদের কর্মক্ষেত্রের জন্য জাহাজ প্রয়োজন। আর দেশীয় জাহাজে কর্মক্ষেত্রের অপার সুযোগ রয়েছে। দেশীয় পতাকাবাহী জাহাজ যতো বাড়বে ভাড়ার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পাশাপাশি কর্মসংস্থানও বাড়বে। বর্তমানে দেশীয় পতাকাবাহী মাত্র ১০৪টি জাহাজ রয়েছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বিএসসি যাত্রা শুরু করে। সংস্থাটির বহরে একসময় ৪৪টি জাহাজ ছিল। কিন্তু নানামুখী অনিয়ম এবং অব্যবস্থাপনায় বিএসসি লোকসান দিতে দিতে একেবারে দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম হয়। ২০১৮ সালে এসে সংস্থার বহরে মাত্র দুটিতে নেমে আসে জাহাজের সংখ্যা। পরে চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় সর্বশেষ ২০১৮ সালে তিনটি এবং ২০১৯ সালে তিনটি মিলে ৬টি জাহাজ নিয়ে বিএসসির বহর ৮টি জাহাজে উন্নীত হয়। কিন্তু ২০২২ সালে ইউক্রেনের অলভিয়া বন্দরে রকেট হামলায় 'এমভি বাংলার সমৃদ্ধি' জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত সেটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। ২০২২ সালে বিএসসির বহর আবারো ৭টি জাহাজে নেমে আসে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে ৩৭ বছরের পুরনো এমটি বাংলার সৌরভ ও এমটি বাংলার জ্যোতি জাহাজ দুটি অগ্নিকাণ্ডে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওই দুটি জাহাজ স্ক্র্যাপ হিসেবে পরে ৫৫ কোটি টাকায় বিক্রি করে দিলে বিএসসিতে জাহাজের বহর মাত্র ৫টিতে নেমে আসে। গত অক্টোবরে চীন থেকে কেনা জাহাজের নামকরণ করা হয় 'বাংলার প্রগতি' এবং আগামী মাসে যুক্ত হবে 'বাংলার নবযাত্রা'। এদিকে এ বিষয়ে বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমোডর মাহমুদুল মালেক জানান, নতুন ২২ জাহাজ পরিচালনা করে বিএসসি বছরে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা নিট লাভ করতে চায়। বিদেশি পণ্য পরিবহন করেই বিএসসির জাহাজগুলো বেশি আয় করে। আর জাহাজগুলোর সাইজ বড় হওয়ায় সেগুলো বহির্বিশ্বের রুটগুলোতেই বেশি চলাচল করে। সর্বশেষ চীন থেকে কেনা জাহাজটি বিএসসি বহরে যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভাড়ায় চলছে। বিএসসি আগামী ৫ বছরে আরো ২২টি জাহাজ কিনতে চাই। নতুন ওসব জাহাজের মধ্যে বাল্ক ক্যারিয়ার ও অয়েল ট্যাংকারের পাশাপাশি প্রথমবারের মতো বহরে কনটেইনার জাহাজও যুক্ত হবে। আর ওসব জাহাজ বিএসসির নিজস্ব অর্থায়ন ছাড়াও জিটুজি ভিত্তিতে দক্ষিণ কোরিয়া ও চীন থেকে কেনা হবে।

আর্থিক খাতে এআই

প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি পেশাদার এআই টিম গঠন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মো. হানিফ মিয়া। এতে সঞ্চালনা করেন একাডেমির অতিরিক্ত পরিচালক মো. মাসুদ রানা। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পূবালী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলী। এছাড়াও আর্থিক খাতে এআই এডপটেশন বিষয়ে একটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির যুগ্ম পরিচালক (আইসিটি) মো. রেজাউল করিম। সেমিনারে বলা হয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বৈশ্বিক আর্থিক খাতে দ্রুত ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনছে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, প্রতারণা শনাক্তকরণ, গ্রাহকসেবা, পণ্য উদ্ভাবন, সুপারভিশন ও কমপ্লায়েন্সসহ প্রায় সব ক্ষেত্রে এআই নতুন দক্ষতা ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করছে। একই সঙ্গে এর দায়িত্বশীল, নৈতিক ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে কার্যকর নিয়ন্ত্রক কাঠামো ও নীতিমালার গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মো. হানিফ মিয়া বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি শক্তিশালী মাধ্যম। সঠিক নীতি, দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং কার্যকর তদারকির মাধ্যমে এই প্রযুক্তি বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক, দক্ষ এবং স্থিতিশীল করতে পারে। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পূবালী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলী। তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং আর্থিক খাতের জন্য একটি কার্যকর এআই কৌশল কেমন হওয়া উচিত- তার একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. বি এম মইনুল হোসেন বলেন, এআই বিষয়ক নীতিমালা কার্যকর করতে নিয়ন্ত্রক সংস্থা, প্রযুক্তি ব্যবহারকারী এবং গবেষকদের মধ্যে একটি অর্থবহ ও কাঠামোবদ্ধ মেলবন্ধন অপরিহার্য। এই সমন্বয়ের মাধ্যমে এআই সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন আরো কার্যকরী হবে। প্যানেল আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক (আইসিটি) মোহাম্মদ জাকির হাসান, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের পরিচালক মো. মাহবুব করিম এবং রিভ গ্রুপের সিইও এম. রেজাউল হাসান। সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, 'এআই মেশিন লার্নিং লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল' বাস্তবায়ন টিমের সদস্যগণ এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আইটি প্রধান ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

মৃত্যুর ৭১ শতাংশই

এবং অনলাইন মিডিয়ায় কর্মরত ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা তুলে ধরেন প্রজ্ঞার প্রোগ্রাম অফিসার সামিহা বিনতে কামাল। উপস্থাপনায় জানানো হয়, দেশে অসংক্রামক রোগ মোট মৃত্যুর ৭১ শতাংশের জন্য দায়ী। তার মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কিন্তু সরকারি বরাদ্দ কম হওয়ায় এবং বরাদ্দ করা অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার না হওয়ায়, রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে নিরবিচ্ছিন্ন চিকিৎসা এবং ওষুধ সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়মিত চিকিৎসা এবং ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে, উচ্চ রক্তচাপজনিত অসুস্থতা ও মৃত্যু উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব। একই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ব্যয়ও হ্রাস পাবে।

এসব প্রসঙ্গে কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টের ডা. গীতা রানী দেবী বলেন, 'প্রান্তিক পর্যায়ে উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ পৌঁছে দিতে সরকার কাজ করছে। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ধাপে ধাপে সব কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে। এতে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নিয়ন্ত্রণে বড় ধাপ এগোবে এবং রোগীর ঝুঁকি কমবে। তবে এজন্য প্রয়োজন সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের সমন্বিত উদ্যোগ।'

অ্যাসেনশিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেডের উপ-মহাব্যবস্থাপক (বিক্রয় ও বিপণন) রিয়াদ আরেফিন বলেন, 'উচ্চ রক্তচাপের ওষুধের উৎপাদন ও সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখা আমাদের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। আমরা ইতোমধ্যেই উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার সুসংগঠিত পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। আশা করি দ্রুতই দেশের সব কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।'

শাহজালালে দর্শনার্থী

এলাকায় নির্ধারিত যাত্রী ব্যতিত সব সহযাত্রী-ভিজিটর প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে। তিনি আরও বলেন, এ প্রেক্ষিতে যাত্রীসাধারণ ও সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। বেবিচকের একটি সূত্র জানায়, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের লন্ডন থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে নিরাপত্তার স্বার্থেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে তারেক রহমানের দেশে ফেরা উপলক্ষে বিমানবন্দরে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে সরকার। ওইদিন তারেক রহমান বিমানবন্দর ত্যাগ না করা পর্যন্ত বিমানবন্দর এলাকায় প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করা হবে। বিমান টিকিট ও পাসপোর্ট ছাড়া কাউকে বিমানবন্দরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তবে বিএনপির যে দলটি বিমানবন্দরে তারেক রহমানকে অভ্যর্থনা জানাবেন তারা বিমানবন্দরের ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন। এদিকে লন্ডন থেকে তারেক রহমান সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করেছেন তার দেশে ফেরা উপলক্ষে যেন কোনো বিমান যাত্রী হয়রানির শিকার না হন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান যে বিমানে দেশে ফিরবেন সেই বিমান থেকে শুরু করে হচ্ছে নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রাখার পরই তাকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দারা কঠোর নিরাপত্তা বলয় তৈরি করবে। যাতে তার নিরাপত্তায় কোথাও কোনো ফাঁক না থাকে। পরিবারসহ তারেক রহমানের বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি ২০২ ফ্লাইটে বুধবার সন্ধ্যায় যুক্তরাজ্যের লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা রয়েছে।

গ্যাস সংকট

তুলনামূলক বেশি স্বস্তিতে এবার শীতকাল পার করছেন গ্যাসের শিল্প সংযোগের গ্রাহকরা। গ্যাস নিয়ে শিল্প মালিকদের কাছ থেকে এবার তেমন কোনো অভিযোগ না পাওয়ার কথা বলছেন ব্যবসায়ী নেতারা।

রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা মালিকদের সংগঠন- বিজেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'শিল্প কারখানায় এখন গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতি গত কয়েক বছরের তুলনায় ভালো। কোথাও গ্যাস না থাকার অভিযোগ আমার কানে আসেনি। সরকার চেষ্টা করছে, এর ফলেই আমরা সঠিকভাবে গ্যাস পাচ্ছি, এটা বলতেই হয়।'

'আগে যেখানে গ্যাসের চাপ ৩ থেকে ৪ পিএসআই থাকত, কখনও কখনও শূন্যের কোটায় নেমে আসত, এখন দিনে-রাতে গ্যাসের চাপ ৭ থেকে ৮ পিএসআইয়ের মধ্যে থাকছে। আপাতত কোনো অভিযোগ নেই,' বলেন হাতেম।

রপ্তানিমুখী আরেক শিল্প বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন বিটিএমএর সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে অনেক শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে গ্যাসের চাহিদাও কমে গেছে। সাধারণত শীত কালে গ্যাসের চাপ কম থাকে। এবার কারখানাগুলো থেকে তেমনটা শুনিনি।'

কমছে উৎপাদন, বাড়ছে আমদানি : পেট্রোবাংলার নিয়মিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, এক বছর আগে অর্থাৎ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে দেশীয় কূপগুলো থেকে দৈনিক ১৯০ কোটি ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা যেত। কিন্তু ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে এসে সেই উৎপাদন দৈনিক ১৬৫ কোটি ঘনফুটে নেমেছে। এই সময়ের মধ্যে বেশ কিছু পুরোনো গ্যাসকূপ সংস্কার ও নতুন কূপ আবিষ্কার হলেও অনেক কূপ বন্ধ হয়ে গেছে বা উৎপাদন কমেছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত বুধবার সারা দেশে প্রায় ২৫৪ কোটি ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করেছে পেট্রোবাংলা, যা এক বছর আগে ছিল ২৭০ কোটি ঘনফুট। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আমদানি করা এলএনজি থেকে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে দৈনিক গড়ে ৮০ কোটি ঘনফুট গ্যাস। পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, 'মোটামুটি টানাটানির মধ্য দিয়ে গ্যাস পরিস্থিতি অতিক্রম করছে। বিদেশ থেকে গ্যাস আমদানি করে এই বাড়তি চাহিদা পূরণ করতে হচ্ছে।'

'এখন নতুন করে যমুনা সার কারখানাটি চালু করা হয়েছে। তবুও শীতে বিদ্যুৎকেন্দ্রে গ্যাসের চাহিদা কম থাকায় অন্যান্য গ্রাহকদের সরবরাহ চালু রাখা যাচ্ছে।' সরকার আন্তর্জাতিক বাজার থেকে এলএনজি আমদানির জন্য গভীর সমুদ্রে দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ করেছে।

এসব টার্মিনাল হয়ে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় বছরে ৫৬ কার্গো এলএনজি আমদানি হচ্ছে। এর বাইরে ওপেন মার্কেট বা আন্তর্জাতিক খোলা বাজার থেকেও নিয়মিত এলএনজি কেনা হচ্ছে। তবে চলতি বছর খোলা বাজার থেকে অন্য বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ এলএনজি আমদানি করেছে সরকার। পেট্রোবাংলার এই পরিচালক জানান, চলতি বছর মোট ১০৯ কার্গো এলএনজি কিনেছে সরকার, যা গত বছর ছিল ৮৮টি। গতবছর খোলা বাজার থেকে ৩০ কার্গো এলএনজি কেনা হলেও এবছর কেনা হয়েছে ৫৩ কার্গো এলএনজি। 'গ্যাসের দেশীয় উৎপাদন কমছে, সে কারণে আমাদেরকে আমদানি বাড়াতে হচ্ছে। পাশাপাশি গ্যাস কূপ খনন অব্যাহত আছে। বাপেক্সের ৫টি রিগই এখন খননকাজে ব্যস্ত রয়েছে,' বলেন তিনি।

আইনজীবী আলিফ

রয়েছেন- চন্দন দাশ মেথর, রিপন দাশ, রাজীব ভট্টাচার্য, শুভ কান্তি দাশ, আমান দাশ, বুঞ্জা, রনব, বিধান, বিকাশ, রমিত প্রকাশ দাস, রুমিত দাস, নয়ন দাশ, ওমকার দাশ, বিশাল, লালা দাশ, সামীর, সোহেল দাশ, শিব কুমার, বিগলাল, পরাশ, গণেশ, ওম দাস, পপি, অজয়, দেবী চরণ, দেব, জয়, লালা মেথর, দুর্লভ দাস, সুমিত দাশ, সনু দাস, সকু দাস, ভাজন, আশিক, শাহিত, শিবা দাস ও দ্বীপ দাস। ২০২৪ সালের ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রাম আদালত ভবন এলাকায় সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। এ ঘটনায় তাঁর বাবা জামাল উদ্দিন বাদী হয়ে নগরের কোতোয়ালী থানায় ৩১ জনের নাম উল্লেখ করে হত্যা মামলা দায়ের করেছিলেন। ২০২৫ সালের ১ জুন আলিফ হত্যা মামলায় চট্টগ্রাম আদালতের সংশ্লিষ্ট শাখায় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তৎকালীন সিএমপির কোতোয়ালী জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার মাহফুজুর রহমান চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীসহ ৩৮ জনকে আসামি করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়। গত ২৫ আগস্ট তৎকালীন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এসএম আলাউদ্দিন মাহমুদের আদালতে মামলার তদন্ত কর্মকর্তার দাখিল করা চার্জশিটের গ্রহণযোগ্যতার শুনানি শেষে সুকান্ত দত্তসহ ৩৯ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট গ্রহণ করেছিলেন আদালত। ৩১ জনকে আসামি করে মামলার এজাহার দায়ের করা হলেও এজাহারনামীয় গগন দাশ, বিশাল দাশ ও রাজকাপুর মেথরের সম্পৃক্ততা না পাওয়ায় মামলার দায় থেকে তাদের অব্যাহতির আবেদন করেছিলেন তদন্ত কর্মকর্তা। তবে নতুন করে চিন্ময় দাসসহ আরও ১০ জনের সংশ্লিষ্টতা পাওয়ায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করে মোট ৩৯ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল।

সূর্যমুখীর হলুদ

দর্শনার্থী জানান, নরসিংদী শহরে সপরিবার সময় কাটানোর মতো জায়গার বড্ড অভাব। ঘরে বসে থাকতে থাকতে শিশুরা বিরক্ত হয়ে যায়, তাই একটু আনন্দ দিতেই তাদের এখানে নিয়ে আসা।

প্রতিদিন শত শত দর্শনার্থীর ভিড় আর বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নিয়ে বাগানের অন্যতম উদ্যোক্তা তৌহিদুল ইসলাম মাসুম জানান, মূলত তেল উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বাগানটি করা হলেও দর্শনার্থীদের ব্যাপক আগ্রহের কারণে একে একটি বিনোদনকেন্দ্রে রূপ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, মানুষ এখানে ঘোরা ফেরার পাশাপাশি বিয়ের ফটোশুট ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ভবিষ্যতে এখানে থাকার ব্যবস্থাও করার পরিকল্পনা রয়েছে। নরসিংদী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মুহাম্মদ আজিজুল হক এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তিনি জানান, চলতি বছর জেলার চারটি উপজেলায় প্রায় ১২ হেক্টর জমিতে সূর্যমুখী চাষ হয়েছে। কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও বীজ দিয়ে সহায়তা করা হয়েছে। তেলের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায় এবং পর্যটন সম্ভাবনা থাকায় চাষিরা এখন সূর্যমুখী চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। মেঘনার তীরের এই বাগানটি কেবল কৃষিতেই নয়, বরং পর্যটনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে নরসিংদীতে।

তারেক রহমানের দেশে

কবির রিজভী। আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম, বিএনপির আইটি সেলের সদস্য মাহফুজ কবির মুক্তাসহ বিএনপির অঙ্গসংগঠন, চিকিৎসক, ছাত্রদলের সাবেক ও বর্তমানের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা। মিছিলপূর্ব এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে রিজভী বলেন, দীর্ঘ প্রায় ১৭ বছর পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নিজ দেশে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করতে যাচ্ছেন। আগামী ২৫ ডিসেম্বর তার আগমন উপলক্ষে সারা দেশে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে এবং লাখ লাখ মানুষ তাকে এক নজর দেখার জন্য ঢাকায় আসছেন। তিনি বলেন, ২০০৭ সালের মইনুদ্দিন-ফখরুদ্দিন সরকার ছিল শেখ হাসিনারই সমর্থিত সরকার। সেই সরকারের সময় বিনা কারণে তারেক রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়, নির্মম শারীরিক নির্যাতন করা হয়। সেই নির্যাতনের পর ওনাকে পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকতে হয়। তিনি আরও বলেন, তারেক রহমান চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার পরে শেখ হাসিনার সরকার একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে দেশে ফিরতে বাধা দেয়। ১৭ বছর ধরে তাকে তার পরিবার, দেশ ও মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। তিনি তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। এমনকি ছোট ভাইয়ের লাশ দেখতে এবং জানাজাতে অংশ নিতে পারেননি। এসব ঘটনার জন্য শেখ হাসিনা দায়ী। বিএনপির এই মুখপাত্র বলেন, জিয়া পরিবার বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় ও ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পরিবার। এই পরিবারই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া একজন নির্ভীক সৈনিকের মতো গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করেছেন। এই পরিবারকে ধ্বংস করার জন্য আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্ররা কোনো চক্রান্ত বাদ দেয়নি। তারেক রহমানের আগমন প্রসঙ্গে তিনি জানান, ২৫ ডিসেম্বর তিনি দেশে নেমে বিমানবন্দর থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে যাওয়ার পথে ৩০০ ফিট এলাকায় উপস্থিত জনসমাগমের উদ্দেশে একটি সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য দেবেন। এরপর তিনি তার মাকে দেখে বাসায় ফিরবেন। নিরাপত্তা প্রসঙ্গে রিজভী বলেন, আমরা সরকারের কাছে তার পর্যাপ্ত নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছি। সরকার আমাদের আশ্বস্ত করেছে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। দলীয়ভাবেও নেতাকর্মীরা তার নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন করবেন ইনশাআল্লাহ। তিনি নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনসমাগম যত বড়ই হোক, সবাইকে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করতে হবে। রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে প্রিয় নেতাকে শুভেচ্ছা জানাবেন। কোনো বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতা করা যাবে না। তিনি যেন তার মাকে দেখে বাসায় পৌঁছানো পর্যন্ত সবাই শৃঙ্খলার সঙ্গে অবস্থান করেন।

এসএসসির কেন্দ্র

এসএসসি পরীক্ষা কবে : সাধারণত, বছরের ফেব্রুয়ারিতে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা নেওয়া হয়। গত বছর এপ্রিল মাসে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য পরীক্ষা কবে হবে তা ঠিক করা হয়নি। এছাড়া ফেব্রুয়ারিতে রমজান ও মার্চের শেষে ঈদুল ফিতরের কারণে পরীক্ষা নেওয়াও সহজ নয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার বলেন, আমরা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আজকে কেন্দ্র তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এর আগে ফরম পূরণের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি। পরীক্ষা কোন মাসে হতে পারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ছুটির ক্যালেন্ডার (একাডেমিক ক্যালেন্ডার) পাওয়া যায়নি। ক্যালেন্ডার পাওয়ার পর পরীক্ষার দিনক্ষণ ঠিক করা হবে। ভোটের কারণে পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, এখনও তারিখ ঠিক করা হয়নি। পেছানোর প্রশ্ন তো পরে।

ক্ষমতার রাজনীতির চেয়ে

আগেই পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থার বৈষম্য শনাক্ত করতে পেরেছিলেন এবং ১৯৫৭ সালে তার ঐতিহাসিক 'আসসালামু আলাইকুম' উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, ভাসানীর কাছে শিক্ষার মানে ছিল চেতনার জাগরণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস সৃষ্টি; বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষা মুক্তির পথ হতে পারে না। সভাপতির বক্তব্যে ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, মওলানা ভাসানী ছিলেন এই দেশের মানুষের মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রামরত একজন সমাজবিপ্লবী ও দূরদর্শী রাষ্ট্রচিন্তক। তিনি নিজেকে প্রথমে বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন এবং নদী, কৃষক, শ্রমিক ও প্রান্তিক মানুষের প্রশ্নকে রাজনীতির কেন্দ্রে এনেছেন। তিনি বলেন, ভাসানীর রাজনীতি ছিল ক্ষমতা বা নির্বাচনের জন্য নয়; বরং সাম্য, সামাজিক মালিকানা ও গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য। আজকের বৈশ্বিক সংকটের প্রেক্ষাপটে মওলানা ভাসানীর পথই মানবমুক্তি ও প্রকৃত স্বাধীনতার দিশা বলেও উল্লেখ করেন তিনি। স্বাগত বক্তব্যে কারাস-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেন বলেন, মওলানা ভাসানী ছিলেন ঔপনিবেশিক শাসন, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এক বিরল সমাজবিপ্লবী নেতা। তিনি কলোনিয়াল বাংলা, আসাম, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের চারটি রাজনৈতিক পরিসরে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা অর্জন করে উপমহাদেশের কৃষক আন্দোলনে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। বাংলাদেশ ও আসামের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস পুনর্লিখনে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা নতুন করে মূল্যায়ন করা জরুরি বলেও মনে করেন তিনি। উদ্বোধনী অধিবেশন শেষে মওলানা ভাসানীর জীবন ও সংগ্রামভিত্তিক একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

ডেবিট, ক্রেডিট

অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে দেশে স্থানীয়দের ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার ২১.১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে বিদেশে বাংলাদেশীদের ক্রেডিট কার্ড লেনদেন সামান্য ওঠানামার করলেও শেষে ৭.০৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে, আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের কার্ড ব্যবহার বেড়েছে ৫৪.৬৯ শতাংশ। ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে মোট লেনদেন হয়েছে ৫৩৪ কোটি ২০ লাখ টাকা। ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে বিদেশে লেনদেন হয়েছে ৩৬১ কোটি ১০ লাখ টাকা।

অন্যদিকে, প্রিপেইড কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে ৫৯ কোটি ৯০ লাখ টাকা।

সব মিলিয়ে ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে তিন ধরনের কার্ডের মাধ্যমে দেশের বাইরে অর্থপ্রবাহ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯৫৫ কোটি টাকা। বিপরীতে, একই সময়ে বিদেশিদের কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে অর্থপ্রবাহ হয়েছে প্রায় ১৯৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ, বাংলাদেশি কার্ডধারীদের বিদেশে লেনদেনের পরিমাণ বিদেশিদের বাংলাদেশে লেনদেনের তুলনায় প্রায় ৪.৭৯ গুণ বেশি।

২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে দেশে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে মোট লেনদেনের প্রায় অর্ধেকই হয়েছে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। এতে ভোক্তাদের খুচরা কেনাকাটায় কার্ড ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধির চিত্র উঠে এসেছে। ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে ৪৮টি তফসিলি ব্যাংক ও একটি ননব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ডের বিপরীতে অনুমোদিত মোট ঋণ দাঁড়িয়েছে ৩৮৮.৭৬ বিলিয়ন টাকা, যার বিপরীতে মোট স্থিতিশীল বকেয়া রয়েছে ১২৬.৫৬ বিলিয়ন টাকা।

দেশভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশি নাগরিকরা সবচেয়ে বেশি যুক্তরাষ্ট্রে ক্রেডিট কার্ড, সৌদি আরবে ডেবিট কার্ড এবং প্রিপেইড কার্ড ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে, বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কার্ডধারীরাই সর্বাধিক ব্যয় করেছেন।

ফেনীতে নিজাম হাজারীসহ

মো. ইউছুফ বাদী হয়ে ফেনী মডেল থানায় মামলা করেন। মামলায় ফেনী-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন হাজারী, ফেনী সদর উপজেলার পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শুসেন চন্দ্র শীল, সাবেক ফেনী পৌর মেয়র নজরুল ইসলাম স্বপন মিয়াজীসহ ৬৫ জনের নাম উল্লেখ ও আরো ৩০০ থেকে ৪০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও ফেনী মডেল থানা পুলিশের এসআই মো. ফারুক মিয়া বলেন, গত ৯ ডিসেম্বর সবুজ হত্যা মামলায় এজাহারনামীয় ৬৫ জন ও তদন্তে প্রাপ্ত ৫৯ জনসহ মোট ১২৪ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। গত ১২ ডিসেম্বর আদালত চার্জশিট পর্যালোচনা করেন। এ মামলায় এজাহারনামীয় ৫ জন ও সন্দেহভাজন ৪৯ জনসহ মোট ৫৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭ জনকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তবে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও তাদের মধ্যে কেউ আদালতে দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দেননি। ফেনী আদালতের পুলিশ পরিদর্শক মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, অভিযোগপত্রে ১২৪ জনকে আসামি করা হলেও বিভিন্ন সময় এ মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছে ৫৪ জন। গ্রেপ্তার ৫৪ জনের মধ্যে ৫৩ জনকে অভিযোগপত্রে আসামি করা হয়েছে। অপর ৭১ জনের বিরুদ্ধে আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। দুয়েক দিনের মধ্যে আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হবে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট ফেনীর মহিপালে সংঘটিত নৃশংস এ হত্যাকাণ্ডে এখন পর্যন্ত ফেনী মডেল থানায় ২৪টি মামলা করা হয়েছে। তার মধ্যে ৭টি হত্যা ও ১৭টি মামলায় হত্যাচেষ্টা ও সহিংসতার অভিযোগ আনা হয়েছে।

আমি নির্বাচন করবো

থেকে বিএনপির প্রার্থী হয়ে ধানের শীষে নির্বাচন করার আগ্রহ ছিল জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহসম্পাদক রুমিন ফারহানার। তবে আসন সমঝোতার কারণে এই আসন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সহ-সভাপতি মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিবকে ছেড়ে দিয়েছে বিএনপি। গতকাল মঙ্গলবার গুলশানে দলীয় চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এসময় তিনি বলেন, দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে যারা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করবেন তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিএনপি মহাসচিব বলেন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রার্থীরা যেসব আসনে নির্বাচন করবেন বিএনপি সেসব আসনে কোনো প্রার্থী দেবে না। এসময় তিনি জনগণকে খেজুর গাছ প্রতীকে ভোট দিয়ে ধানের শীষকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে ব্যাপক আলোচনায় ছিলেন ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার মনোনয়ন। গত ৩ নভেম্বর ২৩৭ আসনে বিএনপি প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে। সেই তালিকায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে কারও নাম ঘোষণা করেনি বিএনপি। এরপর থেকেই বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীরা অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যান এই আসনটিতে প্রার্থী দেওয়া হচ্ছে জোটের জুনায়েদ আল হাবীবকে। তবে ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বন্ধ তার নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা রাখেননি। বিভিন্ন সভা-সমাবেশে দলের মনোনয়ন না পেলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন তিনি। দলীয় মনোনয়ন না পেলেও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ ও বিজয়নগরের একাংশ) আসন থেকে নির্বাচন করার কথা জানিয়েছেন রুমিন ফারহানা। শুক্রবার বিকেলে সরাইল উপজেলার পানিশ্বর ইউনিয়নের বিটঘর বাজারে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া ও মতবিনিময় সভার বক্তব্যে রুমিন ফারহানা এ কথা জানান। তিনি বলেন, আমি যা বলি, আমি তা-ই করি; এইটা ভালো হইলে ভালো, মন্দ হইলে আমার কিছু করার নাই। আপনারা যদি আমার পাশে থাকেন, মার্কা যা-ই হোক, নির্বাচন করবো আমি সরাইল-আশুগঞ্জ থেকেই। গতকাল মঙ্গলবার জোট থেকে জুনায়েদ আল হাবিবকে প্রার্থী ঘোষণার পর রুমিন ফারহানার সমর্থকরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। তাদের দাবি, রুমিন ফারহানাকে মূল্যায়ন করেনি দল। রুমিন ফারহানার একনিষ্ঠ সমর্থক আশুগঞ্জ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক রাসেল বিপ্লব বলেন, আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম এলাকার উন্নয়নের জন্যে রুমিন আপাকে বিএনপি মনোনীত করবে। কিন্তু দলের সিদ্ধান্তে আমরা হতাশ। তবে আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের উন্নয়নের স্বার্থে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত করবো। তবে সরাইল উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান লস্কর তপু বলেন, আমরা বিএনপি পরিবার দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবো। দলের বাইরে কেউ যাব না। দীর্ঘদিন ধরে আমরা ভোট দিতে পারিনি। দলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে

শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। বুধবার সকাল থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের নদী অববাহিকা ও উত্তরাঞ্চলের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা দেখা যেতে পারে। এ সময় রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা এবং অন্যত্র হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। শুক্রবার সকাল থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা এবং অন্যত্র হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। শনিবার সকাল থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা এবং অন্যত্র হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে

পর্যন্ত ব্যাংক খাতের বিতরণ করা মোট ঋণের পরিমাণ ১৮ লাখ ৩ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৬ লাখ ৪৪ হাজার কোটি টাকা। এটি মোট ঋণের ৩৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ।

খাতসংশ্লিষ্টরা জানান, বাংলাদেশ ব্যাংক সাম্প্রতিক সময়ে নজরদারি ও নিয়মকানুন কঠোরভাবে প্রয়োগ করায় ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আগে যেসব ঋণ পরিশোধ না হওয়া সত্ত্বেও কাগজে 'নিয়মিত' হিসেবে দেখানো হতো, সেগুলো এখন মন্দ ঋণ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রভাব ও সুবিধার মাধ্যমে বিতরণ করা ঝুঁকিপূর্ণ ঋণগুলো একে একে প্রকাশ পাচ্ছে, আর মন্দ ঋণের পরিমাণ বাড়ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, খেলাপি ঋণ সমস্যার মূল কারণ হলো ঋণ অনুমোদনে স্বচ্ছতার অভাব, রাজনৈতিক ও প্রভাবশালী মহলের চাপ এবং দুর্বল আইনি কাঠামো। এসব সমস্যা সমাধান না করলে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন।

ব্যাংক একীভূতকরণ ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু অনিবার্য সিদ্ধান্ত : ২০২৫ সালে দুর্বল ব্যাংকগুলো টিকিয়ে রাখতে সরকারের সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক একীভূতকরণ নীতিতে জোর দেয়। উদ্দেশ্য অকার্যকর ও দুর্বল ব্যাংকগুলোকে শক্তিশালী ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করে আমানতকারীদের অর্থ সুরক্ষা দেওয়া এবং খাতজুড়ে আস্থার সংকট কমানো। যদিও এই উদ্যোগ নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে। অনেকের মতে, দুর্বল ব্যাংকের দায় শক্তিশালী ব্যাংকের ওপর চাপিয়ে দিলে পুরো খাত ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। তবে নিয়ন্ত্রক সংস্থার দাবি, বিকল্প পথ না থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে কয়েকটি প্রভাবশালী গ্রুপ জালিয়াতির মাধ্যমে ডজনখানেক ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নেয়। এসব অনিয়ম ও ঋণ কেলেঙ্কারির চাপে ব্যাংকগুলো ধীরে ধীরে গভীর সংকটে পড়ে। এর মধ্যে সংকটে থাকা পাঁচটি ব্যাংক একত্রিত করে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক গঠনের অনুমতি দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পাঁচ ব্যাংক হলো এক্সিম, সোশ্যাল ইসলামী, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী, গ্লোবাল ইসলামী ও ইউনিয়ন ব্যাংক। নতুন বছরের শুরুতে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে। এটি হচ্ছে দেশের সরকারি মালিকানাধীন সবচেয়ে বড় ইসলামী ব্যাংক। যার পরিশোধিত মূলধন নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকার ইতোমধ্যে ২০ হাজার কোটি টাকা বাজেট থেকে দিয়েছে। বছরজুড়ে জমানো অর্থ ফেরতের আশায় ছিলেন পাঁচ ব্যাংকের আমানতকারীরা। তারল্য সংকট ও দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে এসব ব্যাংক থেকে আমানত উত্তোলনে দীর্ঘদিন ধরে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়। যার কারণে গ্রাহকরা তাদের প্রয়োজনে কষ্টার্জিত সঞ্চয় তুলতে পারেননি। চিকিৎসা, ব্যবসা কিংবা পারিবারিক জরুরি প্রয়োজনেও অর্থ না পেয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েন অসংখ্য আমানতকারী। নিয়ন্ত্রক সংস্থার বারবার আশ্বাস সত্ত্বেও দ্রুত সমাধান না হওয়ায় গ্রাহকদের মধ্যে ক্ষোভ ও আস্থাহীনতা বাড়তে থাকে। সর্বশেষ গভর্নর জানান যে, সব ধরনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ডিসেম্বরের মধ্যে এই পাঁচ ব্যাংকের আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।

প্রবাসী আয়ে উল্লম্ফন : ২০২৫ সালজুড়ে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স প্রবাহে উল্লম্ফন দেখা গেছে। জানুয়ারি থেকে চলতি ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতি মাসেই প্রবাসী আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ব্যাংকিং খাত ও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় বড় স্বস্তি এনে দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, হুন্ডি প্রতিরোধে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর অবস্থান, কার্যকর প্রণোদনা এবং ব্যাংকিং চ্যানেলের মানোন্নয়ন রেমিট্যান্স বাড়াতে বড় ভূমিকা রেখেছে। এর ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভেও বর্তমানে স্বস্তি বিরাজ করছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত রেমিট্যান্স এসেছে এক হাজার ৫০৫ কোটি ডলার। গত বছরের একই সময়ে এসেছিল এক হাজার ২৯০ কোটি ডলার। ফলে এই সময়ে প্রবাসী আয় বেড়েছে ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ।

ডলারের বাজার স্থিতিশীল, রিজার্ভে স্বস্তি : অনিয়ন্ত্রিত অর্থপাচারের ফলে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ তিন বছরে দেশের অর্থনীতিতে তীব্র ডলার-সংকট দেখা দেয়। এর সঙ্গে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধাক্কায় টালমাটাল বিশ্ববাজারের প্রভাব পড়ে দেশের প্রায় সব খাতে। জ্বালানি ও খাদ্যপণ্যের দাম এবং পরিবহন ব্যয় বাড়ায় আমদানি খরচ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। ফলে ডলারের তীব্র সংকট ও হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি মূল্যস্ফীতিকে অসহনীয় পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর ড. আহসান এইচ মনসুর গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে ডলার সংকট কাটাতে এবং অর্থপাচার রোধে নানা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর নজরদারির ফলে বৈধ পথে প্রবাসী ও রপ্তানি আয় বেড়েছে। এতে আর্থিক হিসাবে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত প্রবাসী আয় বেড়েছে প্রায় ১৭ শতাংশ এবং রপ্তানি আয়েও প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। পুরোনো আমদানি দায় পরিশোধ হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ কমেছে। ব্যাংকারদের মতে, বাজারভিত্তিক বিনিময় হার নীতি অব্যাহত থাকায় এবং বিদেশি ঋণ ছাড়াই রিজার্ভ স্থিতিশীল হওয়ায় বড় ধরনের অস্থিরতার আশঙ্কা আপাতত কম। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ১৮ ডিসেম্বর দিন শেষে গ্রস রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩২ দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ডলার। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভ হয়েছে ২৭ দশমিক ৮৮ বিলিয়ন ডলার। এছাড়া বছরজুড়ে ডলারের দাম ঘুরেফিরে ১২২ থেকে ১২৩ টাকার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডলার ক্রয় : বছরজুড়ে প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। প্রবাসী আয়ের উল্লম্ফনের ফলে ব্যাংকগুলোতে ডলারের উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে, বৈদেশিক মুদ্রার যোগান-চাহিদার ভারসাম্য ঠিক রাখতে এবং মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা আনতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ডলার কিনেছে। সবমিলিয়ে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট দুই হাজার ৮০৪ মিলিয়ন বা ২ দশমিক ৮০ বিলিয়ন ডলার ক্রয় করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

উচ্চ সুদহার ও বিনিয়োগে মন্থর গতি : গত বছরের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বেসরকারি খাতে স্থবিরতা নেমে এসেছে। নতুন প্রকল্প কমে যাওয়া এবং অনেক কারখানা বন্ধ হওয়ার ফলে খেলাপি ঋণ ও কর্মসংস্থান সমস্যার মুখে পড়েছে। ঋণের সুদহার বর্তমানে ১৫ শতাংশে উঠেছে। এতে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কমে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে। এমন পরিস্থিতিতেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর মুদ্রানীতিতে সুদহারে কোনো পরিবর্তন আনেনি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সংস্থাটি ঘোষণা দিয়েছে, মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশের নিচে না নামা পর্যন্ত নীতি সুদহার কমানো হবে না। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর জানান, মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে কমছে এবং ভবিষ্যতে আরও কমবে। তবে এটি এখনও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় আসেনি। যতদিন তা ৭ শতাংশের নিচে না আসবে, ততদিন নীতি সুদহার পরিবর্তন করা হবে না। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে মূল্যস্ফীতি ৩ থেকে ৫ শতাংশের মধ্যে নামিয়ে আনা। গভর্নরের দাবি, আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা ফিরেছে। বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের ভারসাম্য ইতিবাচক হয়েছে এবং ডলারের দর স্থিতিশীল আছে। বর্তমানে চাইলেই ডলার পাওয়া যাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার থেকে ডলার কিনছে। বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকা এবং উৎপাদন ভালো হওয়ায় মূল্যস্ফীতি নিয়ে আপাতত বড় কোনো শঙ্কা নেই। চাল ছাড়া অন্য সব নিত্যপণ্যের দর স্থিতিশীল রয়েছে। এদিকে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগ সমর্থিত অনেক ব্যবসায়ী আত্মগোপনে বা পালিয়ে গেছেন। বেশ কিছু শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য গতি হারিয়েছে, যার ফলে দেশে বেসরকারি খাতের ঋণের চাহিদা কমে গেছে। এ কারণে গত আগস্টে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি কমে ৬ দশমিক ৩৫ শতাংশে নেমেছে, জুলাই মাসে যা ছিল ৬ দশমিক ৫২ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কঠোর মুদ্রানীতি : মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ছিল ২০২৫ সালের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এজন্য কড়াকড়ি মুদ্রানীতি গ্রহণ, ঋণপ্রবাহ সীমিতকরণ এবং সুদহার বৃদ্ধির মতো পদক্ষেপ নেওয়া হয়। যদিও এসব উদ্যোগে মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় এখনও চাপের মধ্যেই ছিল। বছরজুড়ে মূল্যস্ফীতি ওঠানামার মধ্যে ছিল। তবে বছরের শেষ সময় মূল্যস্ফীতি ৮ শতাংশের ঘরেই ঘোরাফেরা করছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাব অনুযায়ী, গত নভেম্বর মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি হয় ৭ দশমিক ৩৬ শতাংশ। আর খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হয় ৯ দশমিক ০৮ শতাংশ। গত তিন বছর ধরে দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ১০ দশমিক ০৩ শতাংশ।

সংস্কারের উদ্যোগ: ব্যাংক রেজুলেশন অধ্যাদেশ

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর ব্যাংকগুলোতে তদারকি জোরদার করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একই সঙ্গে এতদিন বিভিন্ন নীতিমালায় যেসব ছাড় দেওয়া হয়েছিল, তা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়। ২০২৫ সালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার উদ্যোগগুলোর একটি হলো 'ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ' অনুমোদন। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যাংক ব্যবস্থাপনা, একীভূতকরণ বা প্রয়োজনে অবসায়নের আইনি কাঠামো তৈরি হয়েছে। দেশের ব্যাংকিং খাতে আমানতকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার জারি করে 'আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫'। এর ফলে কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি অবসায়ন বা বন্ধ হয়ে গেলে সাধারণ আমানতকারীরা তাৎক্ষণিকভাবে সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা ফেরত পাবেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে 'বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার'-এ পরিবর্তন আনার প্রস্তাব উঠেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার চিন্তা চলছে। তবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে এটি অনুমোদিত হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন নির্দেশনা দিয়েছে যে, এখন থেকে কোনো ব্যাংক যদি আর্থিক লোকসান বা মূলধন ঘাটতির মধ্যে থাকে, তবে তারা তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎসাহ বোনাস দিতে পারবে না। শুধুমাত্র প্রকৃত আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে অর্জিত মুনাফা থেকে বোনাস দেওয়া যাবে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক সংস্কারে ছিল না দৃশ্যমান উদ্যোগ : ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর দেশের বেসরকারি ব্যাংকগুলোর সংস্কারে বেশকিছু দৃশ্যমান উদ্যোগ নেন। তবে এ সময়ে বেসরকারি খাতের তুলনায় সরকারি ব্যাংক সংস্কারে তেমন কোনো বড় পদক্ষেপ দেখা যায়নি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এসব ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করে। গত বছরের ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদ ও এমডি পদে পরিবর্তন ছাড়া অন্য কোনো কাঠামোগত পরিবর্তন হয়নি। ২০২৫ সালে ব্যাংক খাতে আস্থা ফেরাতে পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন, তদারকি জোরদার এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধির নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে দীর্ঘদিনের অনিয়মের কারণে আস্থা পুরোপুরি ফিরিয়ে আনতে এখনও সময় লাগবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধের উদ্যোগ : ২০২৫ সালে সমস্যাগ্রস্ত ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই) সংস্কারের উদ্যোগ নেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এরই অংশ হিসেবে আমানতকারীর টাকা ফেরত দিতে না পারা, উচ্চখেলাপি ঋণ এবং মূলধন ঘাটতিড় এই তিন সূচককে ভিত্তি ধরে ৯টি প্রতিষ্ঠানকে অব্যবহারযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 'ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ ২০২৫'- এর আওতায় প্রতিষ্ঠানগুলো অবসায়নের (লিকুইডেট) উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার মতে, এতে স্বল্পমেয়াদে উদ্বেগ তৈরি হলেও দীর্ঘমেয়াদে এটি খাতের সুস্থতার জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলোড় পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, আভিভা ফাইন্যান্স, এফএএস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট, ফারইস্ট ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট, বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি (বিআইএফসি), প্রিমিয়ার লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানি এবং প্রাইম ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড। ২০২৫ সাল বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের জন্য ছিল একদিকে গভীর সংকটের বছর, অন্যদিকে সংস্কার ও পুনর্গঠনের প্রচেষ্টার সূচনা। ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা পুরো অর্থনীতির জন্যই অপরিহার্য। তাই বিধ্বস্ত এই খাতকে টেনে তুলতে যে উদ্যোগগুলো নেওয়া হয়েছে, সেগুলো ধারাবাহিক ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তভাবে বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে একটি স্থিতিশীল, আস্থাভাজন ব্যাংকিং খাত গড়ে ওঠার আশা করা যায়। তাই এর সংস্কার ও উন্নয়নে সমন্বিত প্রয়াস প্রয়োজন।

১১৯ আসনে জাতীয়

পার্টির সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট কাজী ফিরোজ রশিদ ও জোটের প্রধান সমন্বয়ক গোলাম সারোয়ার মিলন। ঘোষিত প্রার্থীদের মধ্যে জাতীয় পার্টি ও ফ্রন্টের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ (চট্টগ্রাম-৫), আনোয়ার হোসেন মঞ্জু (ফিরোজপুর-২), এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার (পটুয়াখালী-১), অ্যাডভোকেট কাজী ফিরোজ রশিদ (ঢাকা-১০), অ্যাডভোকেট মুজিবুল হক চুন্নু (কিশোরগঞ্জ-৩), জেপির মহাসচিব শেখ শহিদুল ইসলাম (মাদারীপুর-৩), জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়ক গোলাম সারোয়ার মিলন (মানিকগঞ্জ-২), সাবেক এমপি শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর (ফরিদপুর-২), নাসরিন জাহান রতনা (বরিশাল-৬), শফিকুল ইসলাম সেন্টু (ঢাকা-১৩), লিয়াকত হোসেন খোকা (নারায়নগঞ্জ-৩), জহিরুল ইসলাম জহির (টাঙ্গাইল-৭), মোস্তফা আল মাহমুদ (জামালপুর-২), সৈয়দ দিদার বখত (সাতক্ষিরা-১), ফকরুল ইমাম (ময়মনসিংহ-৮), জিয়াউল হক মৃধা (ব্রাক্ষনবাড়িয়া-২) ও জাতীয় ইসলামী জোটের চেয়ারম্যান আবু নাসের অহেদ ফারুক (নোয়াখালী-১)।

কনটেইনার ও কার্গো

আগের বছরের তুলনায় নতুন রেকর্ড হয়েছে। এরই মধ্যে চার হাজারের বেশি জাহাজ হ্যান্ডলিং করা হয়েছে। কার্গোর ক্ষেত্রে ১৩ কোটি ২৭ লাখ ৫ হাজার মেট্রিক টন বাল্ক পণ্য এবং ৩৩ লাখের বেশি কনটেইনার হ্যান্ডলিং সম্পন্ন হয়েছে। অর্থবছর শেষে এই সংখ্যা ৩৪ লাখ কনটেইনারে পৌঁছাবে। এই সাফল্যের পেছনে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন বড় ভূমিকা রেখেছে উল্লেখ করে তিনি আরও জানান, বন্দরের গেট ও পিয়ারসাইড অপারেশন অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। কাস্টমসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সমন্বয় করে ইয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা দূর করে উদ্ভাবনী উদ্যোগ নেয়ার ফলেই এই নতুন মাইলফলক স্পর্শ করা সম্ভব হয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের পাশাপাশি দেশের ২১টি বেসরকারি অফডকও বছর শেষ হওয়ার আগেই কনটেইনার ও বাল্ক কার্গো হ্যান্ডলিংয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এসব অফডকে বছর শেষে রফতানিতে প্রায় ৬ দশমিক ৪ শতাংশ এবং আমদানিতে প্রায় ১৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিকডার মহাসচিব রুহুল আমিন সিকদার বিপ্লব বলেন, ২০২৪ সালের সঙ্গে তুলনা করলে ২০২৫ সালে চট্টগ্রাম বন্দর ও বেসরকারি অফডকগুলোকে নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হয়েছে। এর মধ্যে পরিবহন ধর্মঘট ও কাস্টমস কর্মকর্তাদের কর্মবিরতি উল্লেখযোগ্য। তবে এসব বাধা অতিক্রম করেই এগিয়ে চলছে আমদানি-রফতানি কার্যক্রম। তিনি আরও বলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও বাণিজ্যের ধারাবাহিকতার কারণে আমদানি ও রফতানি-উভয় ক্ষেত্রেই প্রবৃদ্ধি এসেছে। তবে রফতানির তুলনায় আমদানিতে প্রবৃদ্ধি বেশি হয়েছে, কারণ দেশের উন্নয়ন প্রকল্প ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে আমদানির পরিমাণ বেড়েছে। স্টেকহোল্ডারদের নিরলস প্রচেষ্টা ও দায়িত্বশীলতার ফলেই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে, প্রায় ৩৯ বছর পর ২০২৫ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের ট্যারিফ বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে গিয়ে নানা জটিলতার মুখে পড়তে হয়েছে। ব্যবহারকারীদের একটি অংশ বলছে, প্রতিযোগী দেশগুলোর বন্দরের তুলনায় চট্টগ্রাম বন্দর ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে। এ কারণে ট্যারিফ বাড়ানোর পাশাপাশি সেবার মান বাড়ানোর তাগিদ দিচ্ছেন তারা।

বিজিএমইএর প্রথম সহ-সভাপতি সেলিম রহমান বলেন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ভারত কিংবা ভিয়েতনামের তুলনায় চট্টগ্রাম বন্দরের খরচ বেশি। ব্যবহারকারীরা বেশি অর্থ পরিশোধ করলেও আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সেবার উন্নতি প্রত্যাশিত হারে হচ্ছে না। মূল্য বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সেবার মানে দৃশ্যমান উন্নয়ন প্রয়োজন। ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, দেশের আমদানিরফতানি বাণিজ্যের স্বার্থে চট্টগ্রাম বন্দরের নৌচ্যানেলে নিয়মিত ড্রেজিং এবং জেটিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে নাব্য সংকট কাটিয়ে অন্তত ১০ মিটার গভীরতার জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে জিসিবির মতো ইয়ার্ডে গ্যান্ট্রি ক্রেনসহ প্রয়োজনীয় আধুনিক সরঞ্জাম স্থাপন জরুরি।

রেডিয়্যান্ট শিপিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিকুল আলম জুয়েল বলেন, নাব্য সংকট নিরসনে ড্রেজিং কার্যক্রম নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যেতে হবে, যাতে বড় জাহাজ সহজে জেটিতে ভিড়তে পারে। পাশাপাশি জিসিপি ইয়ার্ডে যন্ত্রপাতির সংকটের কারণে অনেক সময় প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স পাওয়া যাচ্ছে। বন্দরের কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ রয়েছে। তাই যন্ত্রপাতি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণে ধারাবাহিক বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। যন্ত্রপাতির ঘাটতি দূর করা গেলে ২০২৬ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর বর্তমান সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে আরও শক্ত অবস্থানে পৌঁছাবে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বন্দরের সুনাম আরও বাড়বে বলেও আশা প্রকাশ করেন শফিকুল আলম জুয়েল। দেশের আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের প্রায় ৯৩ শতাংশই সম্পন্ন হয় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে। বছরে এর আর্থিক পরিমাণ দুই লাখ কোটি টাকারও বেশি। আন্তর্জাতিক শিপিং সাময়িকী লয়েড লিস্টের হিসাবে, বিশ্বের ব্যস্ততম একশটি বন্দরের তালিকায় চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান ৬৮তম।

বগুড়ায় ব্যবসায়ীকে

করে। তার নাক-মুখ স্কচটেপ দিয়ে পেঁচানো ছিল। নিহত পিন্টু আকন্দ নওগাঁ জেলার রানীনগর উপজেলার লৌহচড়া গ্রামের মৃত আয়েজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি দুপচাচিয়া বাজার এলাকায় চার বছর ধরে বসবাস করেন এবং তার শ্যালক বাবু ও ইলাহীর মালিকানাধীন লোটো শো রুমের ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করতেন। স্থানীয়রা জানান, গত সোমবার রাত সোয়া ৯টার দিকে সাদা রঙয়ের একটি মাইক্রোবাস দুপচাচিয়া উপজেলা পরিষদ রোডে খন্দকার মার্কেটের সামনে থামে। মাইক্রোবাস থেকে তিন/চারজন ব্যক্তি নেমে লোটো শো- রুমে প্রবেশ করে মধ্যেই পিন্টু আকন্দকে টেনে হিঁচড়ে মাইক্রোবাসে তুলে তালোড়ার দিকে নিয়ে যায়। মাইক্রোবাসের মালিক মশিউর রহমান পান্না জানান, গত সোমবার বিকেলে ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে রাজশাহীতে আসামি ধরতে যাওয়ার কথা বলে দুপচাচিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তার গাড়িটি ভাড়া করা হয়। সন্ধ্যা ৬টার পর ডিবি পুলিশ পরিচয় দেওয়া পাঁচ/ছয়জন দুপচাচিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে মাইক্রোবাসে উঠে সান্তাহার যান। মাইক্রোবাসের মালিক আরও বলেন, গাড়িটি ভাড়া নেওয়ার পর থেকে আমি জিপিএস'র মাধ্যমে গাড়িটির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে থাকি এবং সার্বক্ষণিক চালকের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ রাখি। মাইক্রোবাসটি সান্তাহার থেকে আবারও দুপচাচিয়া ফিরে এলে চালককে ফোন করলে তিনি জানান, রাজশাজী যাওয়া বাতিল হয়েছে তালোড়াতে আসামি ধরতে যাবে এর আগে দুপচাচিয়া থানা থেকে দুইজন পুলিশ সদস্য গাড়িতে উঠবেন। রাত ১০টার দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মাইক্রোবাসে এক ব্যবসায়ীকে অপহরণের দৃশ দেখতে পাই। এরপর জিপিএসএর মাধ্যমে দেখি আমার মাইক্রোবাসটি তালোড়া হয়ে, নন্দীগ্রাম থানা এলাকা ঘুরে সিংড়া উপজেলার কালিগঞ্জ হয়ে নওগাঁর রানীনগর এলাকা ঘুরে সান্তাহার আসে। সেখান থেকে আদমদিঘী উপজেলার ছাতিয়ানগ্রামে গাড়িটি অবস্থান করছে। এসময় চালককে বারবার ফোন করা হলে তিনি রিসিভ করেননি। ফলে দুপচাচিয়া থানায় ফোন করে ঘটনাটি জানালে থানার ডিউটি অফিসার জানান, দুপচাচিয়া থানা থেকে কোনো অপহরণের ঘটনা তাদের জানা নেই। কিন্তু গাড়ির গতিবিধি সন্দেহজনক এবং চালক ফোন রিসিভ না করায় রাত ১১টার দিকে তিনি জিপিএসএর মাধ্যমে গাড়িটি বন্ধ করে দিয়ে দুপচাচিয়া থানা পুলিশকে ঘটনাটি বিস্তারিত জানান।

সালমানকে কেন ‘দুষ্টু, বিরক্তিকর’ বললেন মাধুরী?

বিনোদন ডেস্ক

বলিউডের ‘ধকধক গার্ল’ মাধুরী দীক্ষিতে মুগ্ধ হননি এমন দর্শক খুঁজে পাওয়াই মুশকিল! তার রূপ, অভিনয় আর ঝড় তোলা নাচ ভোলার মতো নয়। প্রায় তিন দশক আগে সালমান খানের সঙ্গে ‘হাম আপকে হ্যায় কৌন’ সিনেমায় অভিনয় করেন মাধুরী। সিনেমাটির শুটিংয়ের সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সালমান খানকে ‘দুষ্টু’ ও ‘বিরক্তিকর’ বলে মন্তব্য করেছেন এই অভিনেত্রী।

জুম-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মাধুরী দীক্ষিত বলেন, “সালমান খুব দুষ্টু হতে পারে। কখনো কখনো তাকে বিরক্তিকর লাগতে পারে। যেমন: ‘তুমি এখন কেন বিরক্ত করছো, একটা গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য চলছে!’ কিন্তু এসবকিছুই আমাদের দু’জনের মধ্যে একটা ‘দুষ্টু সম্পর্ক’ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। আমরা এগুলো করতে পেরেছিলাম। কারণ আমাদের মধ্যে দারুণ বোঝাপড়া ছিল।” খানিকটা ব্যাখ্যা করে মাধুরী দীক্ষিত বলেন, “সবসময় ফোনে কথা বলতে হবে বা যোগাযোগ রাখতে হবে- এমনটা নয়। কিন্তু যখনই আমরা দেখা করি, তখন সেখানে উষ্ণতা থাকে, সম্মান থাকে, একে অপরের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা থাকে। আমরা একসঙ্গে খুব ভালো কাজ করেছি।”

কয়েক বছর আগে এক সাক্ষাৎকারে সালমান খানকে নিয়ে মাধুরী দীক্ষিত বলেছিলেন- “শুটিংয়ের সময়ে সালমান খুব চুপচাপ থাকে। কিন্তু আদপে ও ভীষণ দুষ্টু।

নানারকম দুষ্টু বুদ্ধি খেলতে থাকে ওর মাথায়। কেতাদুরস্ত এক মানুষ সালমান খান।” ‘হাম আপকে হ্যায় কৌন’ ছাড়াও ‘সাজন’, ‘হাম তুমহারে হ্যায় সনম’ সিনেমায় একসঙ্গে অভিনয় করেছেন সালমান খান ও মাধুরী। সালমান খানের পরবর্তী সিনেমা ‘দ্য ব্যাটল অব গালওয়ান’। ২০২০ সালের জুনে সংগঠিত সালওয়ান উপত্যকায় ভারত ও চীনা সৈন্যদের বিরোধের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে গল্প। কর্নেল বিকুমা সন্তোষ বাবুর চরিত্রে অভিনয় করছেন সালমান। এজন্য শারীরিকভাবে নানা পরিবর্তনও করেছেন এই অভিনেতা। এটি পরিচালনা করছেন অপূর্ব লাখিয়া।

মাধুরী অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘ভুল ভুলাইয়া থ্রি’। আনিস বাজমি নির্মিত এ সিনেমা ২০২৪ সালের ১ নভেম্বর মুক্তি পায়। বক্স অফিসে দারুণ সাড়া ফেলেছিল এটি। চলতি বছরে তার কোনো সিনেমা মুক্তি পায়নি। ‘মা বেহেন’ নামে একটি সিনেমার কাজ হাতে নিয়েছেন এই অভিনেত্রী। ২০২৬ সালে এটি মুক্তির কথা রয়েছে।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি মানুষ যেন শান্তিতে থাকে : দেব

বিনোদন ডেস্ক

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির মৃত্যুর পর আক্রান্ত হয়েছে দৈনিক প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট ও উদীচী। আন্তর্জাতিক মিডিয়াতেও গুরুত্বের সঙ্গে এ বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে ভারতীয় গণমাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের তারকারা উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছেন। এ তালিকায় রয়েছেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক, অভিনেতা চিরঞ্জিৎ প্রমুখ। এবার বিষয়টি নিয়ে নিজের ভাবনার কথা জানালেন টলিউড অভিনেতা, তৃণমূলের সংসদ সদস্য দেব। ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে দেব বলেন, “ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি মানুষ যেন শান্তিতে থাকে। তা সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক কিংবা খ্রিষ্টধর্মের হোক না কেন! গোটা পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ চলছে। অর্ধেক টাকা দিয়ে অস্ত্র কিনতে হচ্ছে। কারণ দেশকে বাঁচাতে হবে।” দৈনিক প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ছায়ানট ও উদীচীতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে দেব বলেন, “মাঝে মাঝে ভয় লাগে। খবর দেখলে মনে হয়, এখানেও যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। মনে হচ্ছে, ভারত-বাংলাদেশ, ভারত-পাকিস্তান বা ভারত-চীনের যুদ্ধ লেগে যাবে। কিন্তু এটা কাম্য নয়। আমি চাই, সবাই শান্তিতে থাকুন। সবাই ভালো থাকুন।” খানিকটা ব্যাখ্যা করে দেব বলেন, আসলে তো দু’বেলার খাবার, আর মাথায় একটা ছাদ।

আগের ফর্মে ফেরত আসলাম : মিষ্টি জান্নাত

বিনোদন ডেস্ক

ঢাকাই চলচ্চিত্রের আলোচিত ও সমালোচিত নাম মিষ্টি জান্নাত। পর্দায় অভিনয়ের চেয়ে ব্যক্তিগত জীবন আর সোজাসাপ্টা মন্তব্যের কারণেই বেশি খবরের শিরোনামে থাকেন এই চিত্রনায়িকা। এবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিস্ফোরক এক পোস্ট দিয়ে ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছেন তিনি। মিষ্টি জান্নাত মনে করেন, বর্তমান সমাজে ভদ্র আচরণের কোনো কদর নেই। ক্ষোভ প্রকাশ করে নিজের পেজে তিনি লিখেছেন, ‘ভদ্র ব্যবহারের কোনো মূল্য নেই এই সমাজে, তাই আবার আগের ফর্মে ফেরত আসলাম।’ হঠাৎ কেন মিষ্টির এই মেজাজ বদল, তা নিয়ে অনুসারীদের মনে কৌতূহল দেখা দিলেও নেটিজেনদের বড় একটি অংশ তার এই মন্তব্যের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। অনেকে তার পোস্টের কমেন্ট বক্সে সমর্থন জানিয়ে লিখেছেন, ‘একদম ঠিক কথা বলেছেন’ কিংবা ‘সঠিক সিদ্ধান্ত’।

এর আগে অন্য এক বার্তায় মিষ্টি জান্নাত তার ক্যারিয়ার ও পেশাদারত্ব নিয়ে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, সিনেমার ছোট কোনো চরিত্রে কাজ করে অসম্মানিত হওয়ার চেয়ে সম্মান বজায় রেখে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়াটাই প্রকৃত সাহসিকতা। কাজ কম করলেও নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে নারাজ এই অভিনেত্রী।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে ‘লাভ স্টেশন’ সিনেমার মাধ্যমে রুপালি পর্দায় অভিষেক হওয়া এই নায়িকা বর্তমানে অভিনয়ের পাশাপাশি দন্তচিকিৎসক হিসেবেও পরিচিত। তবে প্রায়শই তার করা বিভিন্ন মন্তব্য বিনোদন পাড়ায় বিতর্কের জন্ম দেয়। এবার ‘ভদ্রতার মূল্য নেই’ বলে তিনি ঠিক কী ইঙ্গিত দিলেন, তা নিয়েই এখন চলছে জল্পনা।

সিনেমার প্রযোজক সুকুমার মারা গেছেন

বিনোদন ডেস্ক

‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ সিনেমার সুবাদে ঢাকাই চলচ্চিত্র পেয়েছে দুই তারকা অভিনয়শিল্পী সালমান শাহ ও মৌসুমীকে। আনন্দমেলা সিনেমা লিমিটেডের ব্যানারে তৈরি এই সিনেমার অন্যতম প্রযোজক সুকুমার রঞ্জন ঘোষ মারা গেছেন। গত সোমবার ভোরে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। চলচ্চিত্র পরিচালক গাজী মাহবুব গণমাধ্যমে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে পারকিনসন রোগে ভুগছিলেন সুকুমার রঞ্জন ঘোষ। ধানমন্ডির বাসায় অবস্থানকালে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্যও ছিলেন সুকুমার রঞ্জন ঘোষ। এফবিসিসিআইয়ের সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিবেশক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। চলচ্চিত্রশিল্পে তার অবদান ছিল অনন্য ও স্মরণীয়। চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিবেশক সমিতি মনে করছে, তার মৃত্যুতে দেশের চলচ্চিত্রশিল্পে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রার্থী হওয়ায় হত্যার হুমকি

নিরাপত্তার জন্য গানম্যান চান হিরো আলম

বিনোদন প্রতিবেদক

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন জনপ্রিয় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম। এরপর থেকে তাকে হত্যার হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তিনি। সেইসঙ্গে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন করতে যাচ্ছেন শিগগিরই। তিনি নিরাপত্তার জন্য একজন গানম্যান চেয়ে আবেদন করবেন।

হিরো আলম জানান, নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত এবং বিষয়টি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই তাকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে তাকে। এতে তিনি ও তার পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সে কারণে প্রধান উপদেষ্টার নিকট একজন নিরাপত্তাকর্মী (গানম্যান) চেয়ে অনুরোধ করে আবেদন করবেন তিনি। পাশাপাশি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন হিরো আলম। গেল মাসে জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেয়ার ঘোষণা দেন হিরো আলম। তবে কোন দল থেকে তিনি প্রার্থী হবেন সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। তিনি চান স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে।

এদিকে ৪টি দল থেকে প্রার্থী হওয়ারও প্রস্তাব পেয়েছেন তিনি। হিরো আলম বলেন, ‘স্বতন্ত্র হিসেবে আমি কয়েকবার নির্বাচন করেছি। এবার কিছু রাজনৈতিক দল আমাকে তাদের প্রতীকে নির্বাচন করার প্রস্তাব দিয়েছে। তাই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবছি। তবে কোন দল থেকে নির্বাচন করব এটা এখনই বলতে চাই না। সময় হলে জানাবো।’ কোন কোন দল যোগাযোগ করেছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি যে চারটি দলের নাম উল্লেখ করেন সেগুলো হলো- গণঅধিকার পরিষদ, আমজনতার দল, বাংলাদেশ লেবার পার্টি ও বাংলাদেশ শ্রমজীবী পার্টি। হিরো আলম বলেন, দল যেটিই হোক, আমার মূল লক্ষ্য জনগণের জন্য কাজ করা।

সুখ-দুঃখের কথা বলে ‘পালংয়ের হতা’

বিনোদন প্রতিবেদক

চারশতম পর্বে পা দিয়েছে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় মানুষের কণ্ঠ তুলে ধরা জনপ্রিয় কমিউনিটি ইনফোটেইনমেন্ট অনুষ্ঠান ‘পালংয়ের হতা’ (ভয়েস অব পালং)। গত সোমবার এ উপলক্ষে বিশেষ উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন দুপুর ১টায় উখিয়ার কুতুপালংয়ের একটি খামারবাড়িতে এই আনন্দ আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডয়েচে ভেলে একাডেমির প্রজেক্ট অফিসার ও ট্রেইনার মাফিয়া মুক্তা, প্রডিউসার জিসান পাল, ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশনের (ইপসা) উপ-পরিচালক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক যীশু বড়ুয়া, কক্সবাজার ফোকাল পার্সন মোহাম্মদ হারুন, ফিন্যান্স অ্যান্ড এডমিন অফিসার মোহাম্মদ মোরশেদুল হক এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক শিহাব জিশান।

এতে অংশ নেয় পালংয়ের হতার শ্রোতারাও। এ অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, “পালংয়ের হতা’ শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, এটি কুতুপালং রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির ও আশপাশের হোস্ট কমিউনিটির মানুষের জন্য একটি যৌথ তথ্য ও যোগাযোগের প্ল্যাটফর্ম। এই উদ্যোগটি দুই কমিউনিটির মানুষের অংশগ্রহণমূলক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবিকা, পরিবেশ, সামাজিক সহাবস্থান ও মানবিক সহায়তা সংক্রান্ত তথ্য সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয় এই আয়োজনে। এতে উঠে আসে দুই কমিউনিটির মানুষের সুখ-দুঃখের কথা।”

অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক বোঝাপড়া জোরদার হয়েছে বলে দাবি করেন অনুষ্ঠানে বক্তারা। তাদের ভাষ্য, “এই রেডিও অনুষ্ঠানের অন্যতম শক্তি হলো শরণার্থী ও স্থানীয় মানুষের সরাসরি অংশগ্রহণ। নিজেদের গল্প, সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা নিজেরাই বলার সুযোগ পাওয়ায় শ্রোতাদের মধ্যে বিশ্বাস ও সংযোগ তৈরি হয়েছে। এতে একদিকে যেমন জীবনরক্ষাকারী তথ্য পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে, অন্যদিকে সামাজিক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক বোঝাপড়াও জোরদার হয়েছে।” আনন্দ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন ফলিয়াপাড়া এলাকার আবদুল হামিদ। তিনি বলেন, “পালংয়ের হতার চারশ পর্বের এই অর্জন প্রমাণ করে সঠিক প্ল্যাটফর্ম পেলে প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে।” চারশতম পর্ব উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভবিষ্যতে পালংয়ের হতার কনটেন্ট আরো বৈচিত্র্যময় করা, তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং কমিউনিটি সাংবাদিকতা শক্তিশালী করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

‘ইত্যাদি’ এবার প্রাচীন জনপদ চুয়াডাঙ্গায়

বিনোদন প্রতিবেদক

জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’র এবারের পর্ব ধারণ করা হয়েছে ইতিহাস-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ প্রাচীন জনপদ চুয়াডাঙ্গায়। মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে তৈরি শতাধিক বছরের প্রাচীন হাজারদুয়ারি নামে খ্যাত ঐতিহ্যবাহী স্কুল ‘নাটুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়’ প্রাঙ্গণে। এবারের পর্ব ধারণ উপলক্ষে পুরো চুয়াডাঙ্গা জুড়েই ছিল উৎসবের আমেজ।

এবারের পর্বে গান রয়েছে দুটি। একটি গেয়েছেন চুয়াডাঙ্গার সন্তান লোকসংগীত শিল্পী বিউটি ও পান্থ কানাই। গানটির কথা লিখেছেন মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান আর সংগৃহীত সুরে সংগীতায়োজন করেছেন মেহেদী। অনুষ্ঠানের শুরুতেই চুয়াডাঙ্গার কৃষ্টিকথা ও ইতিহাসগাঁথা নিয়ে থাকছে শাহ আলম সনির কথায় একটি পরিচিতিমূলক গানের সঙ্গে নৃত্য। গানটির সুর করেছেন হানিফ সংকেত এবং সংগীতায়োজন করেছেন মেহেদী। পরিবেশন করেছেন স্থানীয় নৃত্যশিল্পীরা। নাচটির কোরিওগ্রাফি করেছে এস কে জাহিদ, কণ্ঠ দিয়েছেন রাজিব ও তানজিনা রুমা।

দর্শকপর্বের নিয়ম অনুযায়ী ধারণস্থান চুয়াডাঙ্গাকে ঘিরে করা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থিত দর্শকের মাঝখান থেকে ৪ জন দর্শক নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত দর্শকদের দিয়ে চিঠি ও রেললাইন নিয়ে বহুশ্রুত হৃদয়ছোঁয়া কয়েকটি জনপ্রিয় গান নিয়ে উপভোগ্য এই পর্বটি সাজানো হয়।

শিকড় সন্ধানী ‘ইত্যাদি’ সবসময়ই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জনকল্যাণে নিবেদিত মানুষদের তুলে ধরার পাশাপাশি এসব অঞ্চলের অচেনা-অজানা বিষয় ও তথ্যভিত্তিক শিক্ষামূলক প্রতিবেদন প্রচার করে আসছে। আর সেই ধারাবাহিকতায় এবারের পর্বেও রয়েছে কয়েকটি অনবদ্য প্রতিবেদন। রয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্যসহ এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান-স্থাপনার ওপর একটি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন। ‘বন্য প্রাণী ও পাখির গ্রাম’ হিসেবে পরিচিত চুয়াডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের পাখি প্রেমিক তরুণ বখতিয়ার হামিদ ও তার কাজ নিয়ে একটি প্রতিবেদন করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট বা ছাগল। যা বিশ্বের অন্যতম সেরা জাত। এর ওপরে রয়েছে একটি তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন। ফল-ফসলের জেলা চুয়াডাঙ্গার চারটি উপজেলায় অনেক তরুণের হাত দিয়ে নতুন দিনের কৃষির সূচনা ঘটছে। এখানকার ফল-ফসলের আদ্যোপান্ত নিয়ে রয়েছে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। রয়েছে জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত কাশিপুর জমিদার বাড়ি এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি ঘেরা আটচালা ঘরের ওপর একটি ব্যতিক্রমী প্রতিবেদন। চুয়াডাঙ্গা জেলায় রয়েছে হাজার হাজার খেজুর গাছ ও বাগান।

এবারে বিদেশি প্রতিবেদনে দেখানো হবে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর লস অ্যাঞ্জেলেসের হলিউড বুলেভার্ড সড়কে অবস্থিত ডলবি থিয়েটারের সামনের ওয়াক অফ ফেইম। ‘ইত্যাদি’র নিয়মিত আয়োজন চিঠিপত্র পর্বে উঠে এসেছে চুয়াডাঙ্গার একজন ব্যতিক্রমী ছড়াকারের গল্প। এছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু সামাজিক অসংগতিনির্ভর তির্যক নাট্যাংশ। দানের নামে ফটোসেশন, সংসারের ভারে স্বপ্নভঙ্গ, মিষ্টি নিয়ে অনাসৃষ্টি, ইংরেজির দাপটে অসহায় বাংলা ভাষা, বোঝা না বোঝার বোঝা, স্টাইলিশ আইকনের বিপত্তি, বিজ্ঞাপন যন্ত্রণা, ভালো মন্দের দ্বন্দ্ব, লোম বাছতে কম্বল উজাড়সহ বেশ কয়েকটি নাট্যাংশ।

এবারের ‘ইত্যাদি’তে উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হলেন- সোলায়মান খোকা, সুভাশিষ ভৌমিক, জিল্লুর রহমান, আবদুল্লাহ রানা, আব্দুল আজিজ, আমিন আজাদ, কাজী আসাদ, মুকিত জাকারিয়া, আনোয়ার শাহী, শাহেদ আলী, জামিল হোসেন, আনন্দ খালেদ, আশরাফুল আলম সোহাগ, তারিক স্বপন প্রমুখ।

ইমনের প্রশ্ন

‘সমাজ কি আমায় মেনে নেবে?’

বিনোদন ডেস্ক

ওপার বাংলার সংগীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী বরাবরই স্পষ্টভাষী। নিজের জীবনের আনন্দ, বিষাদ কিংবা একান্ত ভালোলাগার মুহূর্তগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে দ্বিধাবোধ করেন না তিনি। তবে সম্প্রতি তার একটি মন্তব্য নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেছে নেটদুনিয়ায়। এক ভিডিও বার্তায় গায়িকাকে প্রশ্ন করতে শোনা যায়, ‘জানি না এই সমাজ আমায় মেনে নেবে কি না।’

হঠাৎ কী এমন হলো যে সমাজ মেনে নেওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী এই শিল্পী? ইমনের এমন প্রশ্নে নেটিজেনদের মনে কৌতুহল বাঁধতে শুরু করে। তবে পুরো ভিডিওটি দেখার পর মিলল সেই রহস্যের উত্তর। মূলত কোনো গাম্ভীর্য নয়, বরং কনকনে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতেই মজার ছলে এমন প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি ‘প্রজাপতি ২’-এর ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন ইমন। যাত্রাপথে গাড়ির ভেতরে শীতের দাপটে নাজেহাল অবস্থা তার। পরনে ভারী জ্যাকেট, গলায় মাফলার আর চোখে লাল চশমা সব মিলিয়ে শীতের প্রকোপ থেকে নিজেকে বাঁচাতে রীতিমতো যুদ্ধ করছেন তিনি।

ভিডিওতে তাকে কাঁপতে কাঁপতে বলতে শোনা যায়, ‘মুশকিলটা হচ্ছে আমার একদম ঠান্ডা ভালো লাগে না।’ যেখানে শীতকাল অনেকের কাছেই বছরের প্রিয় ঋতু কিংবা উদযাপনের সময়, সেখানে ইমনের এই ‘শীত-ভীতি’ তাকে বাকিদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। আর সেই সূত্র ধরেই মজার ছলে গায়িকা প্রশ্ন তুলেছেন, শীত অপছন্দ করার কারণে সমাজ তাকে বর্জন করবে কি না। ইমনের এই খুনসুটি মাখা ভিডিওতে ভক্তরা নানা মন্তব্য করেছেন। কেউ তার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে জানিয়েছেন শীত তাদেরও দুশমন, আবার কেউ কেউ মিষ্টি রোদে শীত উপভোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। সব মিলিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইমনের এই ‘শীত-বিলাপ’ এখন বেশ চর্চায়।

খেলাপি ঋণ সংকট

সমাধানে কাঠামোগত সংস্কার জরুরি

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে দীর্ঘদিনের স্থবিরতা ও অস্বচ্ছতার ফল হিসেবে খেলাপি ঋণ আজ জটিল এক সংকটে রূপ নিয়েছে। নীতি-সহায়তার আড়ালে ঋণ নিয়মিত দেখানোর সুযোগ বন্ধ হওয়ার পর বাস্তব পরিস্থিতি স্পষ্ট হওয়ায় খেলাপি ঋণের পরিমাণ হঠাৎ করেই সাড়ে ছয় লাখ কোটি টাকায় উঠে এসেছে। এ অবস্থা শুধু আর্থিক খাত নয়, পুরো অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্যও বড় চাপ তৈরি করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে শুধু এপ্রিল থেকে জুন-এই তিন মাসেই ব্যাংকগুলো প্রায় ১৪ হাজার ৬৫২টি মামলা করেছে, যার সঙ্গে জড়িত অর্থের পরিমাণ ৯৭ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি। বর্তমানে মোট মামলায় ঝুলে থাকা অর্থ ৪ লাখ ৭ হাজার ৪৩৫ কোটি টাকা, যা বিগত মার্চের তুলনায় প্রায় ৮৬ হাজার কোটি টাকা বেশি। পরিসংখ্যান ইঙ্গিত দিচ্ছে-ব্যাংকগুলো আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় খেলাপি ঋণ আদায়ে বেশি তৎপর হলেও, সমস্যার গভীরতা আরও স্পষ্ট হচ্ছে। অর্থঋণ আদালতের সংখ্যা চার থেকে সাতটিতে বাড়ানো একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত। ফলে গত তিন মাসে ১১ হাজার ৯৪৪টি মামলা নিষ্পত্তি এবং ২ হাজার ৯১০ কোটি টাকা আদায় সম্ভব হয়েছে, যা গত প্রান্তিকের তুলনায় উন্নতি। তবে মামলার তুলনায় নিষ্পত্তির হার এখনো খুবই কম, এবং এর ফলে কোটি কোটি টাকা দীর্ঘদিন আটকে থাকার ঝুঁকি তৈরি হয়-যা ব্যাংকের হিসাব, তারল্য ও ঋণপ্রবাহকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সরকার অর্থঋণ আদালত আইনে কঠোরতা যুক্ত করে মামলাজট কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে। ঋণগ্রহীতার নামে-বেনামে থাকা সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও বিক্রির সুযোগ, আপিল বা রিভিউর আগে ঋণের বড় অংশ জমা দেওয়ার শর্ত-এসব প্রস্তাব ঋণ আদায়ের প্রক্রিয়াকে দ্রুত করতে পারে। তবে এসব কঠোরতা কার্যকর করতে প্রয়োজন প্রশাসনিক সক্ষমতা, স্বচ্ছতা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বৃহত্তর সমন্বয়। ব্যাংকগুলো যে বিপুল অর্থ রিট এবং আদালত-সংক্রান্ত জটিলতায় আটকে আছে, তা অর্থনীতির ওপর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অচল মূলধন নতুন বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করে, যা কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতার ওপরও প্রভাব ফেলে। এ কারণে হাইকোর্ট বিভাগে রিট দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে, মাত্র ২ শতাংশ ডাউন পেমেন্টে ১০ বছর মেয়াদি বিশেষ পুনঃতফসিল সুবিধার আবেদন সংখ্যা যেভাবে বেড়েছে-এটিও উদ্বেগজনক। শীর্ষ ২০ ব্যবসায়ী গ্রুপের কাছ থেকে এক লাখ কোটি টাকার বেশি পুনঃতফসিল চাওয়া দেখায়, বড় ঋণগ্রহীতাদের ওপর ঝুঁকি কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুনঃতফসিল অবশ্যই করা উচিত, তবে তা যেন প্রকৃত অসুবিধায় পড়া প্রতিষ্ঠান ও সৎ ঋণগ্রহীতার জন্য হয়-এ বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের পুনরুদ্ধারের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নীতিনির্ধারণ। খেলাপি ঋণ সংকট শুধু মামলার সংখ্যা বা টাকার অঙ্কে সীমাবদ্ধ নয়-এটি অর্থনীতির বিশ্বাসযোগ্যতা ও ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতার প্রশ্ন।

মূল্যস্ফীতির চাপ কমলেও স্বস্তি এখনও দূরে

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি দীর্ঘদিন ধরেই একটি বড় চ্যালেঞ্জ। চলতি বছরের নভেম্বর মাসে সামান্য ঊর্ধ্বগতিতে এটি দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ২৯ শতাংশে, যা আগের মাসের তুলনায় কিছুটা বেশি। তবে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় মূল্যস্ফীতি কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে-এক বছর আগে এটি ছিল ১১ দশমিক ৩৮ শতাংশ। এই তুলনা জানান দেয়, স্বল্পমেয়াদে চাপ বাড়লেও দীর্ঘমেয়াদে কিছুটা স্থিতি ফিরে এসেছে অর্থনীতিতে। নভেম্বরের খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত খাতের চিত্র বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি বেড়ে হয়েছে ৭ দশমিক ৩৬ শতাংশ, যা নির্দেশ করে নিত্যপণ্যের বাজারে এখনও অস্থিরতা রয়ে গেছে। অপরদিকে খাদ্যবহির্ভূত খাতে সামান্য হ্রাস সত্ত্বেও ৯ শতাংশের ওপরে মূল্যস্ফীতি জীবনযাত্রার ব্যয়ে চাপ অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত দেয়। গ্রামীণ ও শহুরে উভয় এলাকায় মূল্যস্ফীতি বেড়েছে, যদিও শহরে হার কিছুটা বেশি। এটি স্পষ্ট করে যে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জটি একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়; বরং দেশের সর্বত্র বাজার অস্থিরতার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। গড় মূল্যস্ফীতির (মুভিং অ্যাভারেজ) চিত্র আরও গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ, যা আগের সময়ের তুলনায় কম। এই প্রবণতা ইঙ্গিত দেয় যে সরকারের নীতি পদক্ষেপ এবং বিশ্ববাজারের কিছু স্থিতি সামগ্রিকভাবে মূল্যচাপ কমাতে ভূমিকা রাখছে। তবে প্রায় ৯ শতাংশ গড় মূল্যস্ফীতি এখনও নীতিনির্ধারকদের জন্য সতর্কসংকেত হিসেবে বিবেচ্য। অন্যদিকে মজুরি বৃদ্ধির হারও অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সূচক। নভেম্বরে জাতীয় পর্যায়ে মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে ৮ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ, যা মূল্যস্ফীতির কাছাকাছি। ফলে প্রকৃত মজুরির দিক থেকে শ্রমজীবী মানুষের ক্রয়ক্ষমতায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটছে-এমন দাবি করা কঠিন। কৃষি, শিল্প ও সেবা-তিন খাতেই মজুরি বৃদ্ধি স্থিতিশীল থাকলেও মূল্যস্ফীতিকে ছাড়িয়ে যেতে না পারায় জীবনযাত্রার ব্যয় জনগণের ওপরই অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে। এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন বহুমুখী পদক্ষেপ। বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি, মধ্যস্বত্বভোগী নিয়ন্ত্রণ, আমদানি-ব্যয় দক্ষতা এবং উৎপাদন খাতে প্রণোদনা-সবকিছুই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে ন্যূনতম মজুরি কাঠামো পর্যালোচনা এবং শ্রমজীবী মানুষের আয় রক্ষায় নীতিগত সহায়তা জরুরি হয়ে উঠেছে। মূল্যস্ফীতি হার সামগ্রিকভাবে কমার যে ইঙ্গিত মিলছে, তা অবশ্যই ইতিবাচক।

পুনর্জাগরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে পদ্মা

হেমন্ত শেষ হতে না হতেই শীতের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দেশ। এমন সময়ে পদ্মার যে চিত্র সামনে এসেছে, তা বহু বছর পর এক ভিন্ন বার্তা বহন করে। সাধারণত এ মৌসুমে নদীর জল কমে আসে; কিন্তু এ বছর পদ্মা তার ব্যতিক্রমী রূপ দেখিয়েছে। দীর্ঘ সময় পানি থাকার ফলে নদীর প্রাণপ্রবাহ যেমন শক্তিশালী হয়েছে, তেমনি বদলে গেছে আশপাশের ইকোসিস্টেম ও মানুষের জীবনযাত্রা। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যে থেকে জানা গেছে, রাজশাহীর জেলে মিজানুর রহমানের মুখে আবার হাসি। টানা ছয় মাস মাছ ধরা-এটি শুধু জীবিকা নয়, নদীর স্বাভাবিকতার লক্ষণও। ট্যাংরা, বোয়াল, আইড়সহ দেশি মাছের প্রাচুর্য প্রমাণ করে নদীর প্রজনন ক্ষেত্রগুলো এ বছর পুনরায় সক্রিয় হয়েছে। গবেষকদের মতে, উপরিউক্ত প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে প্রধানত ভারতের উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, নেপালসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের কারণে। জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি পানিপ্রবাহ নদীর আয়তন বাড়িয়েছে এবং জীববৈচিত্র্যকে ফিরিয়ে এনেছে। এর একটি বড় উদাহরণ-বিলুপ্ত হিসেবে ঘোষিত মিঠাপানির কুমিরের পদ্মায় পুনরাবির্ভাব। ঘটনাটি শুধু প্রতীকী নয়; এটি ইঙ্গিত দেয় নদী আবার তার স্বরূপের দিকে যাচ্ছে। গাঙ্গেয় ডলফিন, ঘড়িয়াল এবং দেশি প্রজাতির বহু প্রাণীর ফিরে আসার সম্ভাবনা তাই অমূলক নয়। তবে এই ইতিবাচক পরিবর্তনের সঙ্গে রয়েছে উল্লেখযোগ্য ক্ষতিও। অতিবৃষ্টি ও পানির ঢলে নদীভাঙন বেড়েছে, চরাঞ্চলের ব্যাপক ভূমি বিলীন হয়েছে। আগাম সবজি চাষ ব্যাহত হওয়ায় কৃষকের লোকসান স্পষ্ট। সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হলো সাপে কাটা রোগীর সংখ্যা-মাত্র ১১ মাসে রামেকে চিকিৎসা নিয়েছেন ১,৪৪৮ জন, নিহত ৫০ জন। দীর্ঘসময় পানিতে থাকার ফলে বন্যপ্রাণী মানুষের বাসস্থানের দিকে চলে আসা যে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়, এ বছর তার প্রকট উদাহরণ মিলেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য বলছে, বিগত দুই বছরের তুলনায় পদ্মায় সর্বনিম্ন পানির স্তরও এ বছর উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল। নদীতে পর্যাপ্ত পানি থাকায় খাল-বিলও জীবন্ত হয়েছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বৃদ্ধির সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এটিকে ভবিষ্যৎ কৃষির জন্য আশাব্যঞ্জক মনে করছেন।

জেনে শুনে বিষ পান করছি!

ড. হারুন রশীদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান আছে- ‘আমি, জেনে শুনে বিষ করেছি পান। প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ।’ এটি তার বিখ্যাত ‘মায়ার খেলা’ নাটক থেকে নেওয়া একটি গান, যেখানে প্রেমে পড়ে আত্মাহুতি দেওয়ার আকুতি, বিরহ আর তীব্র প্রেমের জ্বালা প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে প্রেমিক জেনে শুনেও বিষ পান করে এবং শুধু দূরে যেতে পারে না, বরং প্রেমিকার কাছে আত্মসমর্পণ করে সেই দহন সহ্য করে, কারণ যতই আঘাত পাক, ততই তার তৃষ্ণা বাড়ে। একই অবস্থা হয়েছে আমাদের বায়ু দূষণের কারণে। আমরা বাঁচার জন্য যে শ্বাস নিচ্ছি তা যেন বিষ পান করারই নামান্তর। কারণ এ অঞ্চলে প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ মানুষের অকাল মৃত্যু হচ্ছে বায়ু দূষণের কারণে। এ থেকে আমাদের সহজে মুক্তি নেই। আমরা জানছি, বুঝছি কিন্তু সহায় আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কিছুই যেন করার নেই।

বিশ্বব্যাংকের একটি যুগান্তকারী প্রতিবেদন দক্ষিণ এশিয়ার বায়ু দূষণ নিয়ে এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে। ‘আ ব্রেথ অব চেঞ্জ : সলিউশনস ফর ক্লিনার এয়ার ইন দ্য ইন্দো-গাঙ্গেয় প্লেইনস অ্যান্ড হিমালয়ান ফুটহিলস’ শীর্ষক এই প্রতিবেদনটি জানাচ্ছে, ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি ও হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলের (যেমন বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল ও পাকিস্তান) প্রায় ১০০ কোটি মানুষ প্রতিদিন অস্বাস্থ্যকর বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে।

এটি শুধু একটি জনস্বাস্থ্য সংকটই নয়, এটি একটি ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটও বটে। এই দূষণের কারণে প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ মানুষের অকালমৃত্যু ঘটছে এবং আঞ্চলিক মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ১০ শতাংশ ক্ষতি হচ্ছে। জনস্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চিত করতে এবং পরিষ্কার বাতাসে রূপান্তরের সময় শিশু ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী সুরক্ষিত রাখতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী করার মতো সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন। অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ বছরে আঞ্চলিক মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ১০ শতাংশ বলে ধারণা করা হচ্ছে। বায়ুদূষণের কারণে উৎপাদনশীলতায়ও বড় ধরনের ক্ষতি হচ্ছে। তবে, যদি বিভিন্ন খাত ও প্রশাসনিক পর্যায়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট উদ্যোগ একযোগে নেওয়া যায়, তাহলে কেবল জনস্বাস্থ্যের উন্নতিই হবে না, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরও শক্তিশালী হবে। পরিষ্কার প্রযুক্তি ও পদ্ধতি গ্রহণে সরকারের উচিত পরিবার, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও কৃষকদের সহায়তা করা, কারণ এর পেছনে শক্তিশালী আর্থিক ও অর্থনৈতিক যুক্তি। এই পরিসংখ্যান আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, সমস্যাটি কতটা গভীরে। চলুন, বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী এই মারাত্মক দূষণের প্রধান পাঁচটি কারণ এবং এর থেকে উত্তরণের পথ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক।

বায়ু দূষণের প্রধান পাঁচটি কারণ : বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুসারে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে বায়ু দূষণের জন্য মূলত পাঁচটি উৎস দায়ী। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সাথেই এই কারণগুলো ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।

১. ঘরে কঠিন জ্বালানির ব্যবহার-

মূল কারণ : গ্রামের এবং শহরের অনেক বাড়িতে রান্না ও ঘর গরম রাখার জন্য কাঠ, কয়লা বা ঘুটের মতো কঠিন জ্বালানি পোড়ানো হয়।

এর প্রভাব কী? : এই জ্বালানি পোড়ানোর ফলে যে ধোঁয়া তৈরি হয়, তা সরাসরি ঘরের ভেতরে এবং আশপাশের বাতাসে মিশে যায়, যা বিশেষ করে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।

২. শিল্পকারখানার দূষণ-

মূল কারণ : অনেক শিল্পকারখানায় আধুনিক ফিল্টার প্রযুক্তি ছাড়াই বয়লার, চুল্লি বা ভাটায় জীবাশ্ম জ্বালানি (যেমন কয়লা) এবং বায়োমাস (যেমন কাঠের গুঁড়ো) পোড়ানো হয়।

এর প্রভাব কী? : এর ফলে বিষাক্ত গ্যাস ও কণা বিপুল পরিমাণে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে, যা একটি বিশাল এলাকাজুড়ে বায়ু দূষণের কারণ হয়।

৩. যানবাহনের কালো ধোঁয়া-

মূল কারণ : রাস্তাঘাটে পুরোনো এবং অদক্ষ ইঞ্জিনচালিত যানবাহন (যেমন বাস, ট্রাক, গাড়ি) চলাচল করে, যা থেকে প্রচুর পরিমাণে কালো ধোঁয়া নির্গত হয়।

এর প্রভাব কী? : এই ধোঁয়ায় থাকা ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থগুলো শহরাঞ্চলের বাতাস শ্বাস নেওয়ার অযোগ্য করে তোলে এবং হৃদরোগ ও শ্বাসকষ্টের মতো রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

৪. কৃষি খাতের দূষণ-

মূল কারণ : কৃষিকাজে দুটি প্রধান উপায়ে দূষণ হয়: (ক) ফসল তোলার পর জমিতে পড়ে থাকা ফসলের অবশিষ্টাংশ (নাড়া) পুড়িয়ে ফেলা এবং (খ) সার ও পশুবর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা না করা।

এর প্রভাব কী? : ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর ফলে অল্প সময়ে বিশাল এলাকা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং সার ও পশুবর্জ্য থেকে ক্ষতিকর গ্যাস বাতাসে মেশে।

৫. বর্জ্য পোড়ানো-

মূল কারণ : বাড়িঘর এবং দোকানপাটের আবর্জনা সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে যত্রতত্র পোড়ানো হয়।

এর প্রভাব কী? : প্লাস্টিকসহ অন্য আবর্জনা পোড়ানোর ফলে বাতাসে মারাত্মক বিষাক্ত রাসায়নিক নির্গত হয়, যা ক্যানসারসহ নানা ধরনের জটিল রোগের কারণ হতে পারে।

এই কারণগুলো জানার পর এটা স্পষ্ট যে, বায়ু দূষণ একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সমস্যা। এখন প্রশ্ন হলো, এর থেকে মুক্তির উপায় কী?

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে শুধু সমস্যার কথাই বলা হয়নি, বরং এর সমাধানে একটি সমন্বিত ও বাস্তবসম্মত রূপরেখাও দেওয়া হয়েছে। এটি কেবল কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপের তালিকা নয়, বরং একটি ত্রিস্তরীয় কৌশল। এই কৌশলগুলো হলো : ১. উৎস পর্যায়ে দূষণ কমানো: রান্না, শিল্প, পরিবহন, কৃষি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দূষণ সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ বন্ধ করা। ২. সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ : স্বাস্থ্য ও শিক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী করে শিশু ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা। ৩. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করা : দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য শক্তিশালী নীতি, বাজারভিত্তিক উদ্যোগ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

এই কৌশলগুলো বাস্তবায়নের জন্য কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নিচে উল্লেখ করা হলো, যা উপরের পাঁচটি প্রধান দূষণের উৎসকে সরাসরি মোকাবিলা করে-

পরিষ্কার রান্না ব্যবস্থা : কাঠ বা কয়লার চুলার পরিবর্তে বিদ্যুৎচালিত চুলার ব্যবহার বাড়ানো।

শিল্পের আধুনিকীকরণ : কারখানার বয়লার ও ভাটায় উন্নত ফিল্টার প্রযুক্তি ব্যবহার করা এবং বিদ্যুতায়ন করা।

পরিবেশবান্ধব পরিবহন : বৈদ্যুতিক গাড়ি এবং সাইকেলের মতো অ-মোটরচালিত যানবাহনের ব্যবহার উৎসাহিত করা।

কৃষিতে উন্নত ব্যবস্থাপনা : ফসলের অবশিষ্টাংশ না পুড়িয়ে সেগুলো সার হিসেবে ব্যবহার করার পদ্ধতি গ্রহণ করা।

আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : আবর্জনা উৎস থেকে আলাদা করে তা পুনর্ব্যবহার করার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

এই সমাধানগুলো বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রতিবেদনটি ‘চারটি আই’ নামক একটি কার্যকর কাঠামোর ওপর জোর দিয়েছে-

তথ্য : সঠিক পরিকল্পনা ও জবাবদিহিতার জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য সহজলভ্য করা।

প্রণোদনা : মানুষ ও বিনিয়োগকারীদের পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির দিকে উৎসাহিত করা।

প্রতিষ্ঠান : সমন্বিত পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে এবং আইন প্রয়োগ করতে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

অবকাঠামো : পরিবেশবান্ধব জ্বালানি, পরিবহন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করা।

দক্ষিণ এশিয়ার বায়ু দূষণ একটি আন্তঃসীমান্ত সমস্যা, যা কোনো একটি দেশের পক্ষে একা সমাধান করা সম্ভব নয়। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনটি আমাদের শুধু সতর্কই করে না, বরং একটি সুস্পষ্ট, প্রমাণভিত্তিক পথও দেখায়। এটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়; এর মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন সরকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ।

প্রতিবেদনে উল্লিখিত ত্রিস্তরীয় কৌশল এবং ‘চারটি আই’ কাঠামো অনুসরণ করে আমরা যদি সমন্বিতভাবে কাজ করি, তবে এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এর মাধ্যমে আমরা কেবল লাখ লাখ মানুষের জীবনই বাঁচাতে পারব না, বরং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নির্মল ও স্বাস্থ্যকর বায়ু নিশ্চিত করতে পারব।

দক্ষিণ এশিয়ার ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি ও হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চল (আইজিপি-এইচএফ) জুড়ে বায়ুদূষণ এখন এই অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুতর উন্নয়ন চ্যালেঞ্জগুলোর একটি, যা স্বাস্থ্য ও উৎপাদনশীলতার ওপর বড় ধরনের ক্ষতি ডেকে আনছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত প্রতিবেদন ‘আ ব্রেথ অব চেঞ্জ : সলিউশনস ফর ক্লিনার এয়ার ইন দ্য ইন্দো-গাঙ্গেয় প্লেইনস অ্যান্ড হিমালয়ান ফুটহিলস’ অনুযায়ী, এই অঞ্চলের দেশগুলো (বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল ও পাকিস্তান) বায়ুদূষণের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

দক্ষিণ এশিয়ার বায়ুদূষণের প্রধান উৎস : প্রতিবেদনটিতে এ অঞ্চলের পাঁচ দেশের বায়ুদূষণের মূল উৎস হিসেবে পাঁচটি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে-

১. ঘরে কঠিন জ্বালানি পোড়ানো : রান্না ও গরমের জন্য ঘরে কঠিন জ্বালানি পোড়ানো।

২. শিল্পকারখানার অদক্ষ ব্যবহার : যথাযথ ফিল্টার প্রযুক্তি ছাড়াই শিল্পকারখানায় জীবাশ্ম জ্বালানি ও বায়োমাসের অদক্ষ ব্যবহার।

৩. অকার্যকর যানবাহন : অকার্যকর অভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিনচালিত যানবাহনের ব্যবহার।

৪. কৃষি পদ্ধতি : কৃষিতে ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো এবং সার ও পশুবর্জ্য অদক্ষভাবে ব্যবস্থাপনা করা।

৫. বর্জ্য পোড়ানো : ঘর ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য পোড়ানো।

নির্মল বাতাস নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে তিনটি সমাধানের কথা বলা হয়েছে, যা একটি আরেকটির সঙ্গে যুক্ত-

১. উৎস পর্যায়ে নির্গমন কমানোর উদ্যোগ : এই সমাধানে রান্না, শিল্প, পরিবহন, কৃষি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো বিভিন্ন খাতে উৎস পর্যায়ে নির্গমন হ্রাস করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এজন্য কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে, যেমন-

- বিদ্যুৎচালিত রান্নাব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- শিল্পকারখানার বয়লার, চুল্লি ও ভাটার বিদ্যুতায়ন ও আধুনিকীকরণ করা।
- অ-মোটরচালিত ও বৈদ্যুতিক পরিবহনব্যবস্থা চালু করা।
- ফসলের অবশিষ্টাংশ ও পশুবর্জ্যের উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- বর্জ্য আলাদা করা, পুনর্ব্যবহার এবং নিরাপদ নিষ্পত্তির উন্নত পদ্ধতি গ্রহণ করা।

২. সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা : এ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে। এর উদ্দেশ্য হলো পরিষ্কার বাতাসে রূপান্তরের সময় শিশু ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষিত রাখা।

৩. শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ও নীতিনির্ধারণী কাঠামো : এই সমাধানে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, নীতিনির্ধারণী কাঠামো, বাজারভিত্তিক উপকরণ এবং আঞ্চলিক সমন্বয়ের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি বহু খাত ও বহু অঞ্চলীয় অগ্রগতি ধরে রাখা হবে।

এই সমাধানগুলো বাস্তবায়নে সরকারের উচিত পরিবার, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও কৃষকদের পরিষ্কার প্রযুক্তি ও পদ্ধতি গ্রহণে সহায়তা করা। এই ধরনের সমন্বিত, বাস্তবসম্মত ও প্রমাণভিত্তিক উদ্যোগ বড় পরিসরে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দূষণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব, যা জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাবে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরও শক্তিশালী করবে।

লেখক : *সাংবাদিক, কলামিস্ট*

সড়ক দুর্ঘটনা : আহত-নিহতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া ও উন্নত দেশের কর্মপন্থা

আমিনুল ইসলাম সুজন

বাংলাদেশে রোড ক্র্যাশে (সড়ক দুর্ঘটনা বলে পরিচিত) কত মানুষ মারা যায়, তার স্বীকৃত কোনো পরিসংখ্যান নেই। সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সড়কে মৃত্যুর তথ্য দিয়ে থাকে, যার সঙ্গে কোনো বেসরকারি সংস্থার হিসাব মেলে না। আবার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী যে বৈশ্বিক প্রতিবেদন করে, সেখানে বিআরটিএ’র চেয়ে অন্তত ৬ গুণ বেশি মৃত্যুর হিসাব দেখা যায়। তাই পরিসংখ্যানের এ বিভাজন এড়িয়ে লেখায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বা নিহতদের আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিষয়ে ফোকাস করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ২০১৮ সালে সড়ক পরিবহন আইন পাস হয়েছে। ২০১৮ সালের ২৯ জুলাই বিমানবন্দর সড়কে যাত্রী উঠানোর জন্য দুটি বাস চালকের অনিয়ন্ত্রিত গতির প্রতিযোগিতায় সড়কের কিনারে অপেক্ষমাণ রমিজউদ্দিন স্কুলের দুই কিশোরবয়সী শিক্ষার্থী (আব্দুল করিম রাজি ও দিয়া খানম মীম) তাৎক্ষণিকভাবে মারা যায় এবং আরও কয়েকজন মারাত্মক আহত হয়।

এ ঘটনা সারাদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সড়কে অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে সর্বস্তরের মানুষ নিরাপদ সড়কের দাবিতে রাস্তায় নামে। নির্দলীয় ওই আন্দোলনে বিএনপিসহ সংসদের বাইরের প্রায় সব রাজনৈতিক দল সমর্থন দেয়। নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা)সহ অনেক সামাজিক সংগঠন এতে অংশ নেয়।

এছাড়া সড়কে অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম ও অতিরিক্ত গতির কারণে যেসব পরিবার স্বজন হারিয়েছে, যারা পঙ্গুত্ব বরণ করেছে সেসব পরিবারও এ আন্দোলনে অংশ নেয়। ফলে গত দশকে সবচেয়ে বড় অরাজনৈতিক আন্দোলন হয়ে ওঠে ২০১৮ সালের নিরাপদ সড়কের আন্দোলন, যা দমাতে সরকারের পুলিশ এবং ছাত্রলীগ ও যুবলীগের হেলমেট বাহিনীর সদস্যরা আক্রমণ করে। কিন্তু এসব হামলা-মামলা বুমেরাং হয়ে যায়। ফলে সরকার বাধ্য হয়ে দ্রুত সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ পাস করে। আইনটি দ্রুততার সঙ্গে হলেও এটি সড়ক নিরাপত্তায় পূর্ণাঙ্গ আইন নয়। তদুপরি, পরিবহন মালিক ও চালকদের চাপের কারণে তৎকালীন সরকার এই আইনটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করেনি। গত সরকারের সঙ্গে যুক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই যানবাহন মালিক ও চালকদের নেতৃত্ব দিয়েছিল। ফলে এ আইনের অধীন সড়ক পরিবহন বিধিমালা পাস করতে ৪ বছর সময় লাগে।

এ আইন যানবাহন ও চালক সংশ্লিষ্ট, যেগুলো বাস্তবায়নে সড়ক অনেকাংশে নিরাপদ করা সম্ভব। এছাড়া, প্রথমবারের মতো এ আইনের (অধ্যায় ৯) ও বিধিমালায় (অধ্যায় ৮) রোড ক্র্যাশে (সড়ক দুর্ঘটনা বলে অভিহিত) নিহত বা আহতদের আর্থিক সহায়তার বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। ধারা ৫২ (ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান) বলা হয়েছে, “কোনো মোটরযান হইতে উদ্ভূত দুর্ঘটনার ফলে কোনো ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে, উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, তাহার উত্তরাধিকারীগণের পক্ষে মনোনীত ব্যক্তি ধারা ৫৩ এর অধীন গঠিত আর্থিক সহায়তা তহবিল হইতে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, চিকিৎসার খরচ প্রাপ্য হইবেন।” এজন্য ধারা ৫৩ ও বিধি ১৪২-এ সরকার আর্থিক সহায়তা তহবিল গঠন করবে এবং এ নামে অর্থ জমা ও ব্যয়ের নিমিত্ত তফসিলি ব্যাংকে একাউন্ট করার কথা বলা হয়েছে। ধারা ৫৩, ৫৭ ও বিধি ১৪৭-এ এজন্য মোটরযান মালিক/প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে শ্রেণিভেদে বাৎসরিক বা এককালীন চাঁদা আদায়, সরকার/যানবাহন মালিক কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান সংগ্রহ, এ আইনের অধীন জরিমানা হিসাবে আদায়কৃত অর্থ সংগ্রহ করার কথা বলা হয়েছে। ধারা ৫৪-তে এ তহবিল পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। কমিটি সদস্য কো-অপ্ট [সহ-নির্বাচন করা, নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা বা নিজের দলে/উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা] করতে পারবে এবং সরকার চাইলে যে কাউকে এ কমিটির চেয়ারম্যান করতে পারবেন।

ধারা ৫৪-তে বলা হয়েছে, ঢাকায় এ বোর্ডের প্রধান অফিস এবং প্রয়োজনে দেশের যেকোনো স্থানে অধস্তন বা শাখা অফিস করা যাবে। ধারা ৫৬ ও বিধি ১৪৪-এ ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সড়কে ক্ষতিগ্রস্ত/আহত ব্যক্তি বা ব্যক্তির উত্তরাধিকারকে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ, তহবিল ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ব্যয় মঞ্জুর, বাৎসরিক হিসাব প্রকাশ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১৪৯ নং বিধিতে সুনির্দিষ্টভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বা আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে এককালীন ৫ লাখ টাকা, অঙ্গহানি বা স্বাভাবিক জীবনে ফেরার সম্ভাবনা না থাকলে ৩ লাখ টাকা এবং স্বাভাবিক জীবনে ফেরার সম্ভাবনা থাকলে ১ লাখ টাকার পরিমাণ বলা হয়েছে। ধারা ৫৭ ও বিধি ১৪৫-এ বলা হয়েছে, এই ট্রাস্টি বোর্ডই মূলত সড়কে হতাহতদের বা তাদের বৈধ উত্তরাধিকারের নিকট ক্ষতিপূরণ হিসাবে আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করবে এবং ব্যয়কৃত অর্থের হিসাব ও নিরীক্ষা সম্পন্ন করবে।

১৫০ নং বিধিতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বা আহতদের পরিবারকে একমাসের মধ্যে আবেদন করার বাধ্যবাধকতা দেওয়া হয়েছে, যা খুবই অন্যায্য। কারণ, ভুক্তভোগী পরিবার যে ট্রমার মধ্যে পড়ে, অঙ্গহানি হলে তার দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা নিশ্চিত করতে যে হিমশিম খেতে হয় তাতে করে অধিকাংশ পরিবারের পক্ষেই এক মাসের মধ্যে আবেদন করার সুযোগ থাকে না বা আবেদন করতে পারে না। যেমন ২০২৩ সালের ৭ নভেম্বর বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি ও গণসংহতি নেতা আরিফুল ইসলাম এবং তার বন্ধু ও সহকর্মী সৌভিক করিম একটি দ্রুতগতির ট্রাকের চাপায় পিষ্ট হয়ে ঢাকার বাংলা মোটরের কাছে ইস্কাটন রোডে মারা যায়। আরিফের সন্তান নক্ষত্রের বয়স তখন মাত্র ৫ এবং সৌভিক করিমের সন্তান অবন্তিকার বয়স ১২ বছর। তাদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সরকারের কি দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়?

একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি সড়ক দুর্ঘটনার কারণে পঙ্গুত্বের শিকার হলে তার কর্মক্ষমতা নষ্ট হতে পারে। পাশাপাশি তাকে দেখভাল করার জন্য পরিবারের সদস্যদেরও উপার্জনমুখী কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। তাই অঙ্গহানির জন্য মাত্র তিন লাখ টাকাও কোনোভাবেই যথেষ্ট নয়। এ টাকা দিয়ে অঙ্গহানির দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসাও সম্ভব হবে না।

প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে কালের কণ্ঠ পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক জাতীয় প্রেসক্লাবের বিপরীত পাশে তোপখানা সড়কে বাসের চাপায় দুই পা হারান। দেশে ও থাইল্যান্ডে দীর্ঘদিন তার চিকিৎসায় ৩০ লাখ টাকার বেশি

ব্যয় হয়। তাকে সরকার, বসুন্ধরা গ্রুপের মালিক ও শুভানুধ্যায়ীরা আর্থিক সহায়তা করায় তিনি তার যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে পারেন। ফলে তিনি আবার কাজে ফিরতে পেরেছেন। তাছাড়া দেশে তখন ক্ষতিপূরণ প্রদান বা আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিয়ম ছিল না। কিন্তু ঘটনাটি যেহেতু সারাদেশে ব্যাপক আলোচিত হয়েছিল, সরকার তাকে সহায়তা করেছিল বা করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এমন সুবিধা তো সবাই পান না। তবুও সরকার আর্থিক সহায়তা প্রদান শুরু করেছে, আশা করি, আগামীতে তহবিল বড় হবে এবং আর্থিক সহায়তার পরিমাণ বাড়বে।

ধারা ৫৯ (আর্থিক সহায়তার আবেদন) এ বলা হয়েছে, ‘আর্থিক সহায়তা তহবিল হইতে সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বা বৈধ প্রতিনিধি নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ফরমে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তসহ ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করার কথা বলা হয়েছে। এ আবেদন পাওয়ার পর ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করবেন যা পরবর্তী সভায় অনুমোদন গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে অনুসন্ধানের মাধ্যমে আবেদনের যথার্থতা নিশ্চিত করবেন। এছাড়া ধারা ৬০ ও ১৫১ নং বিধিতে বীমা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও নীতিমালা অনুসরণ করে যাত্রী ও মোটরযানের জীবন ও সম্পদের বীমা করতে পারবেন।

বীমা খুবই জরুরি একটি বিষয়। যানবাহন ও যাত্রীদের বীমা করা হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার একটা নিশ্চয়তা থাকে। সমস্যা হলো, বাংলাদেশে বীমা জনপ্রিয় নয়। এছাড়া বীমা পাওয়ার ক্ষেত্রে নানান জটিলতা রয়েছে। এক্ষেত্রে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বীমা করা ও বীমাকৃত অর্থ প্রদানের জটিলতা দূর করা এবং এক্ষেত্রে বীমা প্রদানকারী ও গ্রহীতা- পরস্পরের বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব হলে এর সুফল ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ব্যবহারকারী ব্যক্তি বা যানবাহনের মালিক পাবেন তেমনি অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও বীমার প্রচলন জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

বিশ্বব্যাপী বীমা খুব পরিচিত হলেও সড়ক নিরাপত্তায় এর ব্যবহার উন্নয়নশীল দেশগুলোয় খুবই কম। এছাড়া সড়ক নিরাপত্তা বিষয়টিকে অনেক দেশ গুরুত্ব দিলেও অধিকাংশ দেশেই আর্থিক তহবিল অপ্রতুল। গবেষণায় দেখা যায়, বিশ্বের ১১৭টি দেশে সড়ক নিরাপত্তায় কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু মাত্র ১৬টি দেশে এ কৌশল বাস্তবায়নে অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। বাংলাদেশে সড়ক নিরাপত্তায় পূর্ণাঙ্গ কৌশল ও অর্থ বরাদ্দ নেই।

পৃথিবীর কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়। এসব দেশে যানবাহন ও ব্যক্তি বীমার আওতায় থাকে এবং বীমার অর্থ থেকে চিকিৎসা বা পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের মতো দেশগুলোয় বীমা ব্যবস্থা শক্তিশালী নয়। ভারত ৫ মে, ২০২৫ তারিখে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে সর্বোচ্চ ১ লাখ ৫০ হাজার রূপি আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এতে কোনো নগদ অর্থ দেওয়া হবে না।

এছাড়া ভারতে কয়েকটি রাজ্য সরকার পৃথকভাবে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে। পাকিস্তানে জাতীয় কোনো নীতি না থাকলেও কয়েকটি রাজ্যে চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের তথ্য পাওয়া যায়। থাইল্যান্ডে ২০২১ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের সহায়তার জন্য রোড এক্সিডেন্ট ভিকটিম প্রোটেকশন কোম্পানি লিমিটেড গঠন করা হয়েছে এবং সংস্থাটি আসিয়ান ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় সরকারি বীমা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে সড়কে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা নিশ্চিতে কাজ করে।

ভুটান এ অঞ্চলে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। তারা ২০২৩ সালে সিভিল লায়াবিলিটি অ্যাক্ট পাস করে, যেখানে মূলত যেকোনো কারণে মানুষের আহত হওয়ার পর পুনর্বাসনে আর্থিক সহায়তার বিধান রয়েছে। এ আইনের অধীন সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদেরও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিধান রয়েছে। সিঙ্গাপুরে এমন আর্থিক সহায়তার বিধান রয়েছে এবং সহায়তার পরিমাণ আদালত নির্ধারণ করতে পারে। যুক্তরাজ্যে বিচার মন্ত্রণালয় (মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস) এর অধীন সড়কে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সহায়তার আবেদন করা যায় এবং এ আবেদনে ইনজুরির ধরন অনুযায়ী আর্থিক সহায়তার আবেদন করা যায়। কেউ কর্মক্ষমতা হারালে সেজন্য সহায়তার আবেদন করা যায়। কর্তৃপক্ষ যাচাই সাপেক্ষে পরিমাণ নির্ধারণ করে সহায়তা প্রদানের নির্দেশ করে। যুক্তরাজ্যে অনেক পেশাদার প্রতিষ্ঠান রয়েছে তারা ভিকটিম-কে এ বিষয়ে সহায়তা প্রদান করে।

যুক্তরাষ্ট্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা রয়েছে, তবে অনেক অঙ্গরাজ্যে পৃথক সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশগুলোয় বীমা থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমেও ভিকটিমকে সহায়তা প্রদান করা হয়। সড়ক পরিবহন আইনের আলোকে সরকার যে আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রচলন শুরু করেছে, তা অপ্রতুল হলেও প্রয়োজনীয়। কিন্তু, এ বিষয়টি অধিকাংশ মানুষই জানে না। সেজন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি প্রচারণার উদ্যোগ নিয়েছে। যত বেশি মানুষ জানবে তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এ সুবিধা গ্রহণের সুযোগ পাবে। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ থেকে উত্তরণের পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু এখনো দেশের অধিকাংশ মানুষ মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, দরিদ্র ও অতিদরিদ্র। তাই সড়কে পরিবারের কর্মক্ষম কেউ নিহত হলে সে পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা জরুরি। একইসঙ্গে, কেউ মারাত্মকভাবে আহত হলে, পঙ্গুত্বের শিকার হলে তার পরিপূর্ণ চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে সহায়তা জরুরি। ভালো মানের চিকিৎসা ও বীমা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। জীবন বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, যানবাহনের বীমা করা গেলে বীমা থেকেও ক্ষতিগ্রস্তরা অর্থ সহায়তা পেতে পারেন। এরচেয়ে বেশি প্রয়োজন সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যেন, যেকোনো মানুষ নিরাপদে যাতায়াত করতে পারে। যাতে সড়কে অব্যবস্থাপনা, অতিরিক্ত গতি, ট্রাফিক আইন ভঙ্গ, অনিরাপদ যান ও সড়ক ডিজাইন, বা অদক্ষ চালকের কারণে কাউকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হতে হয়। এজন্য প্রয়োজন একটি পূর্ণাঙ্গ সড়ক নিরাপত্তা আইন। আশা করি, অন্তর্বর্তী সরকার ও আগামীতে নির্বাচিত সরকার সেদিকে মনোনিবেশ করবে।

লেখক : *ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ও নীতি বিশ্লেষক, কোষাধ্যক্ষ, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন*

দুই কিলোমিটার বাঁধ ভাঙনের মুখে

বরগুনা প্রতিনিধি

বরগুনার পায়রা ও বিষখালী নদীর অব্যাহত ভাঙনে জেলার দুই কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ বিলীন হওয়ার পথে। অসময়ের এই ভাঙনে আতঙ্কে দিন কাটছে নদীপারের হাজারো মানুষের। ভাঙনে ফসলি জমি, ঘর ও ভিটে মাটি হারিয়ে নিঃস্ব হচ্ছেন তারা। এলাকাবাসী ভাঙন প্রতিরোধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

নদীতে বিলীন হয়ে যাওয়া ও ভাঙনের হুমকিতে থাকা স্থানগুলো হলো- বরগুনা সদর উপজেলার ছোট বালিয়াতলী, লতাকাটা, ডালভাঙা, পালের বালিয়া তলী, বামনা উপজেলার রামনা, বেতাগী উপজেলার কালিকাবাড়ি, পাথরঘাটা উপজেলার কাকচিড়া ও কালমেঘা, তালতলী উপজেলার নলবুনিয়া, জয়ালভাঙা ও নিশানবাড়িয়া। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রতিবছর ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সময় বাঁধ ভেঙে নদীতে বিলীন হয়। এ বছর অসময়ে বাঁধে ভাঙন চলছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু হারাতে হবে। টেকসই বাঁধের অভাবে উপকূলে ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয়।

পানি উন্নয়ন বোর্ড বরগুনা কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী মো.আবদুল হান্নান প্রধান জানান, ৪১/১এ, বি ও ৪১/৭ পোল্ডারের বাঁধ পুনর্বাসন, বেতাগী শহর, বিষখালী ও পায়রা নদী ভাঙন প্রতিরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আরএডিপি প্রকল্পের অর্থায়নে ৮২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৬ দশমিক ৩৫ কিলোমিটার স্থায়ী টেকসই বাঁধ এবং একই প্রকল্পের আওতায় আরএডিপি প্রকল্পের অর্থায়নের ৭১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪ দশমিক ১৬০ কিলোমিটার টেকসই (ব্লক দিয়ে নির্মাণ) বাঁধ নির্মাণ কাজ চলছে। আগামী দেড় বছরের মধ্যে এই কাজ শেষ হবে। তিনি বলেন, “বরগুনা জেলার ২২টি পোল্ডারে ৮০৫ কিলোমিটার বাঁধ রয়েছে। এর মধ্যে জেলার ২ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ভাঙনের মুখে। জায়গাগুলোতে স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ করতে হবে। ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয়েছে। একটি প্রকল্প পরিকল্পনাধীন। আমরা অর্থায়ন পেলে আশা করছি, ওই জায়গাগুলোতে স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।”

সরেজমিনে দেখা গেছে, বরগুনা সদর উপজেলার এম বালিয়া তলী ইউনিয়নের পালের বালিয়া তলী, লতাটাকা, ডালভাঙা, বামনার উপজেলার দক্ষিণ রামনা এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের এক তৃতীয়াংশ ভেঙে নদীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। যে কোনো সময় বাঁধটি পুরোপুরি নদীতে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা স্থানীয়দের।

বরগুনা সদর উপজেলা এম বালিয়া তলী ইউনিয়নের পালের বালিয়াতলী গ্রামের বাসিন্দা রাবেয়া বেগম বলেন, “রাক্ষুসী পায়রা প্রতিবছর আমাদের ভিটা মাটি, ফসলি জমি গিলে খাচ্ছে। আমাদের এই স্থানে বাঁধ নেই দেড় যুগ ধরে। প্রতিবিছরই নতুন করে বাড়ি ঘর তোলতে (নির্মাণ) হয়। বাঁধ না দিলে আমাদের এখানে থাকার কোনো পোথ (পথ) নাই। এবার ভাঙলে আমাদের মাথা গোজার কোনো ঠাই থাকবে না। তখন পথে নামতে হবে। যাদের টাকা আছে তারা অন্য জায়গায় জমি কিনে বাড়ি করবে, আর আমাদের নদীতে ভাসতে হবে। পায়রা আমাদের শেষ করে দিয়েছে।”

পালের বালিয়াতলী এলাকার বাসিন্দা আবু সালেহ বলেন, পায়রা নদীর অসময় ভাঙনের গিলে খাচ্ছে আমাদের বাড়ি।

চলতি বছর ৩৬ হত্যাকাণ্ড বাড়ছে উদ্বেগ!

খুলনা ব্যুরো

খুলনা যেন খুনোখুনির এক ভীতিকর অঞ্চল হয়ে উঠেছে। একের পর এক হত্যাকাণ্ড নগরীর বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক বাড়িয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি একদিনে চার খুনের ঘটনাও ঘটেছে। চলতি মাসে প্রকাশ্যে আদালতের সামনে দুজনকে গুলি করে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনা বেপরোয়া খুনোখুনির আলোচনাকে সামনে এনেছে। সবশেষ সোমবার খুলনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শ্রমিক সংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক এবং খুলনা বিভাগীয় আহ্বায়ক মো. মোতালেব শিকদারকে সোনাডাঙ্গার একটি ভাড়া বাসার ভেতরে গুলির ঘটনা জনমনে আতঙ্ক বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে এসব ঘটনার মূলহোতারা থাকছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। এ অবস্থায় নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। গত ১৮ ডিসেম্বর খুলনা মহানগরীতে ইমদাদুল হক মিলন (৪৫) নামে এক সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। এ সময় দেবাশীষ বিশ্বাস (৩৫) নামে এক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। মহানগরীর আড়ংঘাটা থানার শলুয়া বাজার এলাকায় জনতা ব্যাংকের সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মিলন ওই এলাকার মো. বজলুর রহমানের ছেলে। তিনি ‘বর্তমান সময়’ নামের একটি নিউজ পোর্টাল চালাতেন এবং ডুমুরিয়ারর শলুয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি ছিলেন। তবে এ ঘটনার রহস্য এখনও উন্মোচন করতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের শুরু থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত নগরীতে খুনের ঘটনায় ৩৬টি হত্যা মামলা হয়েছে। এসব হত্যার নেপথ্যে ১৪টি কারণ শনাক্ত করেছে পুলিশ। এর মধ্যে ২৩টি মামলার রহস্য উন্মোচন হয়েছে। কিন্তু ১৩টি মামলার রহস্য এখনও উদঘাটন করতে পারেনি পুলিশ। যা মোট হত্যাকাণ্ডের ৩৬ শতাংশ। সেগুলোর কারণ খুঁজছে পুলিশ। খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী কমিশনার (মিডিয়া) ত ম রোকনুজ্জামান সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, ‘২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৬টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ৩৬টি মামলা হয়। এর মধ্যে রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে ২৩টির। ৩৬টি খুনের মামলার মধ্যে মাদকের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঘটেছে ১৩টি। ইজিবাইক চুরির উদ্দেশ্যে ঘটেছে দুটি, পরকীয়ার কারণে ঘটেছে দুটি, জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে ঘটেছে একটি, জমির ব্যবসায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ঘটেছে একটি, চোরাই স্বর্ণের চেইন বিক্রয়ের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে ঘটেছে একটি, টিসিবির লাইনে দাঁড়ানোকে কেন্দ্র করে ঘটেছে একটি, পারিবারিক কলহের কারণে ঘটেছে ছয়টি, ব্যবসার টাকা লেনদেন নিয়ে ঘটেছে দুটি, প্রেমঘটিত কারণে দুটি, চুরির উদ্দেশ্যে ঘরে ঢুকে হত্যার ঘটনা একটি, বন্ধু কর্তৃক হত্যা হয়েছে একটি, দুই পক্ষের মারামারি ঠেকাতে গিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে একটি, অজ্ঞাত কারণে হত্যা হয়েছে দুটি। বাকি হত্যাকাণ্ডগুলোর রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করছে পুলিশ।’

রোকনুজ্জামান জানান, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে দুটি, ফেব্রুয়ারিতে একটি, মার্চে একটি, এপ্রিলে তিনটি, মে-তে পাঁচটি, জুনে তিনটি, জুলাইয়ে দুটি, আগস্টে পাঁচটি, সেপ্টেম্বরে একটি, অক্টোবরে পাঁচটি, নভেম্বরে পাঁচটি ও ডিসেম্বরের ২২ তারিখ পর্যন্ত তিনটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এর মধ্যে সদর থানায় ১০টি, সোনাডাঙ্গা থানায় নয়টি, লবণচরা থানায় পাঁচটি, হরিণটানা থানায় চারটি, খালিশপুর ও দৌলতপুর থানায় তিনটি করে এবং আড়ংঘাটা থানায় দুটি হত্যা মামলা হয়েছে। এসব ঘটনায় কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, ‘খুলনার অপরাধ জগত একাধিক উপদলের মধ্যে বিভক্ত। যার মধ্যে রয়েছে পলাশ গ্রুপ, গ্রেনেড বাবু গ্রুপ, নূর আজিম গ্রুপ এবং হুমা, আরমিন এবং নাসিমের নেতৃত্বে উগ্রপন্থী গোষ্ঠী সক্রিয় আছে। নাসিম এবং আরমিনের মুক্তির পর সক্রিয় রয়েছে কার্যক্রম।’ পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, এ বছরের সবচেয়ে আলোচিত হত্যাকাণ্ড ছিল খুলনা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের প্রধান ফটকের সামনে দুই শীর্ষ অপরাধী হাসিব হাওলাদার এবং ফজলে রাব্বি রাজন হত্যা। গত ৩০ নভেম্বরের এ ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। নিহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়নি। ফলে হত্যার রহস্য এখনও উদঘাটন হয়নি। একজনকে পুলিশ গ্রেফতার দেখালেও তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। পাশাপাশি র‍্যাব একজনকে গ্রেফতার করে ওই ঘটনার অন্যতম আসামি দাবি করা হয়। মূলত কেন ঘটনাটি ঘটেছে, তা এখনও জানা যায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ২৮ নভেম্বর খুলনা কারাগার থেকে মুক্তি পায় শীর্ষ চরমপন্থী দলের দুই প্রধান নাসিমুন গণি ওরফে নাসিম এবং আরমান ওরফে আরমিন শেখ। দৌলতপুরের আরেক সন্ত্রাসী টাইগার খোকন হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি নাসিম ও আরমান হাইকোর্টের জামিন নিয়ে জেল থেকে বের হয়ে আত্মগোপনে রয়েছে।

দিগন্তবিস্তৃত মাঠজুড়ে হাসছে হাজার হাজার সূর্যমুখী। মেঘনা নদীর মৃদু হাওয়ায় দোল খাওয়া এই হলুদের আভা যেন এক অপার মুগ্ধতার হাতছানি। নরসিংদীর নাগরিয়াকান্দি এলাকায় গেলে মনে হবে, কোনো নিপুণ শিল্পী মাটির ওপর যত্নে বিছিয়ে রেখেছেন হলুদের গালিচা।

মেঘনার তীরে সূর্যমুখীর হলুদ রাজ্য

নরসিংদী প্রতিনিধি

দিগন্তবিস্তৃত মাঠজুড়ে হাসছে হাজার হাজার সূর্যমুখী। মেঘনা নদীর মৃদু হাওয়ায় দোল খাওয়া এই হলুদের আভা যেন এক অপার মুগ্ধতার হাতছানি। নরসিংদীর নাগরিয়াকান্দি এলাকায় গেলে মনে হবে, কোনো নিপুণ শিল্পী মাটির ওপর যত্নে বিছিয়ে রেখেছেন হলুদের গালিচা। যান্ত্রিক জীবনের ক্লান্তি ভুলে একটুখানি প্রশান্তির খোঁজে মানুষ এখন ছুটে চলছেন মেঘনাতীরের এই ‘সূর্যমুখীর হলুদ রাজ্যে’।

নরসিংদী সদরের নাগরিয়াকান্দি এলাকায় ২০ বিঘা জমির ওপর এই নান্দনিক বাগানটি গড়ে তুলেছেন তিন উদ্যোক্তা- তৌহিদুল ইসলাম মাসুম, মাহবুবুর রহমান ও টিটু মিয়া। বারি-২, বারি-৩ ও হাইসান জাতের সূর্যমুখীর এই রাজ্যে শুধু ফুল নয়, আছে বিনোদনের পূর্ণাঙ্গ আয়োজন। টিকিটে মিলছে সেলফি বুথ, ওয়াচ টাওয়ার আর ছাতা নগরীর সৌন্দর্য। শিবপুর থেকে আসা সিনথিয়া ইসলাম সুমাইয়া বলেন, পরীক্ষার কারণে অনেক দিন কোথাও ঘুরতে যাওয়া হয়নি। মেঘনা নদী আর সূর্যমুখী বাগানের অপরূপ দৃশ্য একসঙ্গে উপভোগ করতে পেরে খুব ভালো লেগেছে।’

কলেজছাত্র জুনায়েদ আহমেদের কণ্ঠেও একই সুর। তার মতে, শহরের যান্ত্রিকতায় প্রকৃতির এমন রূপ সচরাচর মেলে না। বাগানটিকে যেভাবে সাজানো হয়েছে, তাতে সময়টা বেশ ভালো কাটে। রায়পুরার মিতু আক্তার এসেছেন ফেসবুকে বান্ধবীদের ছবি দেখে। তিনি বলেন, ‘ছবিতে যা দেখেছি, বাস্তবে বাগান তার চেয়েও বেশি সুন্দর। বাগানের পাশে পিটুনি ফুলের সমারোহ আর ছাতা নগরী ভিনদেশি আবহ সৃষ্টি করেছে।’ তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের কণ্ঠে কিছুটা আক্ষেপও ঝরল। ফাতেমা বেগম নামের এক দর্শনার্থী জানান, নরসিংদী শহরে সপরিবার সময় কাটানোর মতো জায়গার বড্ড অভাব। ঘরে বসে থাকতে থাকতে শিশুরা বিরক্ত হয়ে যায়, তাই একটু আনন্দ দিতেই তাদের এখানে নিয়ে আসা।

প্রতিদিন শত শত দর্শনার্থীর ভিড় আর বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নিয়ে বাগানের অন্যতম উদ্যোক্তা তৌহিদুল ইসলাম মাসুম জানান, মূলত তেল উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বাগানটি করা হলেও দর্শনার্থীদের ব্যাপক আগ্রহের কারণে একে একটি বিনোদনকেন্দ্রে রূপ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, মানুষ এখানে ঘোরার পাশাপাশি বিয়ের ফটোশুট ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে।

ভবিষ্যতে এখানে থাকার ব্যবস্থাও করার পরিকল্পনা রয়েছে। নরসিংদী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মুহাম্মদ আজিজল হক এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তিনি জানান, চলতি বছর জেলার ছয়টি উপজেলায় প্রায় ১২ হেক্টর জমিতে সূর্যমুখী চাষ হয়েছে। কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও বীজ দিয়ে সহায়তা করা হচ্ছে। তেলের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায় এবং পর্যটন সম্ভাবনা থাকায় চাষিরা এখন সূর্যমুখী চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। মেঘনার তীরের এই বাগানটি কেবল কৃষিতেই নয়, বরং পর্যটনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে নরসিংদীতে।

মাঠেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে আগাম আলু, স্বস্তিতে চাষিরা

রংপুর ব্যুরো

রংপুর উত্তরের পাঁচ জেলা রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নীলফামারীতে লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে এবারও কৃষকরা চাষ আগাম আলুর চাষ করেছেন। অনেক অনিশ্চয়তার মধ্যে আগাম আলু চাষ করে লোকসান হয়নি তাদের। বেশির ভাগ ক্ষেতের আলু মাঠেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ভালো দাম পেয়ে কৃষকরাও এখন স্বস্তিতে।

রংপুরের আলু চাষি কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, নতুন আলুর দাম বেশি। তা সত্ত্বেও ক্রেতারা নতুন আলুর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তাই দামও ভালো পাওয়া যাচ্ছে। আগাম আলু চাষ করে তাদের মুখে হাসি ফুটেছে। রংপুরে আগাম জাতের নতুন আলু তোলা শুরু হয়েছে। মৌসুমের শুরুতেই পাইকাররা ক্ষেত থেকে প্রকারভেদে কেজি প্রতি ৪৯ থেকে ৫২ টাকা দরে আলু কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। চাহিদা ভালো হলেও কৃষকদের দাবি গতবারের তুলনায় এবার দাম কম, ফলে লাভের পরিমাণও খুব বেশি হবে না। কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, চলতি মৌসুমে রংপুর জেলায় ৯ হাজার ২৭০ হেক্টর জমিতে আলু চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪ হাজার ৪০০ হেক্টরে আবাদ সম্পন্ন হয়েছে। ১০৬০ হেক্টর জমিতে আগাম আলুর চাষ হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮০০ হেক্টর জমির আলু তোলা শেষ।

কৃষকরা জানান, গত বছর একই সময় পাইকারি বাজারে নতুন আলুর দাম ছিল ৭৫ থেকে ৮৫ টাকা কেজি। এবছর বীজের দাম কম হলেও আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাবে ফলন আশানুরূপ হয়নি। তাই আয়ের হিসাব তেমন সহায়ক হবে না। তবে আগাম আলুর চাহিদা ও বাজারে দামের স্থিতিশীলতা কৃষকদের কিছুটা আশাবাদী করেছে।

সরেজমিনে জেলার নোহালী ও আলমবিদতর ইউনিয়নের তুলশীর হাট, পূর্ব কচুয়া ও সর্দারপাড়া এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, সকাল বেলার কুয়াশা ভেদ করে নারী শ্রমিকরা আলু তোলায় ব্যস্ত সময় পার করছেন। কেউ মাটি খুঁড়ছেন, কেউ আলু কুড়িয়ে ডালায় রাখছেন, কেউ বা বস্তায় ভরছেন। পাশেই ডিজিটাল মিটার বসিয়ে ওজন মাপা হচ্ছে। আলু বস্তায় ভরার পরই ব্যবসায়ীরা কৃষকদের হাতে মূল্য পরিশোধ করছেন। আগাম আলু তোলার পর কেউ ভুট্টা, কেউবা তামাক রোপণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে ধলাই নদীর বাঁধ-ব্রিজ

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

মৌলভীবাজার পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে কমলগঞ্জে ধলাই নদীর ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিরক্ষা বাঁধে জিওব্যাগ স্থাপনের কাজ চলছে। এর অন্যপাশে মৃত্তিঙ্গা স্টিল ব্রিজের কাছে চলছে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন। বালু উত্তোলনে নদীর প্রতিরক্ষা বাঁধ ও ব্রিজের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন স্থানী-য়রা।

প্রতিকার চেয়ে মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন তারা। এরপরও অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ হচ্ছে না। ফলে হুমকির মুখে পড়েছে ধর্মপুর ও রামচন্দ্রপুর এলাকার ধলাই নদীর প্রতিরক্ষা বাঁধ, দুটি ব্রিজ ও পরিবেশ-প্রতিবেশ। সরেজমিনে দেখা যায়, রহিমপুর ইউনিয়নের মৃত্তিঙ্গা স্টিল ব্রিজের কাছে ধলাই নদীর ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধে পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে জিওব্যাগ স্থাপন কার্যক্রম চলছে।

এর একই স্থানে নদীর মাঝখান থেকে ড্রেজার মেশিন লাগিয়ে অন্যপাশে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। বিগত প্রায় দুই মাস ধরে ব্রিজের কাছ থেকে বালু উত্তোলন করছেন স্থানীয় এক ইজারাগ্রহীতা। এতে স্টিল ব্রিজ এবং নদীর প্রতিরক্ষা বাঁধে জিওব্যাগ স্থাপন কার্যক্রম হুমকির মুখে পড়েছে। নদীর প্রতিরক্ষা বাঁধ ও দুটি ব্রিজের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় গতমাসে জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন জানান স্থানীয়র-রা।

স্থানীয়রা জানান, ধর্মপুর ও রামচন্দ্রপুরে মাত্র দেড় কিলোমিটারের মধ্যে ধলাই নদীর ওপর দুটি স্টিলের ব্রিজ রয়েছে। কয়েক বছর আগে মৃত্তিঙ্গা ব্রিজের উত্তর পাশে প্রায় ২০০ মিটার প্রতিরক্ষা বাঁধ ভেঙে বন্যার সৃষ্টি হয়।

এতে আশপাশ এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। সম্প্রতি পানি উন্নয়ন বোর্ড বালুভর্তি জিওব্যাগ ফেলে বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করে। একই সময়ে পাশাপাশি স্থান এবং ব্রিজের কাছ থেকে ড্রেজার মেশিনে বালু উত্তোলন করায় নদীর বাঁধ ও দুটি ব্রিজ হুমকির মুখে পড়েছে।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত বালুমহাল ইজারাদার খোরশেদ আলম বলেন, ‘আমার ইজারার স্থান হচ্ছে ব্রিজের কাছাকাছি ও ঝুঁকিপূর্ণ বেড়িবাঁধ এলাকায়। তাই ব্রিজ রক্ষা করেই বাধ্য হয়ে এখান থেকে বালু উত্তোলন করছি।’ তবে মৌলভীবাজার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. খালেদ বিন অলীদ বলেন, ব্লকের পাশ থেকে কোনোভাবেই বালু উত্তোলন করা যাবে না। কমলগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ব্রিজের কাছ থেকে কোনো অবস্থাতেই বালু উত্তোলন করা যাবে না। এ বিষয়ে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মৌলভীবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোসা. শাহীনা আক্তার বলেন, এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে ইউএনওকে বলা হবে।

যশোরে মাধ্যমিকের বই আসেনি ৭০ ভাগ, সংকট নেই প্রাথমিকে

যশোর প্রতিনিধি

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে আর মাত্র ৮ দিন বাকি। তবে যশোরে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৬৮ শতাংশ পাঠ্যবই এখনো জেলা শিক্ষা অফিসে পৌঁছায়নি। এ কারণে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে মাধ্যমিকের সব শিক্ষার্থী সব পাঠ্যবই হাতে পাবে কি না, তা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির বই নিয়ে সংকট বেশি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই নিয়ে কোনো সংকট নেই। যশোরে চাহিদার শতভাগ বই পেয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো। বছরের শুরুতেই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা সব পাঠ্যবই পাবে।

যশোর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য চাহিদার শতভাগ বই ইতোমধ্যে এসে পৌঁছেছে। যশোরে এ বছর ১২ লাখ ৮২ হাজার ৭২৫টি বাইয়ের চাহিদা ছিল। সকল উপজেলা শিক্ষা অফিসে বই পাঠানো হয়েছে এবং সেখান থেকে স্কুলগুলোতে বই বিতরণ করা হচ্ছে। প্রাথমিকে বইয়ের সরবরাহ সন্তোষজনক হওয়ায় শিক্ষকরা বই উৎসব নিয়ে স্বস্তিতে রয়েছেন। তবে ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে মাধ্যমিক স্তরে। জেলা শিক্ষা অফিসের তথ্য মতে, মাধ্যমিকের (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি) চাহিদার তুলনায় এখন পর্যন্ত ৩১.৯০ শতাংশ বই জেলায় এসেছে। এ বছর যশোরে ৩৫ লাখ ১৪ হাজার ৪০৩টি বইয়ের চাহিদা রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত ১১ লাখ ২০ হাজার ৯৪১টি বই এসেছে। অনেক শ্রেণির প্রধান বিষয়গুলোর বই এখনো ছাপাখানা থেকে এসে পৌঁছায়নি। ফলে বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীরা সব বই হাতে পাবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়।

যশোর সদরের চান্দুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেখা রানী রায় চৌধুরী তার স্কুলে চাহিদা মোতাবেক সব পেয়েছেন বলে জানিয়েছে। বছরের প্রথম দিনেই বই তুলে দিতে পারব। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যশোরের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, প্রাথমিক স্তরের বইগুলো দ্রুত আসলেও আমাদের জন্য এখনো সব বই বরাদ্দ আসেনি। ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয়ার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি, কিন্তু পর্যাপ্ত বই না পেলে উৎসবের আনন্দ ম্লান হয়ে যেতে পারে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আশরাফুল আলম বলেন, বছর শুরুর আগেই আমরা চাহিদার শতভাগ বই পেয়েছি। ইতোমধ্যে আমরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বই প্রদান করেছি। প্রাইভেট স্কুলের বই গুলোও ধীরে ধীরে দেয়া হবে। এ বিষয়ে যশোর জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন বলেন, মাধ্যমিকের সব বই এখনো আসেনি এটা ঠিক, তবে প্রতিদিনই নতুন নতুন বইয়ের ট্রাক আসছে।

সীমান্তে ২৯টি ভারতীয় মোবাইল জব্দ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ সীমান্ত এলাকা থেকে ২৯ টি ভারতীয় মোবাইল ফোন জব্দ করে বিজিবি। গতকাল মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৫৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া। বিজিবি জানায়, আজ মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক সাড়ে ০৬ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মহানন্দা ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ কিরনগঞ্জ বিওপি’র ০১টি বিশেষ টহল দল বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ১৭৮/২-এস থেকে আনুমানিক ২ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিনোদপুর ইউনিয়নের ছিয়াত্তর বিঘা গ্রামস্থ একটি আমবাগানে অভিযান পরিচালনা করে মালিকবিহীন ২৯টি ভারতীয় বিভিন্ন মডেলের ব্যবহৃত চোরাই মোবাইল ফোন আটক করতে সক্ষম হয়েছে।

তবে অভিযান চলাকালীন চোরাকারবারীরা রাতের অন্ধকার ও ঘনকুয়াশার সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায়। মহানন্দা ব্যাটালিয়নের (৫৯ বিজিবি) অধিনায়ক লেফট্যানেন্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ২৯টি ভারতীয় মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে। আটককৃত মোবাইলফোনগুলো প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কাস্টমসে জমা করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

টাঙ্গাইলে হলুদ তরমুজ চাষে সফল সুমন মিয়া

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

টাঙ্গাইলে যমুনা নদীর তীরবর্তী ভূঞাপুর উপজেলার চরাঞ্চলে ভুট্টা ও বাদাম চাষে সফলতা অর্জনের পর এবার হলুদ তরমুজ চাষে সফলতা অর্জন করেছেন সুমন মিয়া। জেলার ভূঞাপুরে উপজেলার চরাঞ্চল গাবসারার ফলদাপাড়া নদী ভাঙন এলাকায় এক সময় অনাবাদি জমি আর ঝুঁকিপূর্ণ চাষাবাদই ছিল কৃষকদের নিয়তি। এ সব জমিতে বাদাম, ভুট্টা কিংবা ক্ষতিকর তামাক ছাড়া অন্য তেমন ফসল উৎপাদন করতো না কৃষক। কিন্তু সকলের ধারণা বদলে দিয়ে ইউটিউব দেখে নিজ উদ্যোগে প্রথমবার তরমুজ চাষ করে এখন সফলতা অর্জন করেছেন ভূঞাপুর সরকারি ইব্রাহিম খাঁ কলেজের ডিগ্রীর শিক্ষার্থী সুমন মিয়া (২৮)। স্থানীয় কৃষকরা মনে করেন, যমুনা নদী তীরবর্তী চরাঞ্চলের সরকারি ভাবে কৃষকের মাঝে তরমুজ চাষ ছড়িয়ে দিতে পারলে এবং তারা সরকারি প্রণোদনা পেলে এক দিকে একই জমির বহু ব্যবহারে কৃষকের আয় যেমন কয়েক গুণ বাড়বে, তেমনি দেশে তরমুজের চাহিদা মেটাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, জেলার ভূঞাপুর, নাগরপুর, কালিহাতী ও টাঙ্গাইল সদর উপজেলার চরাঞ্চলে এ বছর ৪ হেক্টর জমিতে নিজ উদ্যোগে কৃষকরা চাষ করছেন তিন জাতের তরমুজ। কম খরচে বেশি লাভের আশায় চরাঞ্চলে এখন সবুজ লতায় ভরে উঠেছে মাঠ। কম খরচে দাম বেশি পাওয়ায় অফ সিজনের তরমুজ চাষে আগ্রহ বাড়ছে জেলার কৃষকদের মাঝে।

আলাপকালে তরমুজ চাষী সুমন মিয়া জানান, ইউটিউবে এই তরমুজের ফলন দেখে আমার খুব শখ জাগে। ইউটিউব দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে চিন্তা করলাম একবার পরীক্ষা করেই দেখি। এরপর সাহস করে ৫ বিঘা জমি লিজ নেই। ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ বছরেই প্রথম এই হলুদ তরমুজের চাষ শুরু করি। এ জমিতে তৃপ্তি, মধুমালা ও পাকিজা জাতের তরমুজের বীজ রোপন করি। মোট জমিতে আমার ৫ হাজার তরমুজ গাছে তরমুজ হয়েছে।

তৃপ্তি, মধুমালা তরমুজ সাধারণত বাহিরে হলুদ রঙের হয় এবং পাকিজা জাত তরমুজের বাহিরের রং মূলত সবুজ হয়। তবে ভিতরে রং লাল টুকটুকে। খেতে খুবই মিষ্টি ও সুস্বাদু হয়। সব মিলিয়ে আমার মোট ব্যয় হয়েছে মোট প্রায় ৬ লাখ টাকা। ৫ বিঘা জমিতে পাঁচ লাখ টাকা লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন সুমন মিয়া। তিনি জানান, এই তরমুজ মূলত শীত মৌসুমের ফসল। মাত্র ৩ মাসেই এর ফলন পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে আমার জমিতে ফল বড় হয়েছে, ফলনও ভালো হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ক্ষেত থেকে বিষমুক্ত এসব তরমুজ তুলে বিক্রি শুরু হবে। পতিটি তরমুজের গড় ওজন প্রায় ৫-৭ কেজি। বর্তমানে সুমন মিয়ার হলুদ তরমুজ ক্ষেত দেখতে আশেপাশের এলাকা থেকে মানুষ তার ক্ষেতে ছুটে আসছেন ।

আগামিতে অনেকেই এই তরমুজ চাষ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে জানান, সুমন মিয়া। কম খরচে বেশি লাভবান হওয়ায় এবং প্রচুর ফলন হওয়ায় এ অঞ্চলের অনেক কৃষক এই তরমুজ চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন অনেক কৃষক। আগামীতে তিনি আরও বড় পরিসরে বাণিজ্যিকভাবে তরমুজ চাষ করবে বলে আমাদের ব্যক্ত করেন। কৃষক সুমন মিয়া আরও জানান, ভূঞাপুরের চরাঞ্চল বালুমাটি তরমুজ চাষ দেখাচ্ছে কৃষকদের নতুন পথ। সঠিক পরিকল্পনা আর সহায়তা পেলে এই স্বপ্নই হতে পারে চরাঞ্চলের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করেন তিনি। যেসব কৃষক এ চরাঞ্চলে ঝুঁকিপূর্ণ তামাক চাষ করত তারা আমার সাফল্য দেখে অন্তত ১০ জন আগামী বছর থেকে তরমুজ চাষ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

দুই ইটভাটা মালিককে ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি

কুড়িগ্রামের উলিপুরে পরিবেশ আইন অমান্য করায় দুটি ইটভাটার মালিককে মোট ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গত সোমবার জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালনা করে। ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইন ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) লঙ্ঘনের দায়ে এই দণ্ড দেওয়া হয়। এর মধ্যে জেলা প্রশাসকের অনুমতি ছাড়া মাটি সংগ্রহের অপরাধে উপজেলার গোড়াই রঘুরায় এলাকায় অবস্থিত ‘মেসার্স এসএম ব্রিকস’কে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ ছাড়া আঠারো পাইকার এলাকার ‘মেসার্স এনএম ব্রিকস’কে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি বৈধ কাগজপত্র না থাকা পর্যন্ত ভাটা দুটির কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযানে বিচারিক দায়িত্ব পালন করেন কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ বি এম মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ।

৬ মণ ওজনের শাপলা পাতা মাছ, ৭৫ হাজারে বিক্রি

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে মেঘনা নদীর মোহনায় জেলেদের জালে ধরা পড়েছে প্রায় ৬ মণ ওজনের একটি শাপলা পাতা মাছ। স্থানীয়ভাবে মাছটি হাউস মাছ নামে পরিচিত। জালে ধরা পড়া মাছটি নিলামে ৭৫ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। এতে দারুণ খুশি দীর্ঘদিন ধরে অর্থকষ্টে থাকা জেলে কীর্তন মাঝি। গত সোমবার বিকেলে রামগতি উপজেলার বড়খেরী মাছঘাটে মাছটি নিলামে তোলা হয়। এর আগে উপজেলার দক্ষিণে মেঘনা নদীর মোহনায় কীর্তন মাঝির জালে মাছটি ধরা পড়ে। স্থানীয় সূত্র জানায়, দড়ি দিয়ে বেঁধে বাঁশে ঝুলিয়ে ১০ জন জেলে নৌকা থেকে মাছটি বড়খেরী ঘাটে নিয়ে আসেন। দূর থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, মাছটি আকারে বড় এবং ওজনে অনেক বেশি। মাছঘাটে মোতালেব বেপারীর আড়তে মাছটি নিলামে তোলা হয়। স্থানীয় পাইকারি মাছ ব্যবসায়ী কৃষ্ণ বেপারী ৭৫ হাজার টাকায় মাছটি কিনে নেন। মাছটি এতটাই বিশাল আকৃতির ছিল যে, ১২ জন জেলে মিলে নৌকা থেকে নামিয়ে ডাঙায় তুলতে পারছিলেন না। পরে পাশের একটি ট্রলারের জেলেদের সহায়তায় মাছটি ডাঙায় তোলা হয়। এ সময় মাছটি দেখতে ঘাট এলাকায় উৎসুক জনতার ভিড় জমে।

আড়তদার মোতালেব বেপারী বলেন, সম্প্রতি মেঘনা নদীর বিভিন্ন এলাকায় শাপলা পাতা মাছ ধরা পড়ছে। মূলত এই মাছ সাগরে থাকে। স্রোতের টানে মাছ নদীতে চলে এসেছে। কীর্তন মাঝির জালে মাছটি ধরা পড়লে তিনি আমার আড়তে নিয়ে আসেন। পরে কৃষ্ণ বেপারী মাছটি ৭৫ হাজার টাকায় নিলামে কিনে নেন। কৃষ্ণ বেপারী বলেন, হাউস মাছ সচরাচর পাওয়া যায় না। এই মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। যে দামে মাছটি কিনেছি, এর চেয়ে ভালো দামে বিক্রি করতে পারব বলে আশা করছি।

জনগণকে ভোট দিতে বাধ্য করছে মিয়ানমারের জান্তা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

আসন্ন সামরিক নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনে মানুষকে ভোট দিতে বাধ্য করতে মিয়ানমারের সামরিক সরকার ভয়ভীতি ও সহিংসতার পন্থা অবলম্বন করছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। একই সঙ্গে ভোট ঠেকাতে সশস্ত্র বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর সহিংসতার কথাও উল্লেখ করেছে সংস্থাটি।
জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ভলকার টুর্ক এক বিবৃতিতে বলেন, ভোটে অংশ নিতে মানুষকে জোর করা এবং ভিন্নমত প্রকাশের কারণে গ্রেফতার বন্ধ করতে হবে। আগামী রোববার (২৮ ডিসেম্বর) থেকে মিয়ানমারে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কথা।
সামরিক সরকার এটিকে গণতন্ত্রে ফেরার পথ বলে দাবি করলেও আন্তর্জাতিক মহল এই নির্বাচনকে সামরিক শাসনের নতুন রূপ বলে মনে করছে।
২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করা হয়। এরপর থেকেই দেশটি গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।
সাবেক নেত্রী অং সান সু চি এখনও কারাবন্দি এবং তার দল ভেঙে দেওয়া হয়েছে।
জাতিসংঘ জানিয়েছে, 'নির্বাচন সুরক্ষা আইন'-এর আওতায় মত প্রকাশের কারণে বহু মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অনেককে কঠোর শাস্তিও দেওয়া হয়েছে। ইয়াঙ্গুন অঞ্চলে তিন যুবককে নির্বাচনবিরোধী পোস্টার টাঙানোর দায়ে ৪২ থেকে ৪৯ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাস্তুচ্যুত মানুষদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে- ভোট দিতে না এলে তাদের ওপর হামলা বা বাড়িঘর দখল করা হবে। জাতিসংঘ বলেছে, জোর করে মানুষকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ফিরতে বাধ্য করা মানবাধিকার লঙ্ঘন।

'ফিলিস্তিনিদের কারাগারের চারপাশে কুমির থাকবে'

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

চারপাশে কুমির থাকবে- ফিলিস্তিনিদের জন্য এমন কারাগার বানানোর প্রস্তাব দিয়েছেন দখলদার ইসরায়েলের উগ্রপন্থি জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী। ফিলিস্তিনি বন্দিদের প্রতি ইসরায়েল যে নির্মম আচরণ করে সেটির নতুন সংযোজন তার এ প্রস্তাব। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল-১৩ গত রোববার জানিয়েছে, বেন গিভির ইসরায়েলি কারা কর্তৃপক্ষের কাছে এমন প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ফিলিস্তিনি বন্দিরা যেন পালিয়ে যেতে না পারেন সেজন্য যেন কুমির বেষ্টিত কারাগার স্থাপন করা হয়। যদি তার এ প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহলে কারাগারটি তৈরি করা হবে সিরিয়ার দখলকৃত গোলান উপত্যকার কাছের হামাত গাদেরে। এটি জর্ডান সীমান্তেরও কাছে।
সেখানে একটি চিড়িয়াখানা আছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ওই চিড়িয়াখানার কুমির এনে কারাগারের চারপাশে রাখা হবে। যেখানে ফিলিস্তিনি বন্দিদের আটকে রাখা হবে। গত সপ্তাহে ইসরায়েলি কারা কর্তৃপক্ষের প্রধান কোবি ইয়াকোবির সঙ্গে বৈঠক করেন। তখন এমন 'হিংস্রতাপূর্ণ' প্রস্তাব দেন তিনি। সংবাদমাধ্যমটি বলেছে, বৈঠকে উপস্থিত কিছু পুলিশ কর্মকর্তা তার এ প্রস্তাব নিয়ে হাসাহাসি করলেও; কারা কর্তৃপক্ষ এমন কারাগার স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করছে।
ফিলিস্তিনি খামারির বাড়িতে ইসরায়েলি হামলা, মেরে ফেলল ভেড়া : ফিলিস্তিনের দখলকৃত পশ্চিমতীরের দক্ষিণাঞ্চলে এক ফিলিস্তিনি খামারির বাড়িতে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি স্যাটেলাররা। এ সময় তারা তার কয়েকটি ভেড়াকে শক্ত বস্তু দিয়ে আঘাত করে ও ছুরিকাঘাত দিয়ে মেরে ফেলে। নিরীহ এসব প্রাণীর ওপর এই বর্বরোচিত হামলার ঘটনা ধরা পড়েছে সিসি ক্যামেরায়।
ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল গতকাল মঙ্গলবার জানিয়েছে, সামু নামে ওই শহরে পরে ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের পাঠানো হয়। তারা জানতে পারে, নিকটবর্তী সুসইয়া বসতি থেকে স্যাটেলাররা এসে সামুতে হামলা চালাচ্ছে। সিসিটিভির ফুটেজে দেখা গেছে, ভেড়াদের শরীরে বড় রড দিয়ে আঘাত করছে স্যাটেলাররা। এর কিছুক্ষণ পর ক্যামেরা ভেঙে ফেলে এক স্যাটেলার। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে ধারণ করা ভিডিওতে দেখা যায়, রক্তমাখা একটি ভেড়া প্রাণহীন অবস্থায় পড়ে আছে।
আরব একটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ওই ভেড়াগুলোর মালিক মাহমুদ আল-দাঘামিন। হামলাকারীরা প্রথমে তার বাড়িতে পাথর নিক্ষেপ করে।
ওই সময় ঘরের জানালা ভেঙে ফেলে তারা। ভেড়ার ওপর হামলা ছাড়াও তিন ফিলিস্তিনিকে লক্ষ্য করে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে দেয়। তাদের পরবর্তীতে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তারা হামলাকারীদের একটি কম্পাউন্ডে অভিযান চালায়। ওই সময় হামলার ব্যাপক প্রমাণ পায় এবং পাঁচ স্যাটেলারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন : ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনল্যান্ডকে প্রয়োজন। ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত এই আর্কটিক দ্বীপে বিশেষ দূত নিয়োগ করাকে ঘিরে কোপেনহেগেনের সঙ্গে নতুন করে উত্তেজনা তৈরির পর তিনি এ মন্তব্য করেন। কোপেনহেগেন থেকে বার্তাসংস্থা এএফপি এ খবর জানায়। জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকেই ট্রাম্প বারবার বলে আসছেন, নিরাপত্তার কারণে সম্পদসমৃদ্ধ গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন। এ লক্ষ্য পূরণে শক্তি প্রয়োগের সম্ভাবনাও তিনি নাকচ করেননি।
গত রোববার ট্রাম্প লুইজিয়ানার গভর্নর জেফ ল্যান্ড্রিকে গ্রিনল্যান্ডের বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ডেনমার্ক যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে। গত সোমবার ফ্লোরিডার পাম বিচে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, 'জাতীয় নিরাপত্তার জন্য আমাদের গ্রিনল্যান্ডকে দরকার। খনিজের জন্য নয়।' তিনি বলেন, 'গ্রিনল্যান্ডের উপকূল জুড়ে তাকালেই দেখা যাবে, সর্বত্র রাশিয়া ও চীনের জাহাজ।' ট্রাম্প আরো বলেন, 'জাতীয় নিরাপত্তার জন্য আমাদের এটি (গ্রিনল্যান্ড) দরকার। আমাদের এটি পেতেই হবে।' তিনি আরো বলেন, ল্যান্ড্রি 'এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দিতে চান।'
নিয়োগের পরপরই ল্যান্ড্রি ডেনিশ এই ভূখণ্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের নেতারা বারবার বলে আসছেন, বিশাল এই দ্বীপ বিক্রির জন্য নয় এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই নির্ধারণ করবে গ্রিনল্যান্ড। জানুয়ারিতে করা এক জনমত জরিপে দেখা যায়, গ্রিনল্যান্ডের ৫৭ হাজার বাসিন্দার বেশির ভাগ ডেনমার্ক থেকে স্বাধীনতা চায়। তবে তারা যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হতে আগ্রহী নয়। দ্বীপটিতে বিরল খনিজের বড় মজুত রয়েছে। গ্রিনল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের পিটুফিক সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। ২০২০ সালের জুনে দ্বীপটিতে একটি কনস্যুলেটও খোলা হয়। গত আগস্টে ট্রাম্পঘনিষ্ঠ অন্তত তিন মার্কিন কর্মকর্তাকে গ্রিনল্যান্ডের রাজধানী নুকে দেখা যাওয়ার পর ডেনমার্ক যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতকে তলব করে। গ্রিনল্যান্ড দখলের বিষয়ে ট্রাম্পের দৃঢ় অবস্থান ন্যাটোর সদস্য ডেনমার্ককে বিস্মিত করেছে। আফগানিস্তান ও

ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধেও অংশ নেয় ডেনমার্ক। জানুয়ারিতে কোপেনহেগেন আর্কটিক অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি জোরদারে ২ দশমিক শূন্য বিলিয়ন ডলারের পরিকল্পনা ঘোষণা করে।
মাদুরোর পদত্যাগই হবে 'বুদ্ধিমানের কাজ' : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর জন্য পদত্যাগ করাই হবে 'বুদ্ধিমানের কাজ'। ভেনিজুয়েলার তেল রফতানি ঘিরে দেশটির বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ জোরদার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্যের পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানান মাদুরো। এদিকে মাদুরো সরকারের প্রতি 'পূর্ণ সমর্থন' পুনর্ব্যক্ত করেছে রাশিয়া। ওয়াশিংটন থেকে বার্তাসংস্থা এএফপি এ খবর জানায়।
গত সোমবার ফ্লোরিডায় নিজের বাসভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ১২ বছর ক্ষমতায় থাকা মাদুরো পদ ছাড়বেন কি না, তা তার নিজের সিদ্ধান্ত। তবে ট্রাম্প বলেন, 'আমি মনে করি, সেটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।' তিনি আরো হুঁশিয়ারি দেন যে, মাদুরো যদি কঠোর অবস্থান নেন, তবে, সেটাই হবে তার শেষবারের মত কঠোর পদক্ষেপ।'
তবে, এর কয়েক ঘণ্টা পরই পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানান মাদুরো। তিনি বলেন, হুমকি না দিয়ে নিজের দেশের সমস্যার দিকেই মনোযোগ দেওয়া উচিত ট্রাম্পের। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত এক ভাষণে মাদুরো বলেন, 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুতে নিজের দেশের দিকেই মন দিলে তিনি ভালো করতেন। বিশ্বে ভালো থাকতে চাইলে নিজের দেশের কাজই সামলানো উচিত।'
এদিকে, ভেনিজুয়েলার প্রধান মিত্র রাশিয়া মাদুরো সরকারের প্রতি 'পূর্ণ সমর্থন' পুনর্ব্যক্ত করেছে। ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে থাকা মস্কো এই অবস্থান নেয় মঙ্গলবার অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের আগের দিন। ওই বৈঠকে ভেনিজুয়েলার ক্রমবর্ধমান সংকট নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। রাশিয়া ও ভেনিজুয়েলার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে ফোনালাপে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করা হয়। এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে কথিত মাদক পাচারের অভিযোগে নৌযানে হামলা ও দুটি তেলবাহী ট্যাংকার জব্দ। যুক্তরাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তা রোববার এএফপিকে জানান, তৃতীয় একটি জাহাজের পেছনে ধাওয়া চলছে। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, সের্গেই লাভরভ ও ভেনিজুয়েলার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইভান গিলের মধ্যে আলোচনায় ক্যারিবীয় সাগরে যুক্তরাষ্ট্রের কার্যক্রম নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, এসব পদক্ষেপ অঞ্চলের জন্য গুরুতর পরিণতি ডেকে আনতে পারে এবং আন্তর্জাতিক নৌ চলাচলকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।
বিবৃতিতে আরো বলা হয়, বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভেনিজুয়েলার নেতৃত্ব ও জনগণের প্রতি রাশিয়া পূর্ণ সমর্থন ও সংহতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। যুক্তরাষ্ট্র দাবি করছে, সেপ্টেম্বর থেকে ক্যারিবীয় সাগর ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে যেসব নৌযানে হামলা চালানো হয়েছে, সেগুলো মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিল। তবে, এ দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি। এসব অভিযানে শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে জেলেরাও ছিলেন বলে পরিবার ও বিভিন্ন সরকার জানিয়েছে। ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ ট্রাম্প ভেনিজুয়ায় যাতায়াতকারী 'নিষেধাজ্ঞাভুক্ত তেলবাহী জাহাজের' বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করা হবে বলে ঘোষণা দেন। ট্রাম্পের অভিযোগ, মাদুরোর অধীনে কারাকাস তেলের অর্থ ব্যবহার করছে 'মাদক সন্ত্রাস, মানব পাচার, হত্যা ও অপহরণে' অর্থ যোগাতে। তিনি আরো বলেন, ভেনিজুয়েলা যুক্তরাষ্ট্রের 'সব তেল নিয়ে নিয়েছে'। এটি দেশটির তেল খাত জাতীয়করণের প্রতি ইঙ্গিত বলে মনে করা হচ্ছে। ট্রাম্প বলেন, 'আমরা সেটা ফেরত চাই।'
এর জবাবে কারাকাস আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, ওয়াশিংটন সরকার পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রকে 'আন্তর্জাতিক জলদস্যুতা'র অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে ভেনিজুয়েলা। রাশিয়ার বিবৃতিতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, বিশেষ করে জাতিসংঘে, উভয় দেশ সমন্বিতভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে একমত হয়েছে। ভেনিজুয়েলার আরেক মিত্র চীনও নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকার পক্ষে সমর্থন দিয়েছে। ভেনিজুয়েলার অভিযোগ, এটি 'চলমান মার্কিন আগ্রাসন' নিয়ে আলোচনার জন্য প্রয়োজন।
টেলিগ্রামে দেওয়া এক বার্তায় ভেনিজুয়েলার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইভান গিল জানান, তিনি ও রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ক্যারিবীয় অঞ্চলে সংঘটিত 'আগ্রাসন ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রকাশ্য লঙ্ঘন' নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে জাহাজে হামলা, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের চালানো বেআইনি জলদস্যুতা কার্যক্রম।
গিল বলেন, এসব বৈরী তৎপরতার মুখে মস্কোর 'পূর্ণ সমর্থন' পুনর্ব্যক্ত করেছেন লাভরভ। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও কারাকাসের প্রতি রাশিয়ার এই সমর্থনকে গুরুত্ব না দিয়ে উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, ভেনিজুয়েলা ইস্যুতে রাশিয়ার সঙ্গে উত্তেজনা বাড়বে- এ নিয়ে ওয়াশিংটন উদ্বিগ্ন নয়। কারণ, ইউক্রেন পরিস্থিতি নিয়ে রাশিয়ার 'অত্যন্ত ব্যস্ত পরিস্থিতে রয়েছে।' সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোয় যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের কোনো সমাধান না হওয়ায় মস্কোর প্রতি হতাশা প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এদিকে গত সোমবার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে মাদুরোর স্বাক্ষরিত একটি চিঠি পড়ে শোনান গিল। জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর উদ্দেশে লেখা ওই চিঠিতে সতর্ক করে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত অবরোধ বিশ্বব্যাপী তেল ও জ্বালানির সরবরাহে প্রভাব ফেলবে।
স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়লে অভিবাসীদের ৩০০০ ডলার দেবেন ট্রাম্প : স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়লে অবৈধ অভিবাসীদের জন্য প্রণোদনার অংক বাড়িয়ে তিনগুণ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। নতুন ঘোষণায় বলা হয়েছে, যারা নিজ উদ্যোগে দেশ ছাড়বেন, তাদের প্রত্যেককে তিন হাজার ডলার করে দেওয়া হবে। গত সোমবার দেশটির হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) এ তথ্য জানিয়েছে। ডিএইচএসের বিবৃতিতে বলা হয়, যেসব ব্যক্তি অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন এবং বছরের শেষের মধ্যে স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফিরে যেতে নিবন্ধন করবেন, তারা এই অর্থ সহায়তা পাবেন। এছাড়া তাদের নিজ দেশে ফেরার জন্য বিনামূল্যে প্লেনে যাতায়াতের ব্যবস্থাও করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টি নোম এক বিবৃতিতে বলেন, অবৈধ অভিবাসীদের এই সুযোগ নেওয়া উচিত।
তারা যদি স্বেচ্ছায় দেশ না ছাড়েন, তাহলে মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাদের খুঁজে বের করবে, গ্রেফতার করবে এবং ভবিষ্যতে আর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরতে দেবে না। চলতি বছরের মার্চে ট্রাম্প প্রশাসন 'সেলফ-ডিপোর্টেশন' সহজ করতে একটি নতুন অ্যাপ চালু করে, যার নাম দেওয়া হয় 'সিবিপি হোম'। এটি আগে 'সিবিপি ওয়ান' নামে পরিচিত ছিল, যা জো বাইডেন প্রশাসনের সময় অভিবাসীদের আইনগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য ব্যবহৃত হতো।
ডিএইচএস জানিয়েছে, অবৈধভাবে অবস্থানরত একজন অভিবাসীকে গ্রেফতার, আটক ও বহিষ্কার করতে গড়ে প্রায় ১৭ হাজার ডলার খরচ হয়। গত জানুয়ারিতে ক্ষমতায় ফিরে ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসন ইস্যুতে কঠোর অবস্থানের ঘোষণা দেন এবং প্রতি বছর অন্তত ১০ লাখ অভিবাসীকে বহিষ্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। তবে এ বছর এখন পর্যন্ত প্রায় ৬ লাখ ২২ হাজার অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করতে পেরেছে তার প্রশাসন। কর্তৃপক্ষ জানায়, ২০২৬ সালে আরও কঠোর অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে কয়েক বিলিয়ন ডলার নতুন বরাদ্দ, হাজার হাজার নতুন অভিবাসন কর্মকর্তা নিয়োগ, নতুন আটক কেন্দ্র চালু এবং অবৈধ অভিবাসীদের শনাক্তে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারত্বের পরিকল্পনা রয়েছে।

ইউক্রেনের ওদেসা অঞ্চলে হামলা বাড়িয়েছে রাশিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় ওদেসা অঞ্চলে হামলা বাড়িয়েছে রাশিয়া; তাতে ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাটের পাশাপাশি হুমকির মুখে পড়েছে অঞ্চলটির সামুদ্রিক অবকাঠামো। ইউক্রেনের উপ-প্রধানমন্ত্রী ওলেকসি কুলেবা বলেছেন, মস্কো এই অঞ্চলে 'পদ্ধতিগত' আক্রমণ শুরু করেছে। গত সপ্তাহে তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন, "যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু সম্ভবত ওদেসার দিকে সরে গেছে।" প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, ধারাবাহিক হামলাগুলো ইউক্রেনের সামুদ্রিক লজিস্টিক ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার বন্ধ করতে মস্কোর একটি প্রচেষ্টা।
কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার কথিত 'শ্যাডো ফ্লিট' এর ট্যাংকারে ইউক্রেন যে ড্রোন হামলা চালিয়ে আসছে, তার প্রতিশোধ হিসেবে চলতি মাসের শুরুতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সাগরে ইউক্রেনের প্রবেশাধিকার বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দেন। 'শ্যাডো ফ্লিট' বলতে এমন শত শত ট্যাংকারকে বোঝায়, যেগুলো ২০২২ সালে ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের পর আরোপ হওয়া পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এড়াতে ব্যবহার করে রাশিয়া।
ওদেসার বন্দর অবকাঠামোতে সোমবার সন্ধ্যায় হামলা হয়, যাতে একটি বেসামরিক জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা জানিয়েছেন সেখানকার গভর্নর। বিবিসি লিখেছে, ধারাবাহিকভাবে শত শত হামলার এটিই সবশেষ ঘটনা। এসব হামলায় কয়েক দিন ধরে অঞ্চলটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে এবং বেশ কয়েকজনের প্রাণহানি ঘটেছে। গত রোববার রাতে হামলার ফলে ১ লাখ ২০ হাজার মানুষের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং একটি প্রধান বন্দরে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়, তাতে ময়দা ও ভোজ্যতেলের কয়েক ডজন কনটেইনার ধ্বংস হয়। গত সপ্তাহেই ওদেসার পূর্বে পিভদেন্নি বন্দরে একটি দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় আটজন নিহত এবং অন্তত ৩০ জন আহত হন। সপ্তাহের শুরুতে আরেকটি হামলায় তিন সন্তানসহ গাড়িতে ভ্রমণরত এক নারী নিহত হন; ইউক্রেন ও মলদোভার মধ্যে সংযোগকারী ওদেসা অঞ্চলের একমাত্র সেতুটি সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
সপ্তাহান্তে কমান্ডার দমিত্রো কারপেনকোকে বরখাস্ত করে শিগগিরই ওই অঞ্চলের বিমান বাহিনীর জন্য নতুন কমান্ডার নিয়োগ করা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। বিবিসি লিখেছে, ওদেসার বন্দর সবসময়ই ইউক্রেনের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিইভ ও খারকিভের পর এটিই দেশটির তৃতীয় বৃহত্তম শহর। ইতোমধ্যে জাপোরিঝঝিয়া, খেরসন ও মাইকোলাইভ অঞ্চলের অন্যান্য বন্দর রাশিয়া দখল করার কারণে ওদেসা এখন ইউক্রেনের জন্য কৌশলগতভাবে আগের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ইউক্রেনে কয়েক বছর ধরে যুদ্ধ চললেও দেশটি এখনো বিশ্বের শীর্ষ গম ও ভুট্টা রপ্তানিকারকদের একটি।
বিবিসি লিখেছে, ২০২৩ সালের অগাস্ট থেকে শস্য রপ্তানির জন্য ইউক্রেনের কাছে ওদেসা গুরুত্বপূর্ণ করিডোর হয়ে উঠেছে। রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া উপকূল ধরে তুরস্কে পৌঁছায় পণ্যবাহী জাহাজ। জেলেনস্কি এর আগে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ওদেসার মানুষের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টির অভিযোগ করেছিলেন। "চাপ ছাড়া যে সত্যিকার অর্থে আগ্রাসন শেষ করার ইচ্ছে রাশিয়ার নেই, তা সবারই দেখা উচিত।"
যুদ্ধ অবসানে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার মিয়ামিতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন কূটনৈতিক চেষ্টার সবশেষ বৈঠকের পর তার এ বক্তব্য আসে। যুক্তরাষ্ট্র সেখানে ইউক্রেনীয় ও রুশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেছে। বৈঠক থেকে আশাব্যঞ্জক কথা এলেও ৪ বছর ধরে চলা ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানের কোনো স্পষ্ট অগ্রগতি নেই। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ প্রতিনিধি স্টিভ উইটকফ বলেছেন, চলতি মাসের শুরুতে ইউক্রেন প্রস্তাবিত ২০ দফার শান্তি পরিকল্পনার খসড়া নিয়ে 'অবস্থান সমন্বয়' করতে তিনি ও জেলেনস্কির বিশেষ প্রতিনিধি রুস্তেম উমেরভ কাজ করেছেন। এ পরিকল্পনাটি গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত পরিকল্পনার একটি বিকল্প। যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাটি মস্কোর অনুকূলে যায় বলে মনে করা হয়।
রুশ প্রতিনিধি কিরিল দিমিত্রিয়েভ ফ্লোরিডা থেকে মস্কোতে ফেরার আগে ক্রেমলিনের পররাষ্ট্রনীতি উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ সাংবাদিকদের বলেন, শান্তি প্রস্তাবে ইউরোপীয় ও ইউক্রেনীয় পরিবর্তনগুলো শান্তি অর্জনের সম্ভাবনা বাড়াবে না। রাশিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভ সোমবার অভিযোগ করেন, ইউক্রেন প্রশ্নে সম্ভাব্য রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি ভেস্তে দেওয়ার এবং সামগ্রিকভাবে রাশিয়া-আমেরিকার সম্পর্ক উন্নত হওয়া ঠেকাতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর 'দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা' রয়েছে।

উত্তর কোরীয় চাকরির আবেদন আটকে দিয়েছে আমাজন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

মার্কিন প্রযুক্তি কোম্পানি আমাজন জানিয়েছে, তারা ১,৮০০-এরও বেশি উত্তর কোরিয়ানকে তাদের কোম্পানিতে যোগদান থেকে বিরত রেখেছে। পিয়ংইয়ং বিপুল সংখ্যক আইটি কর্মীকে অর্থ উপার্জন এবং পাচারের জন্য বিদেশে পাঠায়। খবর বার্তা সংস্থা এএফপি'র। আমাজনের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা স্টিফেন শ্মিড গত সপ্তাহে লিঙ্কডইনে এক পোস্টে বলেছেন যে, উত্তর কোরিয়ার কর্মীরা 'বিশ্বজুড়ে, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রে, কোম্পানিগুলোর কাছে আইটি খাতে চাকরি নিশ্চিত করার চেষ্টা করছেন।' তিনি বলেন, গত এক বছরে উত্তর কোরিয়ার আবেদনপ্রত্যাশীর সংখ্যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেড়েছে।
তিনি বলেন, উত্তর কোরিয়ার কর্মীরা সাধারণত সরাসরি কাজ না করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'ল্যাপটপ ফার্ম' ব্যবহার করে।
ল্যাপটপ ফার্ম বলতে যুক্তরাষ্ট্রে রাখা এমন কিছু কম্পিউটারকে বোঝানো হয়, যেগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে উত্তর কোরিয়া বা অন্য যে কোনো দেশ থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তিনি সতর্ক করে বলেন, এই সমস্যা 'কেবল আমাজনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়' এবং 'সম্ভবত পুরো শিল্পজুড়ে ব্যাপকভাবে ঘটছে।' শ্মিড জানান, উত্তর কোরিয়ার কর্মীদের চিহ্নিত করার কিছু লক্ষণ হলো ভুলভাবে ফরম্যাট করা ফোন নম্বর।

ইয়েমেনে অবস্থান শক্ত করছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

সৌদির হুমকিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ইয়েমেনের সবচেয়ে বড় প্রদেশ হাদরামাউতে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করছে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী সাউদার্ন ট্রানজিশনাল কাউন্সিল (এসটিসি)। গত সোমবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ইয়েনি সাফাক।
তিন সপ্তাহ আগে আকস্মিকভাবে সৌদির সীমান্তবর্তী হাদরামাউতের নিয়ন্ত্রণ নেয় সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী এসটিসি। তারা ইয়েমেনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে আলাদা দেশ করতে চায়। ১৯৯০ সালের আগে ইয়েমেন উত্তর ও দক্ষিণ নামে আলাদা দুটি দেশ ছিল। এসটিসির নেতা দাবি করেছেন তারা ওই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা এনেছেন। তবে মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলেছে, এসটিসির যোদ্ধারা অনেক মানুষকে নির্বিচারে আটক করা হয়েছে।
ইয়েমেনের একটি অংশ এমনিতেই হুতি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে আছে। যে অংশটিতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকার ছিল সেখানের নিয়ন্ত্রণ এখন নিয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। এতে করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সরকারের অবস্থা বেশ নাজুক হয়ে পড়েছে। এক ভিডিও বার্তায় এসটিসির জাতীয় পরিষদের প্রধান আলী আল-খাতিরি বলেছেন, হারদামাউতে তারা গত ৩ ডিসেম্বর থেকে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি দাবি করেছেন, অস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার কারণে সেখানকার মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েছে।
এছাড়া কাউকে হেনস্তা করা হচ্ছে না বলেও দাবি করেছেন তিনি। কিন্তু মানবাধিকার সংস্থার ইয়েমেনি নেটওয়ার্ক ফর রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডম জানিয়েছে, অন্তত ৩১২ জনকে কোনো কারণ ছাড়া আটক করা হয়েছে এবং অনেককে গুম করেছে এসটিসির যোদ্ধারা। এই সশস্ত্র বাহিনীর যোদ্ধারা গত ৩ ডিসেম্বর ইয়েমেনের সেনাবাহিনীর সঙ্গে তীব্র লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এতে করে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ অন্তত ৩০ সেনা নিহত হন। সেখানকার সরকার সংশ্লিষ্ট আল-ইসলাহ পার্টি অভিযোগ করেছে, এসটিসি রিয়াদ চুক্তি ভঙ্গ করছে এবং নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র করছে। দলটি সতর্কতা দিয়েছে, নিজেদের মধ্যে এমন দ্বন্দ্বের কারণে সৃষ্ট সুযোগের সদ্ব্যবহার করে হুতিরা এই অঞ্চলও দখল করে নিতে পারে। এদিকে এই এসটিসিকে সমর্থন দিচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। অপরদিকে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে সৌদি আরব।

টানা ৪২ ঘণ্টা গান গাইলেন স্যান্ডউইচ বিক্রেতা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

কোনো আরাম-বিরাম ছাড়াই টানা ৪২ ঘণ্টা গান গেয়েছেন। ক্লান্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে একসময় দৃষ্টিভ্রম হতে শুরু করেছিল। তবু সুর থামাননি ইংল্যান্ডের গ্লুচেস্টারশায়ারের স্যান্ডউইচ বিক্রেতা ডেভ পারচেজ। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের পাতায় নাম লেখাতে এভাবে টানা প্রায় দুদিন গান গেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন ৬৩ বছর বয়সী এই ব্যক্তি।
ডেভ পারচেজ গ্লুচেস্টার শহরে 'অন টোস্ট' নামের একটি স্যান্ডউইচ দোকানের মালিক। তিনি স্থানীয়ভাবে 'মিস্টার টোস্টি' নামে পরিচিত। গত বুধবার মধ্যরাতে বিশ্ব রেকর্ড গড়তে নিজ দোকানেই বড়দিন উপলক্ষে গান গাওয়া শুরু করেন, যা চলে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত।
ডেভ এ রেকর্ডের জন্য বড়দিনের ৩৮টি জনপ্রিয় গান বেছে নিয়েছিলেন। 'জিঙ্গেল বেলস' থেকে শুরু করে মারায়া কেরি কিংবা

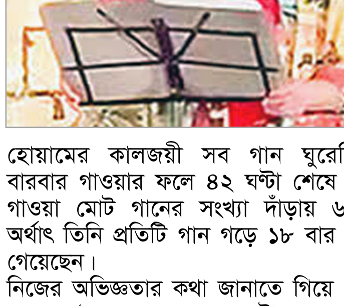

হোয়ামের কালজয়ী সব গান ঘুরেফিরে বারবার গাওয়ার ফলে ৪২ ঘণ্টা শেষে তাঁর গাওয়া মোট গানের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৮৪; অর্থাৎ তিনি প্রতিটি গান গড়ে ১৮ বার করে গেয়েছেন।
নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে ডেভ বলেন, 'শুক্রবার ভোরে একটা সময় মনে হচ্ছিল, আমি আর পারব না। ঘুমের অভাবে উল্টাপাল্টা দেখছিলাম। এমনকি গান গাইতে গাইতে ঘুমিয়েও পড়ছিলাম। কিন্তু যখনই লোকজন আসতে শুরু করল, মানুষের উৎসাহ দেখে আমার ভেতরের ক্লান্তি উধাও হয়ে গেল।'
তবে এ প্রচেষ্টায় ডেভ একা ছিলেন না। তাঁর প্রতি সংহতি জানাতে যোগ দিয়েছিল স্থানীয় একটি গানের দল। সঙ্গে ডিমেনশিয়ায় আক্রান্তদের নিয়ে গঠিত একটি বিশেষ দল। স্থানীয় মানুষেরাও নানা সাজে এসে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করেন। ডেভ তাঁর ৪২ ঘণ্টা গান গাওয়ার ভিডিও ফুটেজ ও প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছেন। এখন আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির অপেক্ষায় আছেন। এর আগে দীর্ঘ সময় ধরে বড়দিনের গান গাওয়ার রেকর্ড ছিল নাইজেরিয়ার ইওয়াওলুওয়া ওলাতুনজি নামের এক ব্যক্তির। ২০২৪ সালে টানা ৪০ ঘণ্টা গান গেয়ে তিনি ওই রেকর্ড গড়েছিলেন।